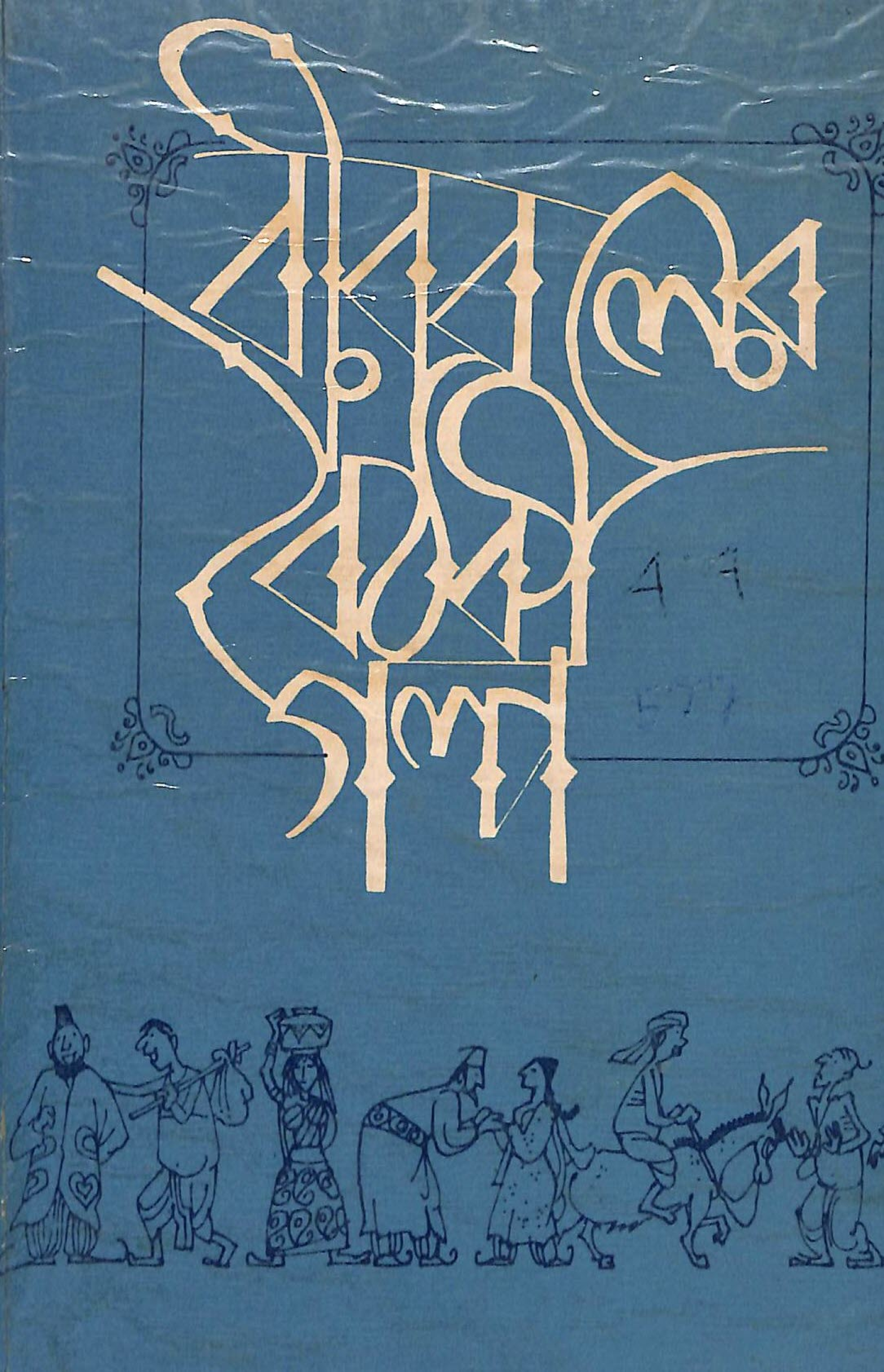


বীরবলের
বৈঠকী গল্প





বীরবলের বৈঠকী গল্প



বীরবলের দুষ্প্রাপ্য জীবনীসহ
দুই শতাধিক সরস গল্পের সংকলন

পুনর্লিখন ঃ
মিহির সেন

নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৬ ভাদ্র, ১৩৯২
২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

প্রথম প্রকাশ : ১৭ মাঘ, ১৩৯১
৩১ জানুয়ারি, ১৯৮৫

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : প্রসূন বসু
নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ও
রেখাচিত্র : সর্বজিৎ সেন

পনেরো টাকা

BIRBALER BAITHAKI GALPA
(The Stories of Birbal)
Retold by : MIHIR SEN

স্নেহের মুন-কে



রঙ্গ রসের তুফান !   আমোদের ফোয়ারা !
বীরবল রহস্য !!
বীরবল রহস্যে মূর্খের পাণ্ডিত্য জন্মে, নির্বোধের বুদ্ধি বাড়ে, মূঢ়ের আক্কেল লাভ হইয়া থাকে।
যদি শোক দুঃখ ভুলিয়া কেবল আমোদ প্রমোদ হাস্যাহ্লাদে ভাসিতে ইচ্ছা কর, উন্নত জ্ঞান লাভের প্রত্যাশা কর, তবে রাত দিন কেবল বীরবল লইয়া থাক।

উর্দু থেকে প্রথম বাংলা ভাষায় অনূদিত আদি ও প্রাচীনতম পুঁথির ভূমিকা থেকে।

বীরবল প্রসঙ্গে

বীরবল-সাহিত্যের কালজয়ী আবেদন একই সঙ্গে বীরবলের সাহিত্য-প্রতিভা ও আকবর বাদসার ধর্ম-নিরপেক্ষ গুণগ্রাহিতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

আকবর নিজে নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য বহু বিষয় সহ শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর অসাধারণ অনুরাগ। শুধু অনুরাগ নয়, তাঁর প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতাই তাঁর শাসনকালকে ইতিহাসে চিহ্নিত হবার সুযোগ দিয়েছে শিল্প-সাহিত্যের এক স্বর্ণযুগ রূপে। মূল ফারসী ভাষায় কাব্য-চর্চা করতেন এমন অসংখ্য ভারতীয় ও বিদেশী কবিই যে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন তাই নয়, সংস্কৃতিবিনিময়ের অকৃত্রিম প্রেরণায় তাঁর দরবারে রীতিমত একটি অনুবাদ বিভাগই স্থাপন করেছিলেন তিনি। সেখানে নিযুক্ত ছিলেন সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ভাষার বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ। তাঁদের সহযোগিতায় সংস্কৃত, আরবী, তুর্কী ও গ্রীক সাহিত্যের অনেক অমূল্য সম্পদ ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সংস্কৃত থেকে ফারসী ভাষায় অনুবাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকায় ছিল রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, নল-দময়ন্তী, রাজতরঙ্গিণী, হরিবংশ, পুরাণ, অথর্ববেদ ইত্যাদি কালজয়ী সৃষ্টি। এছাড়াও ধর্মনিরপেক্ষ উদার আকবরের সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা ও সুস্থির সামাজিক অবস্থার শান্ত বাতাবরণ—তৎকালীন মৌলিক হিন্দী সাহিত্যকেও সাহায্য করেছিল এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টিতে। যে যুগের ফসল ছিলেন তুলসীদাস, সুরদাস, আবদুর রহিম খান খানান, রসখান, বা বীরবলের মতো সাহিত্য-প্রতিভা।

এঁদের মধ্যে একমাত্র বীরবলই তাঁর নিজস্ব পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহসিকতা এবং সরস সাহিত্য-প্রতিভাগুণে আকবরের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ক্রমে তিনি বাদসার মন্ত্রী পদেও উন্নীত হয়েছিলেন। এবং বাদসার উৎসাহে ও সকৌতুক প্রশ্রয়ে স্বয়ং বাদসা ও সমকালের প্রেক্ষাপটে তাঁর রচিত সরস কাহিনীর মাধ্যমে সাহিত্যের ইতিহাসে এক কিংবদন্তীর পুরুষ হবার সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন। অবশ্য বিনিময়ে, নিজের অজ্ঞাতে, স্বয়ং বাদসাও এক অকল্পনীয় ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন এতে। ইতিহাসের নিরস পৃষ্ঠা থেকে মানুষের সরস হৃদয়ে এক চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন আকবর বাদসা বীরবল-সাহিত্যের দৌলতেই।

বীরবলের জন্ম ও জীবনী প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকরা দ্বিমত পোষণ করেন। পারস্য ইতিহাসবিদদের মতে—বীরবল জন্মগ্রহণ করেছিলেন বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত তিহরি নামে এক গ্রামে—এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। বীরবলের পিতার নাম ছিল শিউদত।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে শুরু হয় বীরবলের সংস্কৃত অধ্যয়ন। বয়স যখন দশ তখন বীরবল একদিন পিতার কাছে গিয়ে কোনো এক রাজার সৈন্যদলে ভর্তি হবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু পিতা তাতে সম্মতি দিলেন না।

বললেন, ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষে বেদাধ্যয়ন এবং ধর্মকর্মে নিযুক্ত থাকাই বিধেয়। প্রাণীহত্যাকর সমরে লিপ্ত হওয়া ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ।

পিতার নিষেধ মেনে নেন বীরবল। কিন্তু একই সঙ্গে প্রার্থনা জানান, পিতা যেন তাকে বেদ ও দর্শন অধ্যয়নের জন্যে সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান কাশীধামে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন।

বীরবলের উৎসাহ দেখে পিতা এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্তু একমাত্র বালক পুত্রকে একা কাশীতে পাঠানো উচিত নয় ভেবে নিজেও পুত্রসহ কাশী এসে কাশীবাসী হলেন।

কাশীতে এসে পুত্রকে তিনি জনৈক খ্যাত অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে বেদ অধ্যয়নের জন্যে ভর্তি করে দিলেন। সেখানে মাত্র তিন বৎসর অধ্যয়ন করে বীরবল বেদ, দর্শন, চিকিৎসা ও অংকশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

কিন্তু এ-সময়ে এক আকস্মিক বিপর্যয় নেমে আসে বীরবলের জীবনে। পুণ্য কাশীধামেই পিতা অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন। ফলে বাধ্য হয়েই আবার স্বগ্রামে ফিরে এলেন বীরবল। কিছুদিন শোকার্তা মায়ের কাছেই থাকতে হল।

কিছুদিন পর বিদ্যোৎসাহী বীরবল মা-র অনুমতি নিয়ে আগ্রার উদ্দেশে যাত্রা করলেন ফারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্যে। আগ্রায় এসে অনেক অনুসন্ধানের পর উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে শুরু করলেন তিনি বিদেশী ভাষা শিক্ষা।

আগ্রায় থাকাকালে একদিন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন বীরবল। তাঁর চিকিৎসা করতে এলেন এক মুসলমান হাকিম। আকবর বাদসার রাজস্ব-সচিব রাজা তোডরমলের সঙ্গে পরিচয় ছিল সেই হাকিমের। বীরবলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তাঁর অসামান্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে হাকিমসাহেব রাজা তোডরমলকে অনুরোধ জানালেন বীরবলকে কোনো রাজকার্যে নিযুক্ত করার জন্যে।

তোডরমল সেই অনুরোধ রক্ষা করলেন নিজের অধীনে বীরবলকে একটি কাজে নিযুক্ত করে। বীরবলও এমন প্রশংসার সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন যে একদিন তাঁর সুখ্যাতি গিয়ে পেঁছাল স্বয়ং আকবর বাদসার কানে।

কৌতূহলী হয়ে বাদসা বীরবলকে নিজের দরবারে তলব করলেন এবং বীরবলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এমন মুগ্ধ হলেন, যে তখনই তাকে নিজের সভাসদ্ পদে নিযুক্ত করলেন। বীরবলের বয়স তখন মাত্র উনিশ বছর।

এই পদ থেকেই নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভায় ক্রমে পদোন্নতি ঘটতে থাকে বীরবলের। অচিরেই তিনি সভাসদ্ থেকে আকবরের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলেন এবং কিছুদিন পর প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করলেন।

বীরবলের প্রতি আকবর বাদসার এই অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় অন্য সভাসদরা বীরবলকে অত্যন্ত হিংসা করতেন এবং তাঁর ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টা করতেন।

এক সময় তাঁরা ষড়যন্ত্র করে চারদিকে রটিয়ে দিলেন যে বীরবল ব্রাহ্মণ নয়,

বানিয়া। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ উদার আকবর এ কথায় কর্ণপাত করলেন না বরং সঙ্গীতজ্ঞ, পণ্ডিত, সুরসিক কবি ও বিদূষক বীরবলকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করলেন।

বীরবলের জীবনী সম্বন্ধে অবশ্য ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে—বীরবল ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে কাশী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ভাট ব্রাহ্মণ।

শৈশবেই বীরবল মাতৃহারা হওয়ায় পিতা তাঁকে অত্যন্ত যত্নে এবং অতি কষ্টে প্রতিপালন করেছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই বীরবল কৌতুককর কবিতা রচনা করতে পারতেন। একই সঙ্গে স্তুতিগীতিও শিক্ষা করেছিলেন তিনি। স্বরচিত সরস কবিতা ও স্তুতি-গীতি শুনিয়ে বালক বীরবল ভাটজাতীয় বণিকদের সন্তুষ্ট করে কিছু অর্থ উপার্জন করতেও শুরু করেছিলেন।

বীরবল ছিলেন শ্রুতিধর এবং অসামান্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং একই সঙ্গে অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন। তাই ক্রমেই চারদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

এতে উৎসাহিত হয়ে পিতা তাঁকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ চলে এলেন। এবং সেখানকার ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে পুত্রকে নিয়ে গিয়ে, পুত্রের স্তুতিগীতি ও কবিতা শুনিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন।

বীরবলের বয়স তখন মাত্র চোদ্দ বছর। কিন্তু এভাবে ধনীদের মনোরঞ্জন করে অর্থ উপার্জনকে ভিক্ষাবৃত্তি বলেই মনে হল বীরবলের। পিতাকে বললেন তিনি, 'এর চেয়ে আমাকে আপনি কোনো সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়ে দিন। আমি সুশিক্ষিত এবং পণ্ডিত হবার সুযোগ পেলে সসম্মানে এর চেয়েও বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারব।'

পুত্রের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না পিতা। তিনি পুত্রকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে লাহোরে গেলেন।

লাহোরে থাকা কালেই হঠাৎ একদিন পরলোক গমন করলেন তিনি। পুত্র বীরবলের জন্যে রেখে যান দশ হাজার টাকা।

এই ঘটনার পর বীরবল একদিন সুন্দরলাল নামে লাহোরের এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে গেলেন সংস্কৃত শিক্ষার আশায়।

পণ্ডিত সুন্দরলাল সৎব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনো ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন না। বীরবল ব্রাহ্মণসন্তান শুনে তাঁকে তিনি চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হবার সুযোগ দিলেন।

কিন্তু কিছুদিন পর তিনি লক্ষ্য করলেন, বীরবল বেশ সরস কবিতা রচনা করতে পারে এবং দক্ষ বিদূষকের মতো কথা বলে। ব্রাহ্মণসন্তান প্রায়ই বিদূষক হয় না। তাই মনে সন্দেহ জাগায় একদিন সরাসরি বীরবলকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'সত্যি করে বলো, তুমি ব্রাহ্মণসন্তান কিনা। আমি অনুমান করছি

তুমি ব্রাহ্মণ নও।'

বীরবল বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণই, কিন্তু ভাট ব্রাহ্মণ।'

এতে ক্রুদ্ধ হয়ে পণ্ডিত সুন্দরলাল বললেন, 'তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ। ভাট ব্রাহ্মণকে আমি ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করি না। তুমি এই মুহূর্তে আমার চতুষ্পাঠী ত্যাগ করে যাও এবং কাউকে বলো না যে, কোনোদিন তুমি আমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছ।'

অপমানিত ক্ষুব্ধ তরুণ বীরবল অবনত মস্তকে বেরিয়ে এলেন চতুষ্পাঠী থেকে।

ঘটনাটি অবশ্যই কাকতালীয়। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই মাথায় ছাদ ভেঙে পড়ায় আকস্মিক মৃত্যু ঘটে সুন্দরলালের।

বীরবলও লাহোর ত্যাগ করে আগ্রায় চলে যান ফারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্যে।

এখানে এসে বিদ্যোৎসাহী বীরবল কয়েক বছরের মধ্যেই এই দুই বিদেশী ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং শিক্ষাশেষে বাদসার সৈন্যদলের বেতন-বিভাগে একটি সাধারণ কার্যে নিযুক্ত হন।

এখানে অত্যন্ত সততা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করায় অল্প দিনের মধ্যেই সবার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন বীরবল। এবং তাঁর উপরস্থ কর্মচারী খান্ আহম্মদ সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ফলে চাকরিতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকেন তিনি এবং নিজ গুণেই যশোলাভ করতে থাকেন।

একদিন আকবর বাদসার কানেও গিয়ে পৌঁছল তাঁর যশ। কৌতূহলী আকবর বীরবলকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রথমে সভাসদ, পরে প্রধানমন্ত্রী পদে বীরবলকে নিযুক্ত করেন।

বীরবলও নিজের পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও বিচক্ষণতায় বাদসার পরম প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

আকবর বাদসার সঙ্গে বীরবলের প্রথম সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বীরবলের নিজস্ব গল্প সংকলনে সংকলিত গল্পটি অবশ্য ভিন্ন কথা বলে। গল্পটি এই গ্রন্থে সংকলিত হল।

বীরবলের জন্ম বা আকবর বাদসার সান্নিধ্যলাভের পূর্বের জীবন-পর্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তাতে সাহিত্যরস-পিপাসু সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কারণ তারা যে বীরবলকে পেয়ে তৃপ্ত, তিনি আকবর বাদসার সুরসিক বিচক্ষণ বিদূষক-বীরবল। মৃত্যুর পরও প্রায় চারশ' বছরব্যাপী যিনি তাঁর সরস বুদ্ধিদীপ্ত অসংখ্য গল্প-কথায় সাধারণ মানুষের মনে আজও জীবিত, সমান প্রাণবন্ত—রঙ্গ ও ব্যঙ্গ সাহিত্যে এক প্রবাদ-পুরুষ।

কিন্তু এহেন এক সুপণ্ডিত, সুরসিক, কবি ও বিদূষক বীরবলের মৃত্যু-ইতিবৃত্তকে মনে হয় যেন মূর্ত ছন্দপতন।

এত অসংখ্য গুণের পরও যদি বীরবল চরিত্রে অসাধারণ সাহসিকতা ও রণ-

দক্ষতার অতিরিক্ত গুণ না যুক্ত হত তাহলে হয় তো এমন সামঞ্জস্যহীন বেদনাদায়ক মনে হত না বীরবলের মৃত্যুকে।

বীরবলের এই সাহসিকতা ও রণদক্ষতার জন্যে আকবর বাদসার আদেশে একাধিক যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন বীরবল এবং জয়লাভ করে ফিরে এসেছিলেন।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হল আফগানিস্তানের এক রণক্ষেত্রে।

কাবুলের শাসক ছিলেন আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা মহম্মদ হাকিম। আকবরের ধর্মীয় ঔদার্য এবং বহুবিধ শাসন-সংস্কার ক্রমেই ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল আকবরের নিজস্ব কিছু ধর্মান্ধ ও স্বার্থান্ধ আমলাকে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা চক্রান্ত করেন কাবুলের হাকিমের নেতৃত্বে একটি বিদ্রোহ সৃষ্টি করে আকবরকে সিংহাসনচ্যুত করার ও হাকিমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসানোর।

ক্ষমতালোভী হাকিম এতে উৎসাহিত হয়ে বাদসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। পাঞ্জাব পর্যন্ত তিনি অগ্রসরও হন।

এ সংবাদ শুনে বিরাট সৈন্যদল নিয়ে বাদসা আকবর নিজে যুদ্ধযাত্রা করেন বিদ্রোহ দমনের জন্যে। এ সংবাদে ভীত হাকিম পাঞ্জাব থেকে কাবুলে ফিরে যান।

বিনা বাধায় আকবর প্রবেশ করেন এবং কাবুল দখল করেন।

ইতিমধ্যে কাবুল থেকেও পলায়ন করেছিলেন হাকিম। সেখান থেকেই বাদসার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে একটি পত্র পাঠান তিনি।

আকবর তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইকে ক্ষমা করেন এবং তাঁর হাতেই কাবুলের শাসনভার প্রত্যর্পণ করে দিল্লী ফিরে আসেন।

এ ঘটনার চার বছর পরই মারা যান মির্জা মহম্মদ হাকিম। আকবর এবার কাবুলকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং রাজা মানসিংহের উপর কাবুলের শাসনভার অর্পণ করেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কিছু আফগান উপজাতি রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে শুরু করে। আকবর তাদের শায়েস্তা করার জন্যে দিল্লী থেকে সেনাপতি জৈন খাঁ এবং প্রধানমন্ত্রী বীরবলকে উপযুক্ত সৈন্যসহ কাবুলে প্রেরণ করলেন।

জৈন খাঁ এবং বীরবল বিদ্রোহীদের দমন করতে গিয়ে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হন এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।

বীরবল ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। যুদ্ধকালে এক সময় তিনি পলায়মান বিদ্রোহীদের অনুসরণ করে নির্জন পার্বত্য প্রদেশে গিয়ে পড়েন। বিদ্রোহীরা সুযোগ পেয়ে কৌশলে এখানে ঘিরে ফেলে বীরবলকে এবং প্রস্তরাঘাতে তাঁকে হত্যা করে।

সেনাপতি জৈন খাঁ এ সংবাদ নিয়ে দিল্লী ফিরে এলে আকবর বীরবলের মৃত্যু-সংঘাদে প্রচণ্ড আঘাত পান। এবং সেনাপতি জৈন খাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করেন কেন তিনি বীরবলকে রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেন নি। কেন পারেন নি বীরবলের মৃতদেহ উদ্ধার করে আনতে।

শোকার্ত, ক্রোধান্ধ আকবর এবার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে রাজা তোডরমলকে কাবুলে প্রেরণ করেন। তোডরমল মানসিংহের সহায়তায় বিদ্রোহী উপজাতিদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। এবং বিদ্রোহীরা আকবর বাদসার বশ্যতা স্বীকার করে।

কিন্তু যুদ্ধে বাদসা সৈন্য জয়লাভ করলেও বীরবলের মৃতদেহের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না।

এ-সংবাদে বহুদিন শোকে অভিভূত নির্বাক হয়ে রইলেন আকবর।

ইতিমধ্যে একদিন সংবাদ এল বীরবল মারা যান নি, কাবুলের পার্বত্য প্রদেশে এতদিন বন্দী হয়ে ছিলেন। সম্প্রতি নিজ বুদ্ধিবলে মুক্ত হয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছেন।

এ-সংবাদে নিদারুণ আনন্দিত হয়ে আকবর বীরবলের জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু এর পরই এল সঠিক সংবাদ, এ বীরবল প্রকৃত বীরবল নয়, জাল বীরবল এবং পথেই প্রাণত্যাগ করেছেন তিনি।

মৃত্যুর পটভূমি বা হেতু যাই হোক, মৃত্যুর কাছে সবার মতোই একদিন আত্মসমর্পণ করতে হত বীরবলকেও। কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি আমাদের জন্যে যে অসংখ্য গল্প, কৌতুকী রেখে গেছেন তাতেই তিনি ইতিহাসে রয়ে গেলেন অমর হয়ে।

শুধু নাই নয়, তাঁর জীবনের শেষ গল্পটিও বোধ হয় তিনি রচনা করে গেছেন তাঁর নাটকীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়েই। তফাৎ শুধু সে গল্পটি সরস নয়, বেদনাদায়ক।



মহেশ থেকে বীরবল

প্রখর গ্রীষ্মের দিনে আকবর বাদসা বন্ধুদের নিয়ে শিকারে বেরিয়েছেন। শিকার সন্ধানে ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ক্লান্ত পিপাসার্ত আকবর, কিন্তু বনে কোনো জলাশয়ের চিহ্নও নেই।

জলের সন্ধানে বনে ঘুরতে ঘুরতে আকবর একসময় দেখতে পেলেন, একটি গ্রাম্য বালক নির্লিপ্তভাবে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে বোধ হয় বাড়ি ফিরছে।

ছেলেটিকে ডাকলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, আশেপাশে কোথাও জলাশয় আছে কি না বলতে পারো ?

ছেলেটি বলল, আমাদের গ্রাম এখান থেকে বেশি দূরে নয়। আমাদের বাড়ির পাশেই একটি বড় পুকুর আছে। আমার সঙ্গে আসুন আপনারা, সেখানেই জল খেতে পারবেন।

আকবর ও তাঁর সঙ্গীরা ছেলেটির ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাকে ঘোড়ায় তুলে নিলেন।

গ্রামে পেঁছে পুকুরের দিকে যেতে যেতে আর একবার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলেন, ছেলেটির বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। সস্নেহে তাই জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী ?

ছেলেটি নাম না বলে বাদসার দিকে তাকিয়ে উল্টে জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম কী ?

ছেলেটির দুঃসাহসে আকবর বিস্মিত হলেন। কঠিন স্বরে বললেন, আমি কে তুমি জান ?

ছেলেটি ভয় না পেয়ে একটু হেসে বলল, এ গ্রামের পুরোহিত কে, আপনি জানেন ? নাম জানেন তাঁর ?

আকবর বললেন, না।

একটু দুষ্টু হেসে ছেলেটি বলল, আমার উত্তরও তাই।

বাদসা ছেলেটির সাহস ও বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর শুনে মনে মনে খুশি হলেন। জল খেয়ে বিদায় নেবার আগে তাই আঙুল থেকে নিজের আংটিটি খুলে নিয়ে ছেলেটিকে উপহার দিয়ে বললেন, এটি রেখো, আমার উপহার। এই আংটি থেকেই আমার পরিচয় জানতে পারবে তুমি।

আকবর বন্ধুদের নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাবার পর ছেলেটি আংটিটি দেখে বিস্ময়ে হতবাক। এ যে বাদসার নামাঙ্কিত আংটি। এতক্ষণে বুঝতে পারে ছেলেটি, উনি কে।

অনেক দিন পর, ছেলেটি তখন তরুণ, তার কাকা একদিন তাকে ডেকে বললেন, মহেশ, তুমি এখন সাবালক হয়েছ। নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে তোলার এই তো সময়। তুমি এবার বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ো। জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করো। নিজের সততা, পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে জীবনের প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করো। তোমার বাবার অবর্তমানে এই উপদেশই তোমাকে দিলাম আমি। আশীর্বাদ করি, ভবিষ্যতে তুমি যেন আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পার।

কাকার উপদেশ খুশি মনেই মেনে নিল ছেলেটি। মনে মনে ঠিক করল, প্রথমেই যাবে দিল্লীতে। আকবর বাদসার দরবারে।

এরপর এক শুভদিনে মা ও কাকাকে প্রণাম করে দিল্লীর উদ্দেশে যাত্রা করল ছেলেটি। নিজের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে মা-র কাছে রেখে গেল বাদসার আংটিটি।

দিল্লী পৌঁছে সোজা বাদসার দরবারে এসে উপস্থিত হল ছেলেটি। দরবার কক্ষের জাঁক-জমকে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তারই ভেতর একসময় দৃষ্টিতে পড়ল, বিশাল এক সোনার সিংহাসনে বসে আছেন স্বয়ং আকবর বাদসা।

বাদসা ছেলেটিকে লক্ষ্য না করে উপস্থিত সভাসদদের জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো আপনারা, পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফুল কী?

সভাসদরা বিভিন্ন ফুলের নাম বললেন, কিন্তু কোনোটিই বাদশার মনঃপুত হল না।

ছেলেটি এবার এগিয়ে এসে অসংকোচে বলল, কাপাস ফুল, জাঁহাপনা।

শুনে সভাসদরা হেসে উঠলেন। কিন্তু আকবর ওর স্বরের আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করে বললেন, কেন?

ছেলেটি বলল, কাপাস ফুল সাদা ময়ূরের ছড়ানো পেখমের মতো সুন্দর হালকা। দেখলেও চোখ জুড়োয়। তাছাড়া কাপাস ফুল থেকেই তৈরি হয় সূক্ষ্ম মসৃণ কাপড়, স্ত্রীলোকের নয়নলোভা ওড়না। তাই রূপে, গুণে কাপাস ফুলের কাছে আর কোন্ ফুল দাঁড়াতে পারে, বলুন জাঁহাপনা?

ছেলেটির উত্তর শুনে ওর পরিচয় জানতে চাইলেন আকবর।

ছেলেটি বাদসাকে পুরনো সেদিনের কথা মনে করিয়ে দিল। নিজের বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যের কথাও খুলে বলল।

শুনে বাদসা অত্যন্ত খুশি হলেন। বললেন, আর কোথাও যাবার দরকার নেই তোমার। আজ থেকে তুমি আমার কাছেই থাক। আমার সভাসদ্ হয়ে। তোমার নতুন নামকরণ করলাম আমি—বীরবল।

মহেশ বিনীত স্বরে জিজ্ঞেস করল, বীরবলের অর্থ কী জাঁহাপনা?

আকবর বাদসা সস্নেহে হেসে বললেন—জ্ঞানী।



মোল্লার দাড়ি

মস্‌জিদে এক নবীন মোল্লা নিযুক্ত হয়ে এলেন। নতুন মোল্লার দাড়ি ছিল লম্বায় খুবই ছোট আর পাতলা।

রোজই তিনি মস্‌জিদে ধর্ম-উপদেশ দেবার সময় লক্ষ্য করতেন, শ্রোতাদের মধ্যে একজন বসে বসে কাঁদছেন।

মনে মনে লোকটির প্রতি এতে প্রীত হলেন নতুন মোল্লা। একদিন তিনি ধর্ম-উপদেশ দেবার পর বললেন, আমার শ্রোতাদের মধ্যে প্রকৃত ধার্মিক শুধু ঐ ব্যক্তিই। কেননা, আমি রোজই লক্ষ্য করি, আমার ধর্ম-উপদেশ শোনার সময় উনি নীরবে অশ্রুপাত করে যান।

একদিন শ্রোতাদের মধ্যে কৌতূহলী একজন সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা সাহেব, আমরা এত দিন ধরে মোল্লাজীর উপদেশ শুনছি, কিন্তু এক দিনের জন্যেও তো আমাদের হৃদয় আর্দ্র হয় নি, কিন্তু আপনি রোজ ওঁর ধর্ম-উপদেশ শুনে এমন কাঁদেন কেন?

লোকটি চোখের জল মুছে বলল, আমি মোল্লা সাহেবের বক্তৃতা শুনে কাঁদি না ভাই। মোল্লাজীর দাড়ির মতো দাড়িওয়ালা আমার একটা ছাগল ছিল, সম্প্রতি সেটা মারা গেছে। ছাগলটিকে আমি বড়ই ভালবাসতাম। ছাগলটি যখন ঘাস খেত তখন তার দাড়ি যেমন নড়ত, মোল্লাজী যখন মাথা নেড়ে নেড়ে উপদেশ দেন, তখন ওঁর দাড়িও ঠিক তেমনি ভাবে নড়ে। আমি ঐ দেখার জন্যেই রোজ মস্‌জিদে আসি, আর মোল্লা সাহেবের দাড়ি নড়া দেখে ছাগলটির কথা মনে পড়ায় কাঁদি।

বালক শিষ্যদের প্রার্থনা

মাদ্রাসার এক মৌলবী সাহেব একদিন তার বালক শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে নামাজ পড়তে মস্‌জিদে যাচ্ছিলেন।

পথে একজন এই দৃশ্য দেখে মৌলবী সহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, একপাল বালক শিষ্য নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ?

মৌলবী সাহেব বললেন, মস্‌জিদে।

—কেন ?

—প্রার্থনা করতে।

একটু অবাক হয়ে লোকটি বলল, এই বালকরাও কি প্রার্থনা করবে ?

মৌলবী বললেন, হ্যাঁ।

লোকটি আবারও জানতে চাইল, বালকরা প্রার্থনা করবে কেন ?

মৌলবী গম্ভীর মুখে বললেন, বালকদের প্রার্থনা খুব দ্রুত ঈশ্বরের কানে পৌঁছায় বলে।

লোকটি হেসে বলল, বালকদের প্রার্থনা ঈশ্বর যদি সত্যিই পূর্ণ করতেন, তাহলে কি মাদ্রাসা বা টোলের কোনো গুরুমশাই জীবিত থাকতে পারতেন !

◎



চুড়ির সংখ্যা

বাদসা একদিন বীরবলকে জিজ্ঞেস করলেন, বীরবল, তোমার স্ত্রীর হাতে ক' গাছি চুড়ি আছে ?

বীরবল বললেন, তা কি করে বলব ?

বাদসা বললেন, কেন, তুমি তো রোজ তোমার স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ কর।

বীরবল কপট সঙ্কোচে মাথা নিচু করে বললেন, তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা হুজুর, আপনার গোঁফে কত চুল আছে ?

বাদসা একটু অবাক হয়ে বললেন, তা কি বলা সম্ভব নাকি ?

বীরবল বললেন, কেন, হুজুর, আপনিও তো রোজই আপনার গোঁফে তা দিয়ে থাকেন !

অল্প-বিস্তর



কথায় বলে, বাপকা বেটা! রসবোধে বীরবলের পুত্র-কন্যা-স্ত্রীও কম যেত না।

বীরবল একদিন তাঁর পাঁচ বছরের মেয়েটিকে নিয়ে বাদসার প্রাসাদে এসেছিলেন। বাদসা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কথা বলতে পার?

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, অল্প-বিস্তর পারি।

বাদসা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, অল্প-বিস্তর মানে?

মেয়েটি নির্লিপ্ত ভাবে উত্তর দিল, যারা আমার চেয়ে বড়, তাদের চেয়ে আমি অল্প কথা বলতে পারি। আর যারা আমার ছোট, তাদের চেয়ে বিস্তর কথা বলতে পারি।

বাদসা খুশি হয়ে মেয়েটিকে বকশিশ দিলেন।

আত্মপরিচয়

আকবর বাদসা একদিন মৃগয়ায় এক বনে প্রবেশ করে দেখলেন, একটি বালক সেখানে নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাদসা একটু কৌতুক করার জন্যে বালকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তোমাদের বাদসা লোকটি কেমন? ভালো না অত্যাচারী।

বালকটি বলল, বড় অত্যাচারী।

বাদসা একটু চটে বললেন, তুই আমাকে চিনিস? আমিই বাদসা।

বালকটি ভয় পেয়ে একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপনি আমাকে চেনেন?

বাদসা সামান্য অবাক হয়ে বললেন, না। কে তুমি?

বালকটি গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, আমি দিল্লীর এক সওদাগরের

ছেলে। আমার একটা বিশ্রী রোগ আছে, প্রতি মাসে একবার করে রোগটি দেখা দেয়, আর তিন দিন থাকে। সে তিন দিন আমার কোনো জ্ঞান থাকে না। এলোমেলো যা খুশি বকি। আজ এ-মাসের সেই রোগের প্রথম দিন।

বাদসা বালকটির উপস্থিতবুদ্ধিতে খুশি হয়ে তাকে একটু আদর জানিয়ে চলে গেলেন।

চিত হস্ত

আকবর একদিন বললেন, বুঝলে বীরবল, দাতার হস্ত সর্বদাই উপুড় হয়ে থাকে, আর দান গ্রহণকারীর হস্ত সর্বদাই চিত ভাবে থাকে।

বীরবল বললেন, না হুজুর, কোনো কোনো স্থলে বিপরীতও ঘটে থাকে।

আকবর বললেন, যেমন ?

বীরবল বললেন, যেমন নস্য দান করার সময়। যিনি নস্য দান করেন, তিনি হাত চিত করে তার উপর নস্য রাখেন ; আর যিনি নস্য গ্রহণ করেন, তিনি হাত উপুড় করে সেই নস্য গ্রহণ করেন।

খরিদ্দার চলে গেছে



বাদসা একদিন হাতি চড়ে বেড়াচ্ছিলেন। বদ্ধমাতাল অবস্থায় এক বণিকপুত্র সেই হাতিটি দেখে জিজ্ঞেস করল, ও জি! হাতি বেচো গে ?

বাদসার আদেশে কোতয়াল মাতালটিকে ধরে এনে ফাটকে আটক করে রাখল।

পরদিন নেশা ছুটে গেলে সেই বণিকপুত্রকে বাদসার দরবারে এনে হাজির করা হল।

বাদসা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেঁও! হাতি কিনো গে ?

বণিকপুত্র হাত জোড় করে বলল, হুজুর, কালকের সেই খরিদ্দার চলে গেছে।

সময় জ্ঞান

একজন লোক অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমচ্ছিল। তার বন্ধু এসে তাকে ঠেলে বলল, কি হে, এখনও ঘুমচ্ছ? ওঠো, ওঠো। কখন সূর্য উঠেছে, রোদে পৃথিবী ভরে গেছে!

লোকটি ঘুমজড়িত চোখে বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, সূর্যের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? সময় প্রসঙ্গে আমার নিজের যথেষ্ট জ্ঞান আছে। সূর্য যদি মাঝ রাত্রে আকাশে উঠে পড়ে তাহলে কি আমাকেও অসময়ে উঠতে হবে?



ঈশ্বরের পাওনা

একদিন একটি লোক পথে যেতে যেতে ভাবছিল, পরমেশ্বর আমাকে যদি কিছু অর্থ দেন, তাহলে তার এক চতুর্থাংশ আমি ঈশ্বরের নামেই দান করব।

খানিকটা দূরে গিয়ে হঠাৎই লোকটি একটি টাকা কুড়িয়ে পেল। টাকাটা নিয়ে সে পোদ্দারের কাছে গিয়ে বলল, একটু দেখে দাও তো, টাকাটা ঠিক আছে কিনা?

পোদ্দার ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, এ টাকা কমি—ষোল আনা নেই, বারো আনা আছে।

লোকটি নিশ্চিত হয়ে বলল, ভালোই হয়েছে, ঈশ্বর তাঁর পাওনা অংশটুকু আগেই কেটে রেখেছেন!

মুসলমানের সাক্ষ্য

একদিন এক মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দানের জন্যে জনৈক মুসলমানের হাকিমের এজলাসে ডাক পড়ল।

লোকটি উপস্থিত হলে হাকিম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মুসলমান?

লোকটি বলল, হ্যাঁ, হুজুর।

হাকিম জিজ্ঞেস করলেন, মুসলিম ধর্ম প্রসঙ্গে কিছু জ্ঞান আছে?

লোকটি উত্তর দিল, অল্প-বিস্তর।

হাকিম জিজ্ঞেস করলেন, কোরান পড়েছ?

লোকটি বলল, পড়েছি।

হাকিম পরবর্তী প্রশ্ন করলেন, কোনোদিন মৃতের সৎকার করেছ?

লোকটি মনে মনে বিরক্ত হয় এবার। গরু চুরির মামলায় এ-সব কী অবান্তর প্রশ্ন? তবু বিরক্তি গোপন করে বলল, করেছি হুজুর।

হাকিম প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলো তো, মৃতকে স্নান করিয়ে কবরে নামানোর সময় কী পড়া হয়?

লোকটি গম্ভীর মুখে বলল, তখন এই পাঠ পড়া হয়—হে মৃত, তুমিই ধন্য! তুমি মরিয়া বাঁচিয়া গিয়াছ, কেননা তোমাকে কোনো দিনই আর হাকিমের সন্মুখে সাক্ষ্যদান করিতে হইবে না।

রেখা



আকবর একদিন ঘরের মেঝেতে একটি রেখা টেনে অমাত্যদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ, স্পর্শ না করে এই রেখাটিকে ছোট করে দিতে পারো?

অমাত্যরা চুপ করে থাকে। কিছুটা মুছে না দিলে রেখাটিকে কী করে ছোট করে দেওয়া সম্ভব, সেটা মাথায় আসে না কারো।

বীরবল বললেন, আমি পারি হুজুর।

আকবর বললেন, বেশ, করে দেখাও তো?

বীরবল আগের রেখাটির নিচে আরো লম্বা একটা রেখা টেনে দিলেন। ফলে বাদশার আঁকা রেখাটি আকারে অনেক ছোট হয়ে গেল।

বাদসা ঠোঁট টিপে একটু তারিফের হাসি হাসলেন।



খোদার গল্প

একবার দিল্লী শহরে বহিরাগত একটি লোক এসে রাস্তাঘাটে নিজেকে খোদা বলে পরিচয় দিতে লাগল।

এতে সবাই চটে গিয়ে লোকটিকে ধরে বাদসার হুজুরে হাজির করল।

বাদসা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নাকি নিজেকে খোদা বলে পরিচয় দাও ?

লোকটি নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দিল, হ্যাঁ, হুজুর। আমিই খোদা।

বাদসা বললেন, তুমি কি জানো, কিছুদিন আগে একটি লোক এসে খোদা-প্রেরিত পয়গম্বর বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছিল ? তাকে আমি শূলে দিয়েছি !

লোকটি অবলীলাক্রমে উত্তর দিল, ডাহা মিথ্যে কথা হুজুর। বহুদিনের ভেতর কাউকে আমি মর্ত্যে পয়গম্বর করে পাঠাই নি।

বাদসা বুঝলেন, লোকটি প্রতারক নয়, একটু হেসে তাই বিদেয় দিলেন তাকে।

পঙ্গু বাদসা বনাম অন্ধ গায়ক



প্রসিদ্ধ বীর তৈমুরবাদসা পঙ্গু ছিলেন। ভারতবর্ষে অনেক বিখ্যাতে গায়ক আছে শুনে বাদসা একদিন সভাসদদের আদেশ দিলেন বিখ্যাত কোনো গায়ককে তাঁর কাছে হাজির করতে।

সভাসদরা অনেক খুঁজে এক অন্ধ গায়ককে বাদসার দরবারে নিয়ে এলেন।

বাদসা তৈমুর গায়ককে আদেশ দিলেন একটি গান গেয়ে শোনাতে।

অন্ধ গায়ক একটি গান শুনিয়ে সে-আদেশ পালন করলেন।

বাদসা গান শুনে পরম প্রীত হয়ে গায়ককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী ?

গায়ক উত্তর দিলেন, আমার নাম দৌলত, অর্থাৎ ভাগ্য।

বাদসা বিজ্ঞসুলভ গাম্ভীর্যসহ বললেন, তোমার নামটি ঠিকই রাখা হয়েছে, ভাগ্য অন্ধই বটে !

একথা শুনে অন্ধ গায়ক সবিনয়ে বললেন, আপনি যথার্থই বলেছেন, জাঁহাপনা ! ভাগ্য যদি অন্ধই না হবে, তাহলে সে কি কখনও পঙ্গুর গৃহে প্রবেশ করত ?

একথা শুনে বাদসা তৈমুর কিন্তু চটলেন না ! বরং সন্তুষ্ট হয়ে, গায়ককে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।



ভ্রমসংশোধন

আকবর একদিন বীরবলকে বললেন, বীরবল, সেদিন তোমার স্ত্রীকে দেখলাম। তোমার স্ত্রীটি সর্বমনোমোহিনী অতি সুন্দরী !

বীরবল সবিনয়ে বললেন, পূর্বে আমারও সেরকমই ধারণা ছিল, হুজুর। কিন্তু বাদসার খাস বেগমসাহেবাকে একদিন প্রত্যক্ষ করার পর আমি আমার ভ্রমসংশোধন করে নিয়েছি।

নাম নিয়ে

খুব দুর্বল-স্মৃতির একটি লোক একদিন ডাকঘরে গিয়ে ডাক-মুন্সীকে বলল, সাহেব, দেখুন তো আমার নামে কোনো চিঠি এসেছে কিনা।

ডাক-মুন্সী বলল, তোমার নাম কি ?

লোকটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, ঠিক মনে করতে পারছি না, কিন্তু সেজন্যে আটকাচ্ছে কিসে ? ভালো করে চিঠিগুলো দেখুন না, চিঠির উপরেই তো আমার নাম লেখা আছে।

নির্বোধ

এক ভদ্রলোক স্ত্রীর কাছে একটি চিঠি লিখছিলেন। পাশে বসেছিল পরিচিত একজন। ভদ্রলোক চিঠি লিখতে লিখতেই টের পেলেন, পাশের লোকটি কৌতূহলে আড়চোখে তার চিঠিটি পড়ছে। ভদ্রলোক নিজের মনে লিখে চললেন, আমার পার্শ্বে এক নির্বোধ ব্যক্তি আমার লিখিত পত্র পাঠ করিতেছে, সেজন্যে গোপনীয় কোনো বিশেষ কথা লিখিতে পারিতেছি না।

পাশের লোকটি হঠাৎ চটে গিয়ে বলল, আমি নির্বোধ? আমি আপনার চিঠি পাঠ করছি? আপনি আপনার গোপনীয় কথা লিখুন না, কে নিষেধ করছে?

ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসে বললেন, তোমাকে নির্বোধ ভাবার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত!



কৃপণের পুরস্কার

একদিন এক ভিক্ষুক গায়ক কোনো এক কৃপণ আমীরের সামনে অনেকক্ষণ ধরে ভালো ভালো অনেক গান গেয়ে শোনাল।

আমীর শুনে খুবই তারিফ করলেন।

ভিক্ষুকটি বলল, হুজুর যখন আমার গান শুনে খুশি হয়েছেন, আমাকে কিছু দান করুন।

আমীর বিমর্ষ হয়ে বললেন, সত্যিই তুমি খুবই সুন্দর গান গাও, কিন্তু তোমার নসিবটি বড় খারাপ ভাই।

ভিক্ষুক বুঝতে না পেরে বলল, কেন হুজুর?

আমীর বললেন, কাউকে যখন কিছু দান করতে হয়, আমি আমার দাড়িতে হাত বুলাই। হাত বোলাতে বোলাতে যতগুলি চুল আমার হাতে আসে, আমি ততগুলি টাকা খুশি হয়ে বকশিশ

দিয়ে থাকি। তুমি যতক্ষণ গাইছিলে, ততক্ষণ আমি বসে আমার দাড়িতে হাত বোলাচ্ছিলাম। কিন্তু এমনই নসিব তোমার, আমার হাতে একটি চুলও এল না।

ভিক্ষুক সবিনয়ে বলল, হুজুর, আমি একবার ঐ দাড়ি ধরে নাড়ার অনুমতি পেলে দেখতাম, আমার নসিব খোলে কিনা।

আমীর এতে চটে গিয়ে ভিক্ষুককে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।

বিজ্ঞতার নজির



বাদসা আকবর একবার নিজের প্রাসাদের পাশে একটি সরোবর খনন করিয়ে দিল্লীর বিখ্যাত একশ'জন বিদ্বান ব্যক্তির কাছে একটি করে শূন্য কলসি পাঠিয়ে ছিলেন। বলে পাঠালেন, তাঁরা প্রত্যেকে যেন অবসর মতো এককলসি করে দুধ ঐ সরোবরে ঢেলে দিয়ে যান! তাহলেই সরোবরটি দুগ্ধ-সরোবরে পরিণত হবে।

কলসী পেয়ে বিদ্বান বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সকলেই মনে মনে ভাবলেন, নিরানব্বই জন যেখানে এককলসী করে দুধ দিচ্ছেন, সেখানে আমি এককলসী জল দিয়ে এলে কে আর টের পাচ্ছে?

এই ভেবে সবাই রাত্রে, নিজেদের অবসর মতো, সরোবরে এক কলসি করে জল ঢেলে দিয়ে এলেন।

পরদিন আকবর বাদসা দুগ্ধ-সরোবর দেখার প্রত্যাশায় সরোবরের কাছে গিয়ে দেখলেন—সরোবর জলে জলময়!

গাধাই তামাক খায় না

আকবর তামাক খেতেন না। কিন্তু বীরবল খুব তামাক খেতেন।

একদিন ওঁরা দু'জন তামাক ক্ষেতের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ক্ষেতে একটি গাধা ঘুরছিল, কিন্তু তামাক খাচ্ছিল না। আকবর

লক্ষ্য করে বললেন, দেখলে তো বীরবল, গাধাও তামাক খায় না।

বীরবল সবিনয়ে বললেন, হ্যাঁ হুজুর, গাধাই তামাক খায় না।

করতলে লোম নেই



বাদসা একদিন বীরবলকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বীরবল, করতলে লোম হয় না কেন?

বীরবল সবিনয়ে বললেন, হুজুর, আপনি অনবরত দান করেন কি না, তাই আপনার করতলে লোম গজানোর সুযোগ পায় না।

বাদসা বললেন, অন্যদের করতলেও তো লোম দেখতে পাই না।

বীরবল বললেন, তারা ক্রমাগত আপনার কাছ থেকে হাত পেতে দান গ্রহণ করে বলে তাদের করতলেও লোম জন্মাতে পারে না।

বাদসা বললেন, কিন্তু যারা দান করে না, দান গ্রহণও করে না, তাদের করতলেও তো লোম দেখতে পাই না।

বীরবল নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলেন, তারা জগতে মনুষ্যজন্ম ধারণ করেও কাউকে কিছু দিতে পারল না, কিছু প্রাপ্তও হল না, এই আপশোষে সর্বদাই করাঘাত করে বলে তাদের হাতেও লোম হয় না।

অর্ধভাগ

বীরবল একদিন মাথা নিচু করে দিল্লীর রাস্তায় কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। বাদসা লক্ষ্য করে বললেন, বীরবল, কি খুঁজছ? তোমার কি কিছু হারিয়েছে?

বীরবল বললেন, আমার পিতা এই জমিতে হারিয়ে গিয়েছেন।

বাদসা একটু মুচকি হেসে বললেন, আমি যদি তাঁকে খুঁজে দি, তুমি আমাকে কি দেবে?

উৎসাহে মাথা তুলে বীরবল বললেন, অর্ধেক দিয়ে দেব হুজুর! তাহলে তিনি হবেন আমার অর্ধেক পিতা, আপনার অর্ধেক পিতা।



হেকিমের সঙ্কোচ

এক মুসলমান হেকিম ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার খুব একটা যশ ছিল না। দু-একজন রোগী ছাড়া তাঁর চিকিৎসায় সব রোগীই মারা যেত।

একদিন একটি লোক গোরস্থানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল হেকিম সাহেব কাপড়ে মুখ ঢেকে দ্রুতপায়ে গোরস্থানটি পেরিয়ে যাচ্ছেন।

লোকটি তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, হেকিম সাহেব, ওভাবে মুখ ঢেকে যাচ্ছেন কেন?

হেকিম সলজ্জে বললেন, আমার অধিকাংশ রোগী এখানেই শায়িত আছে কি না, তাই সঙ্কোচে মুখ ঢেকে যাচ্ছি।

পদমর্যাদা

বাদসা একদিন জনৈক বিদ্বান ব্যক্তিকে কাজীর পদে নিযুক্ত করার ইচ্ছায় তাঁকে দরবারে ডাকিয়ে আনলেন।

বিদ্বান ব্যক্তিটি আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না পদটি গ্রহণের জন্যে। কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বাদসাকে বলারও সাহস ছিল না।

তাই বাদসার প্রস্তাব শুনে তিনি সবিনয়ে বললেন, হুজুর, আমি কাজীর পদের উপযুক্ত নই। আমাকে মাপ করবেন।

বাদসা সামান্য ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, তোমার যোগ্যতা আছে বলেই তো তোমাকে নিযুক্ত করতে চাইছি আমি।

বিদ্বান ব্যক্তিটি আবারো বিনয়প্রকাশ করে বললেন, জাঁহাপনা, আমি বলেছিলাম, আমি সে পদের যোগ্য নই, কিন্তু আপনি বলছেন, আমি যোগ্য। আমি যোগ্য হয়েও নিজেকে অযোগ্য বলায় মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলাম। এখন আপনিই বিবেচনা করে দেখুন, কোনো মিথ্যাবাদীকে কাজীর পদ দেওয়া উচিত কি না।

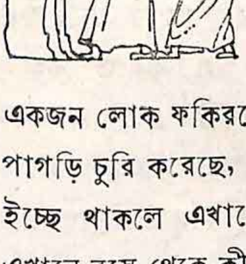
অনুরোধ কোরো না



একদিন বাদসা এক ব্রাহ্মণ অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। এমন সময় বীরবল এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। বীরবলকে দেখা মাত্র বাদসা বললেন, বীরবল আজ তুমি এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোনো অনুরোধ কোরো না। আমি আজ প্রতিজ্ঞা করেছি, তুমি যা বলবে, আমি ঠিক তার বিপরীত কাজ করব। আমি এই ব্রাহ্মণ আসামীর শিরোশ্ছেদের আদেশ দিয়েছি।

বীরবল বললেন, আমিও আপনাকে সেই অনুরোধই জানাচ্ছি, হুজুর, অবিলম্বে আসামীর প্রাণ সংহার করুন।

বাদসা হেসে উঠে আসামীকে মুক্তির আদেশ দিলেন।



প্রতীক্ষা

একদিন একটি চোর এক ফকিরের পাগড়ি চুরি করে পালিয়ে গেল। ফকির এতে দারুণ চটে কবরখানায় গিয়ে বসে থাকল। তা দেখে একজন লোক ফকিরকে বলল, ফকির সাহেব, যে লোকটা আপনার পাগড়ি চুরি করেছে, সে বনের দিকে পালিয়ে গেছে। তাকে ধরার ইচ্ছে থাকলে এখানে বসে না থেকে বনের দিকে যান। মিথ্যে এখানে বসে থেকে কী হবে?

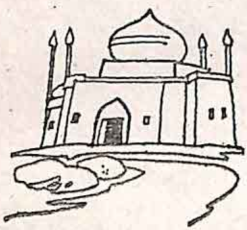
ফকির বললেন, এতক্ষণে সে কদ্দূর চলে গেছে কে জানে? কিন্তু যেখানেই যাক, শেষ পর্যন্ত সবারই এখানে আসতে হবে। তাই এখানেই অপেক্ষা করছি আমি।

ঘর ভাড়া



একদিন এক বারাঙ্গনা রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিল। তার শাড়ির আঁচলে এক গোছা চাবি ঝুলছিল। তা দেখে একজন বারাঙ্গনাকে বিদ্রূপ করার জন্যে বলল, এই যে, শুনছ? তোমায় আঁচলে যে ঘরের চাবি ঝুলছে, সে ঘরের ভাড়া কত নেবে?

বারাঙ্গনা কপট সম্ভ্রম জানিয়ে বলল, সে ঘরে দশমাস দশদিন যে ভাড়ায় বাস করেছিলে, এখনও সেই ভাড়া দিলেই চলবে।



স্বপ্নের মিল-অমিল

বীরবল একদিন বাদসার দরবারে হাজির হতে না হতেই বাদসা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, বীরবল, আজ আমি দারুণ খোসমেজাজে আছি। কেন বলো তো?

বীরবল বললেন, কেন হুজুর?

বাদসা বললেন, কাল রাত্রে আমি দারুণ মজার একটি স্বপ্ন দেখেছি। তুমি আর আমি পাশাপাশি গল্প করতে করতে হাঁটছিলাম। আমাদের একপাশে ছিল একটি গোলাপজলের সরোবর, অন্য পাশে একটি মূত্রের হ্রদ। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে আমি পড়ে গেলাম গোলাপজলের সরোবরে, আর তুমি মূত্রের হ্রদে পড়ে হাবুডুবু খেতে শুরু করলে!

বীরবল বললেন, আশ্চর্য, হুজুর! আমিও কাল রাতে ঠিক একই স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু আপনার চেয়ে একটু বেশি।

বাদসা বললেন, কী রকম?

বীরবল বললেন, আপনি গোলাপজলের সরোবরের থেকে স্নান সেরে উঠে এসে আমাকে মূত্র-হ্রদ থেকে হাত ধরে টেনে তুললেন। আর দয়া করে আমার গা চেটে দিতে লাগলেন। কৃতজ্ঞতাবশতঃ আমিও আপনার গাত্র লেহন করতে লাগলাম।



বড় আহাম্মক

বাদসা একদিন চটে গিয়ে বীরবরকে বললেন, বীরবল, তুমি বড় আহাম্মক।

বীরবল সবিনয়ে হাত কচলে বললেন, হ্যাঁ, হুজুর, ঈশ্বর আমাকে সব বিষয়েই ছোট করেই সৃষ্টি করেছেন!



বিবি ঘরে নেই

একদিন এক ফকির এক আমীরের বাড়ির দরজায় গিয়ে হাঁক দিল কিছু ভিক্ষে দেবেন?

ভেতর থেকে আমীর গলা তুলে উত্তর দিলেন, এখন হবে না, বিবি ঘরে নেই।

ফকির সবিনয়ে বলল, আমি একটুকরো রুটি চাই হুজুর; বিবিকে চাই নি। উনি না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই!

সভ্যতা

একদিন এক ইংরেজ ভদ্রলোক বীরবলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। সেখানে বীরবলের ছেলেটিকে দেখে তিনি বললেন, আপনার পুত্রটি বেশ! আপনি একে ইংরেজি শিখিয়ে সভ্য করার জন্যে আমাদের বিলেতে পাঠিয়ে দিন।

বীরবল যথেষ্ট শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন, ওকে সভ্য করার জন্যে আর বিলেতে পাঠানোর দরকার হবে না। বিলেতে না গিয়েও,

এদেশে থেকেই ও আপনাদের অনেক সভ্যতা শিখে ফেলেছে। জানেন, ইতিমধ্যেই ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ?



বলদের দুধ

বাদসা মাঝেমাঝেই অসম্ভব কিছু করার আদেশ দিয়ে, বীরবলকে বিব্রত ক'রে মজা পেতেন।

একদিন তিনি বীরবলকে বললেন, বীরবল, তুমি বলদ দোহন করে তার দুধ এনে দাও আমাকে। যদি না পার, তাহলে কঠোর শাস্তি দেব তোমাকে।

বীরবল বিরসবদনে ফিরে ঘরে গিয়ে গৃহিণীকে একথা জানালেন।

গৃহিণী কথাটা শুধু শুনলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

পরদিন সকালে বীরবল-গৃহিণী কিছু নোংরা জামাকাপড় নিয়ে যমুনার তীরে গেলেন। তিনি জানতেন, বাদসা রোজই সেখানে বেড়াতে আসেন।

সামান্যক্ষণ পরেই বাদসাকে আসতে দেখে তিনি যমুনার জলে নোংরা জামাকাপড়গুলো কাচতে শুরু করলেন। বাদসা বীরবলের স্ত্রীকে চিনতেন না। কিন্তু ওঁর চেহারা দেখেই বুঝলেন, সম্ভ্রান্ত কোনো ঘরের মহিলা তিনি। তাই একটু এগিয়ে বললেন, আপনাকে কোনো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের স্ত্রী বলেই মনে হচ্ছে, তাহলে নিজের হাতে এ কাজ করছেন কেন ? আপনার ঘরে কি দাসী নেই ?

বীরবলের স্ত্রী উত্তর দিলেন, আমার দাসী অসুস্থ, আর স্বামীর প্রসববেদনা উপস্থিত হওয়ায় তিনি আতুড় ঘরে গেছেন। ময়লা জামাকাপড় ঘরে রাখতে আমি ভালোবাসি না বলে নিজের হাতেই কাচতে এসেছি।

বাদসা একটু অবাক হয়ে বললেন, এ কী অসম্ভব কথা বলছেন আপনি ? পুরুষ কখনো সন্তান প্রসব করতে পারে ?

বীরবলের স্ত্রী বললেন, বলদের দুগ্ধদান করা সম্ভব হলে, পুরুষের পক্ষে কেন সন্তান প্রসব করা সম্ভব হবে না, জাঁহাপনা ?

উত্তরটি শুনেই বাদসা বীরবলের স্ত্রীকে চিনতে পারলেন এবং খুশি হয়ে তাঁকে পারিতোষিক দান করলেন।



কবির পুরস্কার

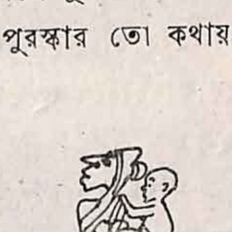
একদিন এক কবি একটি কবিতা লিখে জনৈক ধনী ব্যক্তিকে সেটি শোনালেন। ধনী কবিতাটি শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে কবিকে বললেন, তুমি কাল এসো, তোমাকে ইনাম দেব আমি।

কবি পুরস্কারের প্রত্যাশায় পরদিন সেই ধনী ব্যক্তির বাড়ি গেলেন। ধনী কবিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, আজ আবার এলে যে ?

কবি বললেন, আজ আমাকে আপনি কবিতাটির জন্যে পুরস্কার দেবেন বলেছিলেন ?

ধনী ব্যক্তি হেসে বললেন, কাল তুমি আমাকে ছন্দোবদ্ধ কিছু কথা শুনিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলে, আমিও তার বদলে পুরস্কারের কথা বলে তোমাকে সন্তুষ্ট করেছিলাম। কথার পুরস্কার তো কথায় পেয়েছ। এবার বাড়ি ফিরে যাও।

বাপের নাম



একবার আকবর স্বয়ং একটি মোকদ্দমার বিচার করছিলেন। মোকদ্দমার বাদী ছিল একটি বেশ্যাপুত্র। সে আর তার মা— দু'জনেই হুজুরে হাজির ছিল।

বাদসা বাদীকে বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন, তোমার পিতার নাম কী ? কিন্তু বাদী কোনো উত্তর দিচ্ছিল না। সে ও তার মা

ক্রমেই অধোবদন হচ্ছিল।

বীরবল এ-ঘটনায় মনে মনে সহানুভূতি বোধ করছিলেন ওদের প্রতি। বাদসা সব জেনেশুনেও এভাবে ওদের বিব্রত করাটা পছন্দ হচ্ছিল না ওঁর।

তাই বাদসা আবার ছেলেটিকে ওর পিতার নাম জিজ্ঞেস করায় বীরবল সবিনয়ে বললেন, হুজুর, আপনি সব প্রজারই পিতা; বাদীর পিতার নাম যদি একান্তই দরকার হয়, আপনার নামটাই না হয় লিখে নিন।



আট আনা জরিমানা

একদিন এক খরিদ্দার মুদিদোকানে গিয়েছিল কিছু সওদা করতে। কথায়কথায় দোকানদারের সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। খরিদ্দারটি হঠাৎ রাগ সামলাতে না পেরে দোকানদারের মাথায় এক ঘা জুতো বসিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারটি কোতোয়ালের কাছে গিয়ে নালিশ জানাল।

কোতোয়াল সব শুনে খরিদ্দারকে বলল, তুমি বেকসুর দোকানদারকে জুতো মেরেছ, তাই তোমার আট আনা জরিমানা হল।

খরিদ্দার পা থেকে জুতো খুলে কোতোয়ালের মাথায় একটা জুতো মেরে একটি টাকা এগিয়ে দিয়ে বলল, কে আর এখন কষ্ট করে টাকা ভাঙাতে যায়। এই টাকাটাই আপনারা আধাআধি বখরা করে নেবেন।

স্বপ্নজাত পুত্র

কোনো এক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে পরমা সুন্দরী এক তরুণীকে বিবাহ করেছিলেন। তরুণীভার্যাকে খুবই ভালোবাসতেন তিনি, আর

রোজই তাকে বলতেন, জানো বিবি, তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি প্রায় প্রতি রাত্রে তোমাকে স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্নে তোমার সঙ্গে সহবাস করতাম।

নতুন বউটি লজ্জায় এ-কথার কোনো জবাব দিত না!

বিবাহের দু'মাস যেতে না যেতেই বিবি এক সন্তান প্রসব করে বসলেন। বৃদ্ধ একটু অবাক হয়ে বিবিকে জিজ্ঞেস করলেন, এর ভেতরই তোমার পুত্র জন্মাল কী করে?

বিবি হেসে বললেন, এতে এমন অবাক হচ্ছেন কেন? আপনি তো সর্বদাই বলতেন, যে বিবাহের পূর্বে রোজ রাত্রে স্বপ্নে আমার সঙ্গে সহবাস করতেন আপনি। এটি আসলে সেই স্বপ্নজাত পুত্র।

তড়িৎগতি বেগ



ইউসুফ বেগ নামে এক মুসলমান ভদ্রলোক অল্প বয়সী একটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কন্যাটির এটাই প্রথম বিবাহ। বিবাহকালে যে কন্যাটি ছয় মাস গর্ভবতী ছিল মিঞাসাহেব তা জানতেন না।

বিবাহের চার মাস পরই বিবি এক সন্তান প্রসব করল। পুত্রটি দেখতে খুবই সুন্দর হয়েছিল। আত্মীয়স্বজনরা দেখে বলল, মিঞা-সাহেব, বাচ্চাটি দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে, এবার সুন্দর দেখে একটি নাম রাখুন ওর।

বেগসাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, সন্তানের ভূমিষ্ঠ হতে পুরো দশ মাস লেগে যায়, কিন্তু এ পুত্রটি দশ মাসের পথ মাত্র চার মাসে এসেছে; তাই এর উপযুক্ত নাম হওয়া উচিৎ—তড়িৎগতি বেগ!

অক্ষমতা

আকবর বললেন, বীরবল, তোমার কত দিন হল বিবাহ হয়েছে?

বীরবল বললেন, দশ বৎসর, হুজুর।

আকবর বললেন, তোমার পুত্রকন্যা কটি?

বীরবল বললেন, এক পুত্র দুই কন্যা।

আকবর বললেন, মাত্র তিন? অথচ দেখ, খানখানা মাত্র তিন বৎসর হল বিবাহ করেছেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর তিনটি সন্তান হয়েছে।

বীরবল বললেন, ওঁর কথা স্বতন্ত্র। ওঁর অনেক চাকর-বাকর আছে, হুজুর, আমার একটিও নেই।

বীরবলের কথা শুনে বাদসা ঠোঁট টিপে একটু হাসলেন, কিন্তু খানখানা খুবই অসন্তুষ্ট হলেন।

কুল ভক্ষণ



একদিন সভাসদদের সঙ্গে বসে আকবর বাদসা কুল ভক্ষণ করছিলেন। বাদসা কুল খেয়ে আঁটিগুলো নিঃশব্দে বীরবলের সামনে জড় করছিলেন। বাদসার ইঙ্গিতে অন্য সভাসদরাও তাই করছিলেন।

সবার কুল খাওয়া হয়ে গেলে বাদসা বীরবলের সামনে জড় হওয়া আঁটিগুলো দেখিয়ে বললেন, বীরবল, আজ বোধ হয় তুমি খুবই ক্ষুধার্থ ছিলে, অথবা তুমি এতই পেটুক, যে পাঁচ কুড়ি কুল একাই খেয়ে ফেললে? অন্তত পাঁচ কুড়ি কুল না খেলে ঐ এক কুড়ি আঁটি হয় না।

বীরবল সবিনয়ে বললেন, আমি কুল খেয়ে নিজের সামনে আঁটি ফেলেছি বলেই আপনার নজরে পড়ল, কিন্তু আপনি যে কুল খেলেন তার একটি আঁটিও কিন্তু আপনার সামনে পড়ে নেই, আঁটি শুদ্ধই সব খেয়ে ফেলেছেন। তাহলে আপনি বিচার করুন, হুজুর, কে বেশি পেটুক?

সীমাহীন সতীত্ব

বিবাহের পর পুত্রবধূ শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করল, সতীত্বের সীমা কতদুর, আম্মা?

শাশুড়ী বললেন, সপ্তপতি পর্যন্ত সতীত্বের সীমা থাকে।

পুত্রবধূ বলল, আপনার পুত্র আমার অষ্টম খসম।

শাশুড়ী বললেন, তাহলে তুমি সীমাহীন সতীত্বের পথে যাত্রা শুরু করলে, মা!



বীরবলের শিক্ষকতা

আকবর বাদসা একবার বীরবলের প্রতি বিরক্ত হয়ে তাঁকে দরবার থেকে বিদায় করে দেন এবং তাঁর রাজ্য থেকে চলে যেতে বলেন।

বীরবলও রাগ করে আকবরের বাদসাহি এলাকা ছেড়ে কোনো দূর দেশে চলে গেলেন।

যেতে যেতে পথে ক্ষুধার্ত বোধ করায় তিনি এক গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে আতিথ্য প্রার্থনা করলেন।

গৃহকর্তা বীরবলের চেহারা দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ খুশি হলেন এবং জানতে চাইলেন, তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন।

বীরবল বললেন, আমি চাকরির অন্বেষণে যাচ্ছি।

গৃহস্থ ভদ্রলোক ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ধনপতি। তিনি বীরবলকে বললেন, এ ভাবে না ঘুরে আপনি আমার বাড়িতেই কাজ করুন না?

বীরবল বললেন, কি কাজ?

গৃহস্থ বললেন, আমার তিনটি পুত্র আছে, আপনি তাদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিন!

বীরবল জানতে চাইলেন, এজন্যে মাসিক বেতন কত পাব?

গৃহস্থ বললেন, গৃহশিক্ষকদের আমি দেড়টাকা করে মাসিক বেতন দিই, আর খোরাক-পোশাক দিয়ে থাকি। তবে আপনার কথা-বার্তায় বুঝতে পারছি, যে আপনি বেশ বুদ্ধিমান ও সুপণ্ডিত।

আপনাকে তাই মাসিক দু'টাকা করেই মাইনে দেব; এর ওপর খোরাক-পোশাক তো আছেই।

এই আলোচনার সময় ধনী ব্যক্তিটির সহিস ও কোচওয়ান সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বীরবল তাদের দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এই সহিস, আর কোচওয়ানটির মাসিক বেতন কত?

ধনী গৃহস্থ বললেন, দশ ও পনের টাকা।

বীরবল বিনীত ভাবে বললেন, তাহলে আর কষ্ট করে আপনার পুত্রদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন কেন? বরং সহিস, কোচওয়ানের কর্মশিক্ষা দিন, তাতে বেতন অনেক বেশি পাবে।

সঙ্গ-দোষ

বাদসা একদিন বীরবলকে বললেন, বীরবল, তুমি বড় নির্বোধ।

বীরবল মাথা নিচু করে বললেন, পূর্বে ছিলাম না হুজুর, এখন সঙ্গ-দোষে হয়েছি।

লেজ দিয়ে খাওয়া



একটি স্ত্রীলোক কখনও হাতি দেখে নি।

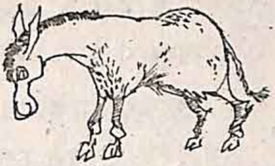
একদিন স্বামীর সঙ্গে দিল্লী বেড়াতে এসে একটি হাতিকে ডাল-পালা খেতে দেখে, স্বামীকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সে, এটা কি জন্তু গো? লেজটা কী মোটা! আর ওটা লেজ দিয়ে খায় কেন গা?

ফিরিয়ে দেওয়া

বাদসা বললেন, বীরবল, আমি তোমাকে এ পর্যন্ত যা যা দিয়েছি, তোমার কাছে ফেরৎ চাইলে তার সবকিছু আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে?

বীরবল বললেন, আমি যত দিন আপনার চাকরি করেছি, তার সব সময়টুকু আপনি ফিরিয়ে দিলেই, পারি।

সামান্য তফাৎ



একদিন বীরবল আকবর বাদসার প্রায় গা ঘেসে বসেছিলেন।

বাদসা এতে বিরক্ত হয়ে বললেন, বীরবল তোমাতে আর গাধাতে কত তফাৎ?

বীরবল বাদসা ও তাঁর মাঝখানের জায়গাটুকু মেপে বললেন, খুব সামান্যই হুজুর!

অন্ধের তালিকা

বাদসা বীরবলকে জিজ্ঞেস করলেন, বীরবল, জগতে চক্ষুষ্মান লোক বেশি, না অন্ধের সংখ্যা বেশি?

বীরবল বললেন, অন্ধের সংখ্যাই বেশি, হুজুর।

বাদসা বললেন, প্রমাণ কী?

বীরবল বললেন, আপনি চাইলে হুজুর, আমি প্রমাণ দিতে পারি।

বাদসা বললেন, দাও দেখি।

বীরবল পরদিনই কতগুলো ছেঁড়া জুতো নিয়ে রাস্তার মাঝখানে বসে মেরামত করতে শুরু করলেন।

পথচারীদের মধ্যে অনেকেই থেমে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ কী করছেন, বীরবল?

বীরবল তাঁদের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অন্ধের তালিকায় তাদের নাম লিখতে লাগলেন।

কিন্তু পথচারীদের মধ্যে যে দু'চারজন বলছিলেন, কী ব্যাপার, বীরবল বসে বসে জুতো সারাচ্ছেন?—তাঁদের নাম তিনি চক্ষুষ্মানদের তালিকায় লিখছিলেন।

বাদসাও সেদিন দৈবাৎ সেই পথে আসছিলেন। বীরবলকে রাস্তায় বসে জুতো সারাতে দেখে তিনি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস

করলেন, তুমি এ কী করছ, বীরবল ?

বীরবল তাঁর কথার কোনো উত্তর দিলেন না। নিঃশব্দে বাদসার নামটি অন্ধের তালিকায় লিখে রাখলেন।

পরদিন বীরবল চক্ষুষ্মান ও অন্ধ ব্যক্তিদের নামের তালিকা বাদসার হুজুরে দাখিল করলেন।

বাদসা দেখলেন, অন্ধের তালিকাটি অনেক দীর্ঘ এবং সেই তালিকার শীর্ষে বাদসার নামটি লেখা আছে!

শুধু শোনা

বীরবল একদিন বাদসার খাসকামরায় প্রবেশ করে দেখেন, বাদসা জরুরী একটি কাজে ভীষণ ব্যস্ত।

বীরবলকে দেখেই বাদসা বললেন, বীরবল, তুমি এখন যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই আমার।

বীরবল হাত কঁচলে বললেন, হুজুরের আমার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করার দরকার নেই, যা বলার আমিই বলে যাচ্ছি, আপনি শুধু শুনে যান।



গ্রাম উজাড়

বিগতযৌবনা এক বারবণিতাকে দেখে এক যুবক বিদ্রূপ করে বলল, গ্রামখানি আগে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুলজার ছিল, এখন দেখছি গ্রামটি ক্রমে উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

বারবণিতা বলল, তোমার মতো কত গুণী লোক এই গ্রাম থেকে নির্গত হয়ে গেল, গ্রাম উজাড় হবে না বাবা!

অন্ধের লণ্ঠন

একদিন রাত্রে এক অন্ধ হাতে একটি লণ্ঠন ও কাঁধে একটি মাটির খেলনা-ঘোড়া নিয়ে পথ চলছিল।

একজন পথচারী তাকে দেখে বলল, কি ভাই অন্ধ, তোমার

কাছে তো রাত দিন সবই সমান, তাহলে রাত্রে লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে যাচ্ছ কেন ?

অন্ধ বলল, লণ্ঠনটা আমার জন্যে নয়, তোমাদের জন্যে নিয়েছি ভাই ; যাতে অন্ধকারে তোমরা আমার ঘাড়ের উপর পড়ে এই মাটির ঘোড়াটা না ভেঙে ফেল !

জেলের পুরস্কার



একদিন এক জেলে নদীতে জাল ফেলে অপূর্ব একটি মাছ পেল। জেলেটি নিজেও কোনোদিন এত সুন্দর মাছ দেখে নি। জেলে মনে মনে ভাবল, এ মাছটি হাটে বিক্রি করে আর কত দাম পাব ? তার চেয়ে বরং মহারাজকে এটি উপহার দিই, মহারাজ তাতে খুশি হয়ে নিশ্চয়ই আমাকে ভালো বকশিশ দেবেন।

একথা ভেবে মাছটি নিয়ে জেলেটি প্রাসাদে গেল। মহারাজকে উপহার দিল মাছটি।

মাছটি দেখে মহারাজ দারুণ খুশি হয়ে জেলেকে একশত মুদ্রা পুরস্কার দেবার আদেশ দিলেন।

একটি মাছের জন্যে এত টাকা উপহার! মন্ত্রী মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না ব্যাপারটা। রাজাকে গিয়ে গোপনে বললেন, মহারাজ, একটি মাছের জন্যে এত টাকা পুরস্কার দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

রাজা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, কিন্তু আমি যে বলে ফেলেছি। তুমি কি আমাকে মিথ্যেবাদী হতে বলো ? এখন পুরস্কার না দিলে জেলেই বা কী ভাববে ?

মন্ত্রী বললেন, সে পরামর্শ আপনাকে দিতে পারি আমি। আপনি জেলেকে জিজ্ঞেস করুন, এ মাছটি পুরুষ, না স্ত্রী জাতীয় ?

জেলে যদি বলে এটি পুরুষ, তাহলে আপনি তাকে জোড়ার স্ত্রী জাতীয় মাছটি আনতে বলুন। আর যদি বলে, স্ত্রী জাতীয়, তাহলে পুরুষ মাছটি আনার আদেশ দিন। বলুন, জোড়া পূর্ণ করে দিলেই আপনি ওকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দেবেন। দেখবেন, জেলে দ্বিতীয় মাছটি আর আনতে পারবে না।

ইতিমধ্যে মহারাজও বুঝতে পেরেছেন, পুরস্কারের পরিমাণটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। তিনি তাই মন্ত্রীর পরামর্শ মতো জেলেকে গিয়ে বললেন, ধীবর, এটি পুরুষ মৎস, না স্ত্রী জাতীয়?

জেলে এতক্ষণ মন্ত্রীর হাবভাব দেখে আসল ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল। তাই বেশ আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে বলল, এটি নপুংসক মাছ, মহারাজ।

রাজা জেলেটির উপস্থিত বুদ্ধিতে খুশি হয়ে তাকে দুইশত মুদ্রা পুরস্কার দিলেন।



বেকুব

একদিন কয়েকজন আরবীয় অশ্ব-ব্যবসায়ী আকবর বাদসার কাছে কয়েকটি ঘোড়া বিক্রি করতে এসেছিল। বাদসা বেছে বেছে কয়েকটি ঘোড়া কিনলেন এবং এর চেয়েও ভালো কিছু ঘোড়া এনে দেবার জন্যে তাদের কয়েক লক্ষ টাকা অগ্রিম দাদন দিলেন।

এর কয়েকদিন পর বাদসা বীরবলকে বললেন, বীরবল, আমার রাজ্যে কত বেকুব আছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো তো।

বীরবল বললেন, সে তালিকা আমি আগেই করেছি, হুজুর। আর তালিকায় প্রথম নামটি আপনারই লিখেছি।

বাদসা বললেন, আমার নামটি প্রথমে কেন?

বীরবল বললেন, আরব দেশের ঘোড়া-ব্যবসায়ীদের নাম ঠিকানা লিখে না রেখেই আপনি তাদের কয়েক লক্ষ টাকা দাদন দিয়েছিলেন বলে।

বাদসা বললে, তারা যদি তাদের কথামত ঘোড়া এনে দেয়?

বীরবল বললেন, তাহলে হুজুর তালিকা থেকে আপনার নামটি কেটে দিয়ে তাদের নাম বসিয়ে দেব।

কাজী ও ফকির

একদিন এক ফকির ক্ষুধার্ত হয়ে কোনো কাজীর বাড়ি গিয়ে বলল, কাজীসাহেব, আমি বড় ক্ষুধার্ত! আমাকে কিছু খাবার দিন।

কাজী বললেন, এ কাজীর বাড়ি। এখানে কসম খেতেই আসে। তুমিও তাই কসম খেয়ে চলে যাও, ভাই।



উচিত শিক্ষা

বাদসা একদিন গোটা রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করলেন যে, মাঘমাসের দারুণ শীতে যে ব্যক্তি সারারাত জলের ভেতর গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকতে পারবে, তাকে তিনি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন।

আশি বছরের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই ঘোষণায় সাড়া দিল। চুক্তি-মতো সারারাত প্রাসাদের সামনের সরোবরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকল।

পরদিন সকালে বাদসার কাছ থেকে পুরস্কার আনতে গেলে বাদসা একটু অবাক হয়ে বললেন, তুমি আশি বছরের বৃদ্ধ; এই কনকনে ঠাণ্ডায় কি করে সারারাত জলে বসেছিলে?

ব্রাহ্মণ বললেন, সারারাত হুজুরের বালাখানার আলোর দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম।

বাদসা বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার প্রাসাদের আলো তোমাকে গরম রেখেছিল, তাই তুমি পুরস্কার পাবে না। এখান থেকে চলে যাও।

ব্রাহ্মণ আশাহত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। পথে হঠাৎ বীরবলের সঙ্গে দেখা। বীরবল ব্রাহ্মণের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে ব্রাহ্মণকে বললেন, আপনি আর একটা দিন থেকে যান। একেবারে বকশিশ নিয়েই বাড়ি ফিরবেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, বাদসা নিজে বলেছেন, আমাকে পুরস্কার দেবেন না, আর কি অপেক্ষা করে কোনো লাভ আছে ?

বীরবল বললেন, থেকেই দেখুন না।

সেই দিনই বীরবল প্রাসাদের উদ্যানের একটি বিরাট লম্বা তাল গাছের মাথায় একটি হাঁড়ি বেঁধে, তার ভেতর চাল আর জল দিয়ে তাল গাছের গোড়ায় কিছু কাঠের টুকরো জ্বেলে বসে রইলেন।

বাদসা খবর পেয়ে উদ্যানে গিয়ে বীরবলকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী হচ্ছে বীরবল ?

বীরবল নিরাসক্তভাবে বললেন, ভাত রাঁধছি, হুজুর।

বাদসা হেসে বললেন, তুমি একটি আকাট মূর্খ! হাঁড়ির তলায় তাপ না লাগলে ভাত সিদ্ধ হবে কী করে? এত নিচে আগুন জ্বাললে কি অত দূরে তাপ লাগে ?

বীরবল গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, অত দূর থেকে হুজুরের প্রাসাদের আলো যদি জলমগ্ন ব্রাহ্মণকে উত্তাপ দিতে পারে, তাহলে এই উত্তাপেই বা ভাত সিদ্ধ হবে না কেন, হুজুর ?

বাদসা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, সেই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়ে, পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন।

নপুংসক

বাদসা বললেন, বীরবল, ভগবান নপুংসক সৃষ্টি করেছেন কেন ? বীরবল বললেন, স্ত্রী পুরুষেরা সাংসারিক নানা কাজে বিব্রত থাকে বলে ঈশ্বরের আরাধনা করার সময় পায় না এজন্যেই সর্বদা সেবা ও উপাসনা পাওয়ার লোভে ঈশ্বর নপুংসকের সৃষ্টি করেছিলেন।

ব্যভিচার



বাদসার দরবারে একদিন একটি লোক এসে নালিশ জানাল, অমুক আমার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে।

বাদসা সেই আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি অমুকের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছিলে ?

আসামী বলল, মিথ্যে কথা হুজুর। আমার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশ জন লোক এসে ব্যভিচার করে চলে যায়। আমি কোন দুঃখে···



ছয়টি রুটি

একটি লোক রোজ রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় ছয়টি রুটি কিনে নিয়ে যেত।

একদিন বীরবল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রোজ তুমি ছয়টি করে রুটি কেনো কেন ভাই ?

লোকটি বলল, একটি রুটি আমি নিজে খাই। একটি আমার স্ত্রী খান। একটি আমি ধার শুধি। একখানি ধার দিই। আর দু'খানি রুটি আমি জলে ফেলে দি।

বীরবল বললেন, ঠিক বুঝলাম না, আর একটু খুলে বলবে ? দু'টি রুটির হিসেব বুঝতে পারছি, যে দু'টি তোমার স্ত্রী ও তুমি খাও। কিন্তু আর চারটি ? তুমি কাকে ধারো, কাকে ধার দাও ? আর জলেই বা ফেল কেন বাকি রুটি দুটো ?

লোকটি বলল, আমার বৃদ্ধ পিতা বর্তমান, তিনি রোজ যে রুটিটি খান, সেটি আমি ধার শুধি। কেননা পিতাই আমাকে একদিন খাইয়েছিলেন। আমার একটি পুত্র আছে, সে রোজ যে রুটিখানি খায়, সেটি আমি তাকে ধার দিচ্ছি, আমার বৃদ্ধ বয়সে সেও ধার শুধবে সেই প্রত্যাশায়।

বীরবল্ বললেন, আর শেষ দুটি?

লোকটি বলল, আমার শাশুড়ী আমার গৃহে থাকেন, তিনি একটি করে রুটি খান, সেটি আমি জলে ফেলে দিচ্ছি। আর আমার এক কন্যা আছে, সেও একটি করে রুটি খায়, সেখানিও আমি জলে ফেলছি। কেননা আমার শাশুড়ী আর কন্যাটিকে যে দুইখানি রুটি দিই, তাতে আমার আখেরী কোনো উপকার নেই। তা জলে ফেলে দেবারই সামিল।

শয়তানের মুষ্ট্যাঘাত



একদিন মোল্লা দোপিয়াঁজা নিজের ঘরে বসে আহার করছিলেন। তাঁর মাথাটি তখন খালি ছিল।

আকবর বাদসা হঠাৎ ঘরে ঢুকে তাঁর মাথা খালি দেখে তার উপর মুষ্ট্যাঘাত করতে লাগলেন।

মোল্লাসাহেব তাড়াতাড়ি টুপিটা মাথায় দিয়ে বললেন, আমারই গলতি হয়েছিল, হুজুর। কেননা শাস্ত্রেই বলেছে যে, খালি মাথা দেখলে শয়তান তাতে মুষ্ট্যাঘাত করে।

অনুসন্ধান

একদিন এক ব্যক্তি ভর দুপুরে একটি বাতি জেলে রাস্তায় কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

একজন পথচারী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এই ভর দুপুরে সূর্যের এমন উজ্জ্বল আলো থাকা সত্ত্বেও আপনি বাতি জেলে কী খুঁজছেন? এখন তো আর রাত নয় যে অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন না?

প্রথম ব্যক্তি উত্তর দিলেন, আমি গোটা জীবনব্যাপী একটি

প্রকৃত ভদ্রলোকের সন্ধান করছি, কিন্তু এ যাবৎ কেবল সূর্যের আলোয় তো তাকে দেখতে পেলাম না, তাই বাড়তি বাতির আলো যোগ করে খুঁজে দেখছি, প্রকৃত ভদ্রলোক খুঁজে পাই কিনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বিতীয় লোকটি প্রথম জনের কাছ থেকে দীর্ঘ দিন পূর্বে কিছু অর্থ ধার নিয়েছিলেন, কিন্তু এ যাবৎ তা শোধ করেন নি।



শীতভায়ার বক্তব্য

বাদসা একবার মাঘ মাসে শিকার করার জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড শীত লাগায় তিনি রাজধানীতে ফিরে এসে, গরম একটা দোশালা গায়ে দিয়ে খানসামাকে ডেকে বললেন, তুমি বাইরে গিয়ে শীতভায়াকে বলো যে, বাদসা বলছেন, এখন আর তোমার কোনো জোর নেই।

খানসামা বাইরে থেকে একটু বাদেই ফিরে এসে বলল, শীতভায়াকে আপনার কথা বলে এলাম, হুজুর। কিন্তু শীতভায়া শুনে বলল—

বাদসা বললেন, কী বলল ?

খানসামা বলল, শীতভায়া বলল, বাদসার উপর আমার জোর কমেছে সত্যি, কিন্তু এবার তার চাকর-বাকরদের উপর জোরটা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের জোর প্রমাণ করব।

খানসামার উপস্থিত বুদ্ধিতে খুশি হয়ে বাদসা চাকর-বাকর সবাইকে একটি করে গরম পোশাক দিলেন।

চোরধরা

একবারে দরবারে বাদসার আংটির বাক্স থেকে একটি হীরের আংটি চুরি গেল।

চোর ধরার জন্যে বাদসা বীরবলকে নিযুক্ত করলেন।

বীরবল সেই বাক্সের উপর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কান পেতে বসে রইলেন।

বাদসা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল বীরবল, তুমি বাক্সের উপর ওভাবে কান পেতে আছ কেন?

বীরবল বললেন, হুজুর, বাক্সটা যা বলছে, আমি তাই শুনে যাচ্ছি।

বাদসা বললেন, কী বলছে বাক্স?

বীরবল বললেন, খোদাবন্দ্। বাক্স বলছে, আংটিটি যে চুরি করেছে, তার দাড়িতে একটা কুটো আটকে আছে!

বীরবলের এই কথা শোনামাত্র দরবারে উপস্থিত একজন সবার অলক্ষ্যে তাঁর দাড়িটা ঝেড়ে ফেললেন।

বীরবল তখনি তাঁকে ধরে এবং তল্লাসী করে, তাঁর কাছ থেকে আংটিটি বের করলেন।

বাদসা-জাদা

আকবর বাদসার পুত্র সেলিম একদিন বীরবলকে বললেন, আপনি নির্বোধের সহচর হবারই উপযুক্ত।

বীরবল গম্ভীর মুখে বললেন, তা ঠিক, বাদসা-জাদা, না হলে আপনার পিতা আকবর-সা কি সবসময় আমাকে সঙ্গে নেন?



ভাই

একদিন এক ভদ্র ভিখিরি কিছু পাওয়ার আশায় এক আমিরের বাড়ি গেল। আমিরের দরোয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল, কী চাও।

লোকটি বলল, আমি আমিরের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

দরোয়ান বলল, কী নাম বলব?

লোকটি বলল, নাম বলতে হবে না, গিয়ে শুধু বলো যে, সাহেব, আপনার ভাই এসেছেন।

সংবাদ পেয়েই আমির সাহেব উৎসাহিত হয়ে উপর থেকে নিচে নেমে এলেন। আমিরকে দেখে ভিখিরী লোকটি তাঁকে সেলাম করল। আমিরও ভদ্রতা রক্ষার জন্যে তাকে সেলাম করে দরোয়ানকে বলল, আমার ভাই এসেছে বললে, সে কোথায় ?

দরোয়ান লোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, ইনিই নিজেকে আপনার ভাই বললেন।

আমিরের চোখে কিছু বিস্ময় দেখে লোকটি সবিনয়ে বলল, হ্যাঁ, আমিরসাহেব, আমিই আপনার ভাই।

আমির একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, কিছু মনে করবে না, তোমাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারছি না। তুমি আমার কেমন ভাই ?

লোকটি বলল, খোদাতালা আমাদের সবার বাপ, সেই সম্বন্ধে আমি আপনার ভাই।

আমির বললেন, আচ্ছা! তা আমার কাছে কী প্রয়োজন, বলো ?

লোকটি বলল, সাহেব, ভাগ্যগুণে আপনি আজ আমির, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমি আপনার এক দরিদ্র ভাই। তাই আপনার কাছ থেকে কিছু অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশায় এসেছিলাম। আশা করি ভাইকে আপনি নিরাশ করবেন না ?

আমির বললেন, না, না, কখনও না। তুমি একটু দাঁড়াও ; দেখি, তোমাকে কী সাহায্য করা যায়।

লোকটি নিজের কৃতিত্বে মনে মনে একটু হাসল। এমন সময় আমিরসাহেব উপর থেকে নেমে এসে লোকটির হাতে একটি পয়সা দিল। লোকটি অবাক হয়ে বলল, মাত্র একটা পয়সা সাহেব ?

আমির সবিনয়ে বললেন, আমিই তো তোমার একমাত্র ভাই নই, ভাইজান, একই সম্পর্কের এমন ভাই তোমার জগতময় ছড়িয়ে আছে। সংখ্যায় তারা অন্তত আশি কোটি হবে। তুমি যদি তোমার প্রত্যেক ভাইয়ের কাছ থেকে একটি করে পয়সাও পাও, তাহলে

তুমি আমার চেয়েও বড়লোক হয়ে যাবে। তুমি সে চেষ্টাই করো গিয়ে, ভাইজান।



হেকিমের হাতযশ

একদিন একটি স্ত্রীলোক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন পরিচিত চিকিৎসককে সেই দিকে আসতে দেখে স্ত্রীলোকটি আতঙ্কে ছুটে গিয়ে এক মুসলমান গৃহস্থের বাড়ি লুকিয়ে পড়ল।

মুসলমান গৃহকর্তা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হেকিমসাহেবকে দেখে এভাবে লুকিয়ে পড়লে কেন?

স্ত্রীলোকটি বলল, পাছে উনি আমার চিকিৎসা করতে চান?

গৃহস্থ বললেন, তাতেই বা ভয়ের কী আছে? উনি তোমার সব রোগ সারিয়ে দিতেন।

স্ত্রীলোকটি বলল, উনি যাদের রোগ সারাতে যান, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের শোকও বাড়ান, তাই পালিয়ে বাঁচলাম। আমার কি এখনই মরার বয়স হয়েছে, আপনিই বলুন!

বৃদ্ধের রসিকতা



আলমগীর পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় দিল্লীর বাদসা হয়েছিলেন। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, সামনে পড়ল কয়েকটি স্ত্রীলোক।

তাদের একজন ফিসফিস করে অন্যদের বলল, দিল্লীনগরী এবারে এক বৃদ্ধপতি লাভ করেছে।

কথাটা বাদসার কানে যেতে তিনি ঘোড়ার পিঠে কশাঘাত করে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

সেই স্ত্রীলোকটি তা দেখে হেসে বলল, দিল্লীনগরীর পতিটি বৃদ্ধ বটে, কিন্তু রসিক পুরুষ।

ওপরেরটা না নিচেরটা



একদিন এক বিরাট ভুঁড়িওয়ালা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জমিদারবাবু হাতিতে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন।

এক মহিলা তাড়াতাড়ি তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে বাইরে ছুটে এসে শিশুটিকে বলল, দেখো, খোকা, দেখো, কী বিরাট একটা হাতি।

শিশু সরল মনে জিজ্ঞেস করল, কোনটা হাতি, মা ? ওপরেরটা না নিচেরটা ?

এ-পারের ও-পারের আর বিচদরিয়ার মানুষ

বাদসা একদিন বীরবলকে বললেন, বীরবল, তুমি একজন এ-পারের, একজন ও-পারের আর একজন বিচদরিয়ার মানুষ এনে আমার দরবারে হাজির করো।

যো হুকুম, হুজরত! এই বলে দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন বীরবল।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন একজন ধনী ব্যক্তি, একজন সন্ন্যাসী ও একটি বারবণিতাকে নিয়ে। বললেন, এনেছি, হুজুর।

বাদসা বললেন, এরা আমার চাহিদামতো লোক হল কি করে ?

বীরবল বললেন, এই ধনী ব্যক্তি এ-পারের মানুষ, হুজুর। কেননা এই ব্যক্তি ভবসাগরের এ-পারেই আছেন। আর এই সন্ন্যাসী ওপারের লোক, কারণ তিনি এ-সংসারের এলাকা ত্যাগ করে ভবসাগর পার হয়ে গেছেন।

বাদসা বললেন, আর ঐ স্ত্রীলোকটি ?

বীরবল বললেন, এ না এপারের, না ওপারের, তাই ও বিচদরিয়ার মানুষ!

কর্তৃত্ব

আবুলফজল যখন আকবর বাদসার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, বীরবল তখন ছিলেন একজন সভাসদ।

বাদসা একদিন বীরবলকে তাঁর অশ্বশালার কর্তৃত্ব ভার সমর্পণ করলেন। এতে আবুলফজল বীরবলকে ঠাট্টা করে বললেন, বাদসা তাহলে এবার তোমাকে পশুর কর্তা করে দিলেন?

বীরবল বললেন, বাদসা ভালোই করেছেন, এতদিনে তোমার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করার অধিকার পেলাম আমি।



বুড়ির বয়স

এক বৃদ্ধা রমণী এক আমিরের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হয়েছিল। তার একটি পুত্রসন্তানও বর্তমান ছিল।

একদিন ছেলেটির সামনেই আমির বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঠিক বয়সটা কত?

বৃদ্ধা বললেন, ঠিক বয়সটা বলতে পারছি না, তবে আমার মা বলেছিলেন ষোলবছর।

আমির একটু অবাক হয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তোমার বয়স কত?

ছেলেটি বলল, হুজুর, এ হিসেবে আমার এখনও জন্মানোর দু'বছর বাকি আছে। আগে জন্মে নি, তারপর আপনার এ-প্রশ্নের জবাব দেব।

গাধার বোঝা

আকবর একবার বীরবলকে নিয়ে শিকার করতে গেছেন। দুপুরে সূর্যের তাপ প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়ায় বাদসা নিজের পোশাক খুলে বীরবলের কাঁধে চাপিয়ে দিলেন।

এরপর অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু বাদসার আর পোশাক

ফিরিয়ে নেবার নাম নেই।

বীরবল তাই একসময় সবিনয়ে জানতে চাইল, হুজুর, এ গাধার বোঝা বয়ে আমাকে আর কদ্দূর চলতে হবে?



চুরির প্রত্যক্ষ প্রদর্শনী

একদিন রাত্রে একটি অশ্বচোর এক গৃহস্থের বাড়ি ঘোড়া চুরি করতে গেল। কিন্তু অশ্বশালায় ঢোকামাত্র সহিস এসে ধরে ফেলল তাকে। সারারাত চোরটিকে বেঁধে রেখে, সকালে মনিব ওঠা মাত্র চোরটিকে মনিবের সামনে হাজির করল সহিসটি।

মনিব সব শুনে চোরটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আজই প্রথম, না এর আগেও কোনোদিন চুরি করেছ? যদি সত্যি কথা বলো, তাহলে ছেড়ে দেব। নাহলে কিন্তু কোতোয়ালের হাতে তুলে দেব।

চোর বিনয় সহকারে বলল, চুরিই আমার জীবিকা, হুজুর। সেই ছেলেবেলা থেকেই চুরি করছি। কতবার চুরি করেছি, তার সঠিক সংখ্যাও আর মনে নেই, হুজুর।

মনিব বলল, তুমি শুধু ঘোড়া চুরি কর, না অন্য জিনিসও চুরি কর?

চোর বলল, চোরের কি অত বাছাবিচার করলে চলে, হুজুর? তবে ঘোড়া চুরিতেই আমি বেশি পাকা।

—এ পর্যন্ত কত ঘোড়া চুরি করেছ তুমি?

—আটাত্তরটি।

—কখনও ধরা পড়েছ?

—না, হুজুর। এবারই প্রথম ধরা পড়লাম।

মনিব বললেন, যদি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, আর কোনোদিন চুরি করবে না, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি আমি।

চোর বলল, আপনি হুজুর আগে কথা দিয়েছিলেন, আমি সত্যি

কথা বললেই আমাকে ছেড়ে দেবেন। আমি তাই আপনার কাছে সত্যি কথাই বলেছি। কিন্তু এখন বলছেন, আর চুরি করব না বলে প্রতিজ্ঞা করলে ছাড়বেন। এতে কি আপনি সত্য থেকে পতিত হচ্ছেন না?

মনিব বললেন, কিন্তু তোমারই প্রতিজ্ঞা করতে আপত্তি কিসের?

চোর বলল, চোর হলেও আমি কথার খেলাপ করতে পারব না, হুজুর; খোদাতাল্লা তাতে চটে যান। সেই ছেলেবেলা থেকে চুরি করছি, ওটাই এখন স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। মরার আগে পর্যন্ত সেই স্বভাব আমি ত্যাগ করতে পারব না, হুজুর। শুধু শুধু ছাড়া পাওয়ার লোভে আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন?

চোরটির অকপট স্বীকৃতিতে মনিব খুব খুশি হলেন। বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে ছেড়েই দেব আমি। কিন্তু আমার জানার খুব কৌতূহল হচ্ছে, কি ভাবে চুরি কর! তোমার কৌশলটা কী বলো তো?

চোরটি সশ্রদ্ধভাবে বলল, আপনার যখন এতই কৌতূহল, মালিক, কৌশলটা তাহলে আপনাকে দেখিয়েই দিচ্ছি।

বলে, সোজা অশ্বশালার দিকে এগিয়ে গেল চোরটি। সবচেয়ে ভালো ঘোড়াটি বেছে বের করে আনল বাইরে। তারপর বলল, এবার কৌশলটা দেখুন, হুজুর। অশ্বশালা থেকে এই ভাবে ঘোড়াটিকে নিঃশব্দে বের করে আনি। তারপর সেটার পিঠে এইভাবে চেপে বসি। বসে, এইভাবে ঘোড়ার পেটে একটা গোত্তা মেরে ঘোড়াটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাই।

ঘোড়ার পেটে গোত্তা মারতেই ঘোড়াটা তীরের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতেই চোরটি একবার ফিরে তাকিয়ে চীৎকার করে বলল, কি ভাবে ঘোড়া চুরি করি, নিজের চোখেই দেখছেন তো, হুজুর! চলি!

সারাদিনের ভেতর চোরটি আর ঘোড়া নিয়ে ফিরে এল না।

অনেক অনুসন্ধান করেও আর পাত্তা পাওয়া গেল না, ঘোড়া বা ঘোড়াচোরের।

মোরব্বা



এক কাজী ছিলেন। ভেট না পেলে কোনো বিষয়েই নড়ে বসতেও রাজী ছিলেন না তিনি।

একদিন একটি লোক এক কলসী মোরব্বা কাজীকে ভেট দিয়ে, নিজের ইচ্ছেমতো একটি পরোয়ানা তাঁর কাছ থেকে সই করিয়ে নিয়ে গেল।

এক কলসিভর্তি মোরব্বা পেয়ে কাজী তো দারুণ খুশি। লোকটি চলে যেতেই মোরব্বার কলসি খুলে বসলেন। কিন্তু উপর থেকে কয়েকটা মোরব্বা সরাতেই দেখেন, গোটা কলসিটা গোবরে ভর্তি।

কদিন পর কাজীর সঙ্গে সেই লোকটির হঠাৎ পথে দেখা কিন্তু রাস্তাভর্তি লোকের সামনে তো আর আসল কথা বলা যায় না! তাই কাজীসুলভ গাম্ভীর্য রক্ষা করে লোকটিকে বললেন, তোমাকে সেদিন যে পরওয়ানাখানি দিলাম, তাতে কিছু ভুল আছে মনে হচ্ছে। তুমি সেই পরওয়ানাটি নিয়ে একবার আমার কাছে এসো তো, সংশোধন করে দেব।

লোকটি একটু হেসে বলল, মোরব্বার কলসিতে কিছু ভুল থাকতে পারে, কিন্তু আপনি বিচক্ষণ কাজী, আপনার পরওয়ানায় কখনও ভুল থাকা অসম্ভব, হুজুর। আমি দেখে নিয়েছি, ওটি ঠিকই আছে, চলি।

মা-র গোলাম

এক দরিদ্র ব্যক্তি অনেক কষ্ট করে তার ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছিল।

ছেলেটি শিক্ষিত হয়ে সরকারি একটি বড় পদে নিযুক্ত হয়। এবং সমাজে গণ্য-মান্য হয়ে ওঠে।

একদিন তার দরিদ্র বাবা সহরে গেল ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। ছেলে আরো কিছু গণ্য-মান্য ব্যক্তির সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করছিল।

বাবা ঘরে ঢুকে ছেলেকে নামধরে ডাকতে একজন জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটি কে?

ছেলে বাবার পোশাক-আসাকে লজ্জা পেয়ে বলে ফেলল, এ আমার গোলাম।

দরিদ্র বাবা সামান্য সংশোধন করে দিয়ে অতিথিদের বলল, ঠিক এঁর নয়, সাহেব, আমি ওঁর মা-র গোলাম।



একই অঙ্গে নানারূপ

বাদসা একদিন বীরবলকে বললেন, বীরবল, তুমি আমার কাছে এমন চারটি লোক উপস্থিত করো, যাদের একজন সাহসী, একজন ভীরু, একজন লাজুক আর অন্যজন বেহায়া।

বীরবল তক্ষুণি লোক খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন। একটু বাদে ফিরে এলেন একটি যুবতীকে নিয়ে।

বাদসা যুবতীকে দেখে বীরবলকে বললেন, তোমাকে চার গুণের চারটি লোক আনতে বলেছিলাম না, বীরবল?

বীরবল বললেন, এই এক যুবতীর মধ্যেই সেই চারটি গুণ বিদ্যমান হুজুর, তাই শুধু এঁকেই নিয়ে এলাম।

বাদসা বললেন, একজনের ভেতর চারটি বিপরীত গুণ কী করে থাকা সম্ভব?

বীরবল বললেন, নারীর ক্ষেত্রে সম্ভব হুজুর। এরা যখন যেমন পুরুষের প্রতি প্রেমাসক্ত হন, তখন সাহসী পুরুষরাও এঁদের কাছে বিক্রমে পরাজিত হয়। কোনো বাধাবিঘ্নই গ্রাহ্য করেন না এঁরা। আবার এঁরাই যখন বিবাহের পর স্বামীর অধীনা হন, তখন এমন ভীরু ও দুর্বলা হন যে, একাকিনী রাত্রিবেলা নিজগৃহেও প্রবেশ

করতে ভয় পান। এরা যখন শ্বশুরালয়ে থাকেন, তখন এত লজ্জাশীলা যে, সর্বদা বসনাঞ্চলে মুখ ঢেকে থাকেন, কারো সঙ্গে কথাও বলেন না। কিন্তু এরাই যখন কুলের বাইরে গিয়ে বাজারে কসবী হন, তখন বেহায়ার এক হদ্দ!

বাদসা বীরবলের বিচক্ষণ বিশ্লেষণে খুশি হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করলেন।

◎

❀ কৌতুক ❀

বীরবলকে দরবারে ঢুকতে দেখেই আকবর বললেন, এসো বীরবল। আমি তোমার মুখে কৌতুক-কথা শুনে আনন্দিত হবার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

বীরবল সহাস্যে বললেন, খুবই কৌতুককর সংবাদ, হুজুর!

প্রসবব্যথা



বাদসা একদিন বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ এক জায়গায় নজরে পড়ল, একটি জংলী স্ত্রীলোক ঝোপের আড়ালে একটি পুত্র প্রসব ক'রে তখনই শিশুটিকে পরিধেয়-বস্ত্রে ঝোলার মতো বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

বাদসা এতে আশ্চর্য হয়ে মনে মনে ভাবলেন, আমার অন্তঃপুরের মহিলারা প্রসবের সময় ব্যথার যে ভান করেন, সে তাহলে মিথ্যে? প্রসবব্যথা যদি সত্যিই হত, তাহলে এই শ্রমজীবিনী বন্য মেয়েটিও তো সে যন্ত্রণা অনুভব করত?

এরপর থেকে বাদসা অন্তঃপুরের মহিলাদের, এমন কি বেগমদেরও গর্ভাবস্থায়ও আর তত্ত্বাবধান করতেন না। এতে বেগম আর বাদসাজাদীদের নতুন আর এক যন্ত্রণায় পড়তে হল।

শেষপর্যন্ত তাঁরা বীরবলের কাছে এক বাঁদীকে পাঠালেন এ

বিষয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে।

বীরবল বাঁদীকে বলে দিলেন, ভয়ের কিছু নেই, এ বিষয়ে তাঁর যা করার, তিনি করবেন।

বাদসার প্রাসাদের বারান্দায় টবে অনেক রকম সৌখিন ফুল ফুটত। বাদসার আদেশে এক দক্ষ মালী নিয়মিত জল দিয়ে পরিচর্যা করত সেই টবের ফুলগাছের।

বীরবল একদিন মালীকে টবে জল দিতে নিষেধ করলেন। দু'দিন জল না পেয়েই ফুলগাছগুলো সব শুকিয়ে যেতে লাগল। বাদসা এজন্যে মালীকে ডেকে তিরস্কার করলে সে বলল, আমার কোনো কসুর নেই হুজুর, বীরবলসাহেব আমাকে টবে জল দিতে নিষেধ করেছেন।

বাদসা বীরবলকে ডেকে বললেন, তুমি নাকি মালীকে টবের ফুলগাছে জল দিতে নিষেধ করেছ?

বীরবল বললেন, হ্যাঁ, হুজুর।

—কেন?

বীরবল বললেন, জঙ্গলের গাছগুলোতে কে জল দেয়, হুজুর? কিন্তু জঙ্গলের গাছ কি বাঁচে না, না বাড়ে না?

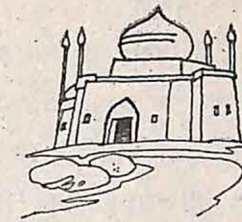
বাদসা বললেন, জঙ্গলের গাছ আর বাদসার বাড়ির টবের ফুল-গাছ এক হল? তাই যদি হবে, তাহলে জলের অভাবে টবের গাছগুলি এমন শুকিয়ে যেত না!

বীরবল বললেন, তাই যদি হয়, হুজুর, তাহলে জংলী স্ত্রীলোক আর বাদসার অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকও কি এক হয়? শ্রমশীলা জংলী নারীর প্রসববেদনা হয় না, বা সামান্য হয় বলে কি আজন্ম সুখভোগিনী বেগমদের প্রসববেদনা হবে না?

বাদসা এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে গর্ভবতী অন্তঃপুরস্থ মহিলাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানের রীতি পুনঃপ্রবর্তন করলেন।

◎

কাক দর্শন



কোনো এক ধনী ব্যক্তি শুনেছিলেন, ছুটি কাক একত্রে দেখা খুবই মঙ্গলজনক। যিনি দেখেন, তাঁর মঙ্গল হয়। তিনি তাই নিজের ভৃত্যদের বলে রেখেছিলেন, কোথাও ছুটি কাককে একত্রে দেখলেই তারা যেন সংবাদ দেয় তাঁকে।

একদিন এক ভৃত্য বাগানে ছুটি কাককে একত্রে বসে থাকতে দেখেই ছুটে গিয়ে মনিবকে সংবাদ দিল। কিন্তু মনিব আসতে আসতেই একটা কাক উড়ে গেল।

মালিক এসে একটি কাককে বসে থাকতে দেখে খুব চটে গেলেন। ভৃত্যকে প্রহারও করলেন এজন্যে।

ঠিক সেই সময়েই কোনো এক আত্মীয়-বাড়ি থেকে একটি লোক মালিকের জন্যে অনেক ভালো ভালো খাবার উপহার নিয়ে এল। মালিক তো দেখে খুব খুশি।

ভৃত্যটি তা দেখে হাত জোড় করে বলল, হুজুর, প্রবাদটায় বোধ হয় একটু ভুল ছিল। ছুই কাক দেখার চেয়ে এক কাক দেখাই বোধহয় মঙ্গলজনক।

মালিক বললেন, কেন ?

ভৃত্য বলল, আমি, হুজুর, ছুই কাক দেখেছিলাম, তাতে ভাগ্যে জুটল প্রহার। আর আপনি এক কাক দেখেছিলেন, তার ফলে দেখুন কত উপহার পেয়ে গেলেন!

দেবী, পরী ও ডাকিনী

বাদসা একদিন বীরবলকে বললেন, বীরবল, দেবী, পরী ও ডাকিনীর শুধু নামই শুনেছি, কোনোদিন তাদের দেখি নি। তুমি তাদের এনে আমাকে দেখাতে পারো ?

বীরবল বললেন, পারি, হুজুর। কিন্তু একটি শর্ত আছে।

কী শর্ত ?

বীরবল বললেন, আমি যখন তাদের হুজুরে হাজির করব, তখন সেখানে আর কেউ থাকতে পারবে না। কেবল আপনি ও বেগম-সাহেবা থাকবেন।

বাদসা বললেন, বেশ, তাই হবে।

কদিন পর একদিন রাত্রে বীরবল একটি সুন্দরী যুবতী বারনারী এবং নিজের স্ত্রীকে বাদসার প্রাসাদে নিয়ে এলেন। একটি ঘরে ডাকিয়ে এনে বসালেন বাদসা ও বেগমকে। তারপর সেই বারনারী ও স্ত্রীকে বাদসার সামনে উপস্থিত করে নিজের স্ত্রীকে দেখিয়ে বললেন, হুজুর, ইনি আমার পত্নী। ইনি দেবী। কেননা ইনি দেবতার ন্যায় ভক্তিপূর্বক আমার সেবা শুশ্রূষা করেন।

বাদসা বারবণিতাকে দেখিয়ে বললেন, আর উনি ?

বীবল বললেন, পরী। পরীকে হিন্দুরা অপ্সরা বলে। অপ্সরারা নৃত্যগীতে যেমন দেবতাদের মনোরঞ্জন করেন তেমনি এই বারনারী নৃত্যগীতে লোকজনের মনোরঞ্জন করে থাকে।

বাদসা বললেন, বুঝলাম! কিন্তু ডাকিনীকে তো আনতে পারলে না ?

বীরবল বললেন, জাঁহাপনা, জান বকশিস্ করবেন, আপনার বেগম সাহেবাই ডাকিনী। কেননা আপনি কখনও ওঁর কাছ থেকে পতির প্রাপ্য সেবা-ভক্তি পান না; অথবা রজোচিত মানমর্যাদাও পান না। সর্বদাই ওঁর মনস্তুষ্টি আর আবদার রক্ষা করতেই ব্যাকুল থাকতে হয় আপনার। সুতরাং, উনিই ডাকিনী!

অসঙ্গত প্রার্থনা

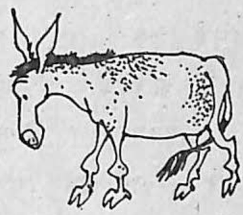
বাদসা সেকেন্দর শা একদিন দরবারে বসে সভাসদদের বললেন, আমি কোনোদিন কোনো প্রার্থীকে বিমুখ করি নি। আমার কাছে যখন যে যা চেয়েছে সঙ্গতি মতো আমি তখনই তাকে তা দিয়েছি।

একথা শুনে দরবারে উপস্থিত একব্যক্তি তাঁকে বললেন, জাঁহাপনা, আপনি তাহলে আমাকে একটি টাকা দিন।

বাদসা বললেন, একটাকা এত তুচ্ছ যে, কোনো বাদসার তা দানের অযোগ্য এবং অপমানের বিষয়। সুতরাং তোমার অসঙ্গত প্রার্থনা আমি অগ্রাহ্য করলাম।

যাচক তখন বাদসাকে বললেন, তাহলে খোদাবন্দ, আমাকে একটি রাজ্য দান করুন।

বাদসা বললেন, তোমার মতো এক সামান্য ব্যক্তি রাজত্ব পাওয়ার যোগ্য নয়, এ তোমার অসঙ্গত প্রার্থনা! সুতরাং তোমার এই প্রার্থনাও অগ্রাহ্য করলাম আমি।



খাদ্য কি

আকবর—বীরবল, খাদ্য কী?

বীরবল—খাদ্য দুই প্রকার, অন্ন আর অধ্যয়ন।

আকবর—খুলে বলো।

বীরবল—হুজুর, অন্ন দেহের খাদ্য, আর অধ্যয়ন মনের খাদ্য। যার এই দুই খাদ্যেরই অভাব, সেই হাভাতে দরিদ্র অতি নরাধম। তাকে কেউ মানুষ বলে গণ্য করে না।

বেফাঁস কথা

একদিন বীরবলের মেজাজ খারাপ থাকায় মোল্লা দোপীয়াজা সাহেবকে অকারণে গালাগালি দিলেন।

মোল্লাসাহেব দুঃখ পেয়ে বললেন, বীরবল, আপনি অযথাই আমাকে এভাবে গালাগাল করলেন?

বীরবল লজ্জিত হয়ে নিজের সদ্য তোলা দাঁত দুটি দেখিয়ে বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন, মোল্লাসাহেব। আমি আপনাকে গাল দিই নি। দেখছেন তো, আমার এই দুটি দাঁত পড়ে গেছে,

তাই আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফোকলা মুখ দিয়ে দু'একটা বেফাঁস কথা পিছলে পড়েছে। ওকে আপনি গাল বলে মনে করবেন না।

গরীবের জন্যে চাঁদা



বীরবল কোনো এক সময়ে রাজধানীর দীন-দুঃখীদের জন্যে চাঁদা তুলছিলেন। সংগৃহীত অর্থ একটি থলিয়ায় ভরে রাখছিলেন।

পথে এক কৃপণের কাছে চাঁদা প্রার্থনা করে তাঁর সম্মুখে থলিয়াটি খুলে ধরলেন তিনি। কৃপণ গুটিয়ে গিয়ে বললেন, মাপ করবেন, আমি কিছু দিতে পারব না। আমি বড়ই গরীব। আপনি থলির মুখটি বন্ধ করে আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান।

বীরবল থলিয়াটি খুলে রেখেই কপট সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, তাহলে এই থলে থেকেই আপনি কিছু অর্থ তুলে নিন। কেননা গরীবদের জন্যেই চাঁদা সংগ্রহ করছি আমরা। আপনাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচানোর চেয়ে কষ্টের হাত থেকে বাঁচানোই আমাদের কর্তব্য!

আলোকবর্তিকা

একদিন একটি বালক বাড়ির জানলা দিয়ে দেখল, মৌলবীসাহেব রাতের অন্ধকারে একা হেঁটে যাচ্ছেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে মৌলবীসাহেবকে বলল, সাহেব, আপনাকে একটা আলো দেব?

মৌলবী সাহেব সগর্বে বললেন, আমি নিজেই তো আলো, বাছা! বিদ্যা দান করে কত বালকের মন আমি আলোকিত করেছি; আমার আলোর কী দরকার?

বালকটি বলল, তাহলে আপনাকে গাছে লটকে দি, মৌলবীসাহেব, তাহলে অন্ধকারে পথিকদের আর কোনো কষ্ট থাকবে না!

পিচ্ছিল পথ



আকবর একদিন বীরবলকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন।

যেতে যেতে সামনে একটা পিচ্ছিল জায়গা পড়ল। বাদসা কথা বলতে বলতে স্বচ্ছন্দে জায়গাটা পেরিয়ে গেলেন। কিন্তু বীরবল পড়ে গেলেন।

বাদসা তা দেখে হেসে বললেন, পাগলরা পিচ্ছিল জায়গায় বেড়াতে এলে পড়ে যায়।

বীরবল বললেন, হ্যাঁ, হুজুর, পাগলে পড়ে, মূর্খে চলে।



কোল জোড়া

বীরবল একদিন ওঁর বালক-পুত্র হরিহরকে সঙ্গে নিয়ে খানখানার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। খানখানা তখন বসেছিলেন। বালককে দেখে তিনি সস্নেহে বললেন, হরিহর, তুমি আমার কোলে এসে বসো।

হরিহর বলল, কী করে বসব?

খানখানা বললেন, কেন?

হরিহর বলল, আপনার মস্ত ভুঁড়িটাই তো আগে থেকে আপনার কোল জুড়ে বসে আছে, আমি কোথায় বসব।

নৌকাডুবির মুখে

বাদসা—বীরবল, যদি তুমি কখনও নৌকায় চড়ে যাও, আর মাঝনদীতে সেই নৌকাটি ডোবার উপক্রম হয়, তুমি কী করবে?

বীরবল—আপনি বলুন, হুজুর, কী করা উচিত?

বাদসা—একটি পুস্তক নিয়ে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে

শুরু করবে। তাহলেই দেখবে, আর ভয় লাগবে না।

বীরবল—ঠিকই বলেছেন, হুজুর, অকুতোভয়ে জীবনের শেষ অধ্যয়নের ওটিই প্রকৃষ্ট সময় বটে!

ঈশ্বরের কৃপা

একজন লোক অন্ধ ছিল, আর তার স্ত্রী ছিল অতি কুৎসিত। একদিন অন্ধ শুনল, তার স্ত্রী ঈশ্বরের প্রতি খেদ জানিয়ে বলছে, হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদের প্রতি এত নির্দয় কেন? তুমি আমাকে তো কুৎসিত করে সৃষ্টি করেছই, আমার স্বামীকেও অন্ধ করেছ।

অন্ধ শুনে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ঈশ্বরকে গাল দিচ্ছ কেন? তোমার প্রতি কৃপাবশতঃই ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করেছেন। তা না হলে কি তোমার মতো কুৎসিত রমণীকে আমি বিয়ে করে ঘরে আনতে পারতাম!



তামাক সেবক

নবাব খানখানা-সাহেব একদিন নিজের ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। এমন সময় মোল্লা দোপীয়াজা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মোল্লাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে খানখানা জিজ্ঞেস করলেন, বলুন দেখি মোল্লাজী, তামাক খাওয়ার দোষ গুণ কী?

মোল্লা উত্তর দিলেন, আমার বিবেচনায় তামাক খাওয়া আহাম্মকের কর্ম, নবাব সাহেব। কিন্তু আপনার বেলায় তা নয়।

কাজীর বিচার

একবার একটি বেঁটে মানুষের কাছ থেকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কাজী সাহেব বেঁটে মানুষ দেখলেই চটে যেতেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, বেঁটে মানুষ মাত্রেই বদ্‌লোক হয়। তাই কোনো বেঁটে

মানুষ তাঁর কাছে নালিশ জানাতে এলে তিনি তাকে তাড়িয়ে দিতেন।

একদিন একটি বেঁটে মানুষ কোনো এক আসামীর নামে কাজীর কাছে নালিশ জানাতে আসামাত্র কাজী চটে চীৎকার করে বললেন, এখনি আমার সামনে থেকে চলে যাও। কোনো বেঁটে মানুষকে বিশ্বাস করি না আমি। তোমার নালিশ মিথ্যা।

ফরিয়াদী হাত জোড় করে বলল, হুজুর, আসামী আমার চেয়েও বেঁটে।

কাজী শান্ত হয়ে বললেন, তাহলে বলো, কী তোমার নালিশ। আমি এখনি আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়ে আনাচ্ছি।

সূর্য কেন পশ্চিমে ডোবে



বাদসা—বীরবল, বলো দেখি, সূর্য কেন পশ্চিমে ডোবে ? আর কেনই বা রোজ পূর্বদিকে উদিত হয় ?

বীরবল—হুজুর, একথা আপনি কোনো বেকুব মানুষকে জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পেতেন।

বাদসা—তাই তো তোমাকেই জিজ্ঞেস করলাম।

কাঁদবি না টাকা দিবি

এক দরিদ্র বিধবার একমাত্র পুত্রের কঠিন অসুখ হয়েছে। মা প্রাণের দায়ে ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করেই বুঝলেন, রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা নেই। তবু তিনি ওষুধ দিয়ে, ওষুধ আর ভিজিট বাবদ পাঁচ টাকা চাইলেন।

মা কাতর স্বরে বলল, ডাক্তারবাবু, আমার হাতে টাকা নেই, আমি ওবেলা দিয়ে আসব'খন।

ডাক্তার চটে বললেন, ওবেলা তুই কাঁদবি, না আমার টাকা দিবি ? যা দেবার এখনই দিয়ে দে।



আজব শহর

এক বিদেশী নতুন একটি দেশে বেড়াতে গিয়েছে।

সহরের পথ ধরে এগোতে এগোতে এক ময়রার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল সে। দোকানে থরে-থরে নানা ধরনের মিষ্টি সাজানো। নতুন একধরনের মিষ্টি দেখিয়ে বিদেশী জিজ্ঞেস করল, ঐ খাবারের নামটি কী, ভাই ? ময়রা সবিনয়ে বলল, খাজা। বিদেশী ভাবল, দোকানী বোধ হয় আমাকে ভিনদেশী দেখে ভদ্রতা করে মিষ্টিগুলো আমাকে খেয়ে যেতে বলছে। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যগুলো খেতে শুরু করল সে।

ময়রা, দেখে একটু অবাক হল, কী রে বাবা! লোকটা কি জীবনে কোনোদিন খাজা খায় নি!

বিদেশী সব খাজাগুলো খেয়ে ফেলার পর ময়রা দাম চাইলে একটু অবাক হয়ে বলল, সে কী, তুমিই তো আমাকে মিষ্টিগুলো খেয়ে যেতে বললে! এখন দাম চাইছ ? অত পয়সা আমার পকেটেও নেই।

ময়রা চটে গিয়ে লোকটির নামে কোতোয়ালের কাছে নালিশ করল। কোতোয়াল সব শুনে লোকটিকে নিয়ে গেল কাজীর কাছে।

কাজী সব বৃত্তান্ত শুনে রায় দিলেন, খাজাখোরকে গাধার পিঠে চাপিয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করিয়ে ছেড়ে দাও।

বিদেশী রায় শুনে একটু অবাক হল, খুশিও হল। কারণ ওর নিজের দেশে কাউকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে রাস্তায় ঘোরানো খুব সম্মানের ব্যাপার। প্রায় রাজকীয় সম্মান।

কিছুদিন পর লোকটি দেশে গেলে বন্ধুরা জিজ্ঞেস করল, বিদেশ-ভ্রমণ কেমন হল ?

লোকটি সগর্বে বলল, ভ্রমণ করতে করতে এক আজব শহরে

গিয়ে পড়েছিলাম, ভাই। সেখানে মুফ্‌ত খাজা, মুফ্‌ত বাজা, মুফ্‌ত রাজা! মানে ঘোরসওয়ার!

◎

লেখকের পদ-বেদনা



একদিন গ্রামের একটি নিরক্ষর লোক লেখাপড়া-জানা একজন লোককে গিয়ে বললেন, বাবু, আমি লেখাপড়া জানি না, কিন্তু আমার এক আত্মীয়কে খুব জরুরী একটি চিঠি লেখা দরকার। দয়া করে আমাকে একটা চিঠি লিখে দেবেন ?

লেখাপড়া-জানা লোকটি বলল, দেখো ভাই, তোমার খুব জরুরী চিঠি হলে বরং আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নাও। আর খুব জরুরী না হলে দু'তিন দিন পরে এসো, আমিই লিখে দেব'খন।

নিরক্ষর লোকটি বলল, আমার খুবই জরুরী চিঠি। আপনি লিখে দিলেই ভালো হত; আবার কার কাছে যাব! আপনি ব্যস্ত থাকলে আমি না হয় একটু অপেক্ষা করছি।

লেখাপড়া-জানা লোকটি বলল, অপেক্ষা করে লাভ নেই। আমার পায়ে খুব ব্যথা, এখন লিখতে পারব না।

লোকটি একটু অবাক হয়ে বলল, চিঠি তো আর পা দিয়ে লিখবেন না, বাবু; লিখবেন হাত দিয়ে। তাতে পায়ের ব্যাথায় কী এসে যায়? আমি তো আপনাকে কোথাও যেতে বলছি না!

শুনে লেখাপড়া-জানা লোকটি বলল, দেখো বাপু, আমি যা লিখি অন্যলোক তা পড়তে পারে না। তাই পড়ে দেবার জন্যে আবার আমাকেই যেতে হয়। কিন্তু এখন আমার পায়ে এত যন্ত্রণা হচ্ছে যে, আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম, খুব জরুরী হলে আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নাও। জরুরী না হলে দু'তিন দিন পরে এসো, তার ভেতর আমার পায়ের ব্যাথাটা সেরে যাবে মনে হয়।

ললনা ও লম্পট



একদিন খুব সুন্দরী এক যুবতী রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিল। যুবতীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে এক লম্পট-পুরুষ তার সঙ্গ নিল। মেয়েটি তা লক্ষ্য করে লোকটিকে বিরক্তির সুরে বলল, এভাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছেন কেন? হয় আপনি আমার আগে যান, না হয় আমাকে আগে যেতে দিন।

লোকটি গদগদ স্বরে বলল, তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। তাই তোমার প্রেমলাভের আকাঙ্ক্ষায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলাম।

মেয়েটি একটু হেসে বলল, আমার এই রূপেই মুগ্ধ আপনি! আমার পেছনে যে মেয়েটি আসছে সে আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী। সৌন্দর্যের প্রেমাভিলাষীই যদি হন, তাহলে ওর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করুন।

লম্পট-পুরুষটি পেছনে ফিরে দেখল, কিছুটা দূরে সত্যিই একটি মেয়ে ওদের পেছন পেছন আসছে। কৌতূহলে পুরুষটি সেই মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখল মেয়েটি অতি কুৎসিত। লোকটি এতে ক্ষুব্ধ হয়ে দ্রুতপায়ে আগের মেয়েটির কাছে এল। বলল, মিথ্যে কথা বলে আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে কেন?

মেয়েটি মুচ্‌কি হেসে বলল, আপনিই বা কোন সত্যি কথাটা বলেছেন? আমার প্রতি আপনার প্রেমানুরাগ নির্ভেজাল হলে আপনি কখনও ঐ মেয়েটির কাছে যেতেন না।

৩হয়ে যাবেন

আকবর বাদসাহের সভায় এক মোল্লা চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করে-ছিলেন। বিবাহের পর মোল্লা দরবারে এলে আকবর সাহ জিজ্ঞেস

করলেন, মোল্লাজী, আপনার নববিবাহিত বিবির বয়স কত ?

মোল্লা বললেন, সাত বৎসর।

বীরবল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হেসে বললেন, বিবি মানুষ হতে হতে সাহেব যে ঈশ্বর হয়ে যাবেন।

কুকুর বিড়ালের অধম

আকবর বললেন, বুঝলে, বীরবল, আমার পল্লীবাসী প্রজারা যেন কেমন। কুকুর বিড়ালেরও অধম ওরা।

বীরবল সবিনয়ে বললেন, আপনিই ওদের মা-বাপ, জাঁহাপনা!

বান-যুক্ত

হিন্দুস্থানী ভাষায় সুতারবান অর্থ উট-রক্ষক এবং বাগ্বান অর্থ মালী।

আকবর সা একদিন মালীর উপর বিরক্ত হয়ে বীরবলকে বললেন, বুঝলে বীরবল, যে শব্দের পর বাণ থাকে সেটাই অত্যন্ত মন্দভাবাপন্ন। বাণ নিজেই পরমর্মভেদী অস্ত্র। তারপর ধরো, সুতারবান, বাগ্বান!

বীরবল বললেন, ঠিকই বলেছেন, মেহেরবান!

কে বড়

একদিন সভায় বসে আকবর সভাসদদের জিজ্ঞেস করলেন, হিন্দুদের ইন্দ্র বড়, না আমি বড় ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেউ সক্ষম হলেন না। সবাই নিঃশব্দে বসে রইলেন। আকবর বীরবলকে বললেন, কি বীরবল, তুমিও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছ না ?

বীরবল সবিনয়ে বললেন, আপনিই বড়, হুজুর।

আকবর বললেন, কোন্ বিচারে ?

বীরবল বললেন, ঈশ্বর রাজা করার জন্যে আপনাকে ও ইন্দ্রকে সৃষ্টি করে দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করেছিলেন। আপনি ছিলেন, হুজুর, খুবই ভারী, আর ইন্দ্র ছিলেন খুব পাতলা। ঈশ্বরের দাঁড়ি পাল্লাটাও

অবশ্য খুবই বড় ছিল। আপনি ভারী হওয়ায় আপনার পাল্লাটা মর্ত্যের দিকে নেমে এল ; আর হালকা বলে ইন্দ্রের পাল্লা উপরের দিকে উঠে গেল। তাতেই তিনি হলেন স্বর্গের রাজা, আর আপনি মর্ত্যের। এ থেকেই প্রমাণ হয়, জাঁহাপনা, ওজনে আপনিই ভারী।

বীরবলের উত্তরে আকবর বাদসা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করলেন।

বাদসা পারেন



একদিন আকবর বাদসা দরবারে বসে বললেন, আমি ঈশ্বরের চেয়েও শক্তিশালী। ঈশ্বর যা করতে পারেন না, আমি তা পারি। এ কথা অস্বীকার করতে পারেন আপনারা? ভয় নেই, আপনারা নির্ভয়ে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

সভাসদগণ সবিনয়ে বললেন, আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন, জাঁহাপনা, আপনি তা পারেন না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

আকবর বীরবলের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি বীরবল, তোমারও কি এই একই মত?

বীরবল বললেন, না হুজুর। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর যা করতে পারেন না, জাঁহাপনা তা পারেন।

আকবর বললেন' কোনো উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করতে পারো এ কথা?

বীরবল বললেন, অবশ্যই। একটা প্রমাণই দিচ্ছি, হুজুর। ঈশ্বরের রাজ্য ত্রিজগৎ জোড়া, তিনি তাই কোনো প্রজাকে তাঁর রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন না। কিন্তু আপনার রাজ্য সীমাবদ্ধ। আপনি তাই, ইচ্ছে করলেই, আপনার যে কোনো প্রজাকে আপনার রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন।

বীরবলের কথা শুনে সভাস্থ সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন।

ডিম দেওয়া

একদিন একটি বালক একটি মুরগীর ডিম নিয়ে বীরবলের কাছে এল।

বীরবল জিজ্ঞেস করলেন, এ ডিম কে দিয়েছেন ?

বালকটি সরল বিশ্বাসে বলল, আমার মা দিয়েছেন।

বীরবল বললেন, তোমার মা কত দিন হয় ডিম দিচ্ছেন ?

বালকটি বীরবলের রসিকতা বুঝতে পেরে বলল, মুরগী এ ডিম দিয়েছে, আর আমার মা আপনার কাছে তা পাঠিয়েছেন।

বীরবল হেসে বললেন, তাই বলো।

চার নির্বোধ



আকবর বাদসা একদিন বীরবলকে বললেন, বীরবল, চারটি ঘোর নির্বোধ লোককে আমার কাছে নিয়ে এসো।

বীরবল নির্বোধের অনুসন্ধানে বেরুলেন। পথে এক ময়রার দোকানের সামনে এসে দেখেন, একজন লোক মহা আনন্দে বন্ধুদের ডেকে ডেকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। বোধ হয় বীরবলকে চিনত লোকটি। তাঁকেও মিষ্টি খেতে ডাকল।

বীরবল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নিশ্চয়ই কোনো আনন্দ-সংবাদ আছে ; সবাইকে মিষ্টি মুখ করাচ্ছ।

লোকটি সলজ্জ হেসে বলল, তা আছে ! আমি দশ বছর বাড়ি যাই নি। কিন্তু আজই খবর পেলাম আমার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে এতে আমি দারুণ আনন্দিত হয়েছি।

বীরবল একটু মুচকি হেসে বললেন, আনন্দ হবারই কথা। তুমি আমার সঙ্গে এসো, একটু দরকার আছে।

লোকটিকে নিয়ে আসতে আসতে পথে এক জায়গায় দেখলেন, একজন ঘেসেড়া একটা খচ্চরের পিঠে চেপে মাথায় এক বোঝা ঘাস নিয়ে যাচ্ছে।

বীরবল তাকে বললেন, কী ব্যাপার, মাথায় ঘাসের বোঝা নিয়ে খচ্চরের পিঠে চেপে যাচ্ছ কেন ? বোঝাটা তো ওটার পিঠের ওপরই রাখতে পারতে ?

লোকটি বলল, বোঝাটা বড় ভারী। একে আমি চড়েছি, তার ওপর বোঝাটা চাপালে বড় নিষ্ঠুরতা হত।

বীরবল মুচকি হেসে বললেন, তা হত। তুমি একটু আমার সঙ্গে এসো তো, একটু দরকার আছে।

লোক দু'জনকে নিয়ে বীরবল বাদসার দরবারে এলেন। ওদের পুরো বৃত্তান্ত শোনালেন।

আকবর বাদসা বললেন, লোক দু'জন যথার্থই নির্বোধ। কিন্তু আমি তোমাকে চারজন নির্বোধ আনতে বলেছিলাম, বীরবল। আর দু'জন কই ?

বীরবল বললেন, আর দু'জনের ভেতর একজন আপনি, জাঁহাপনা ; আর একজন আমি। আমরা ঘোর নির্বোধ না হলে এমন নির্বোধ খুঁজে বেড়াই ?

বীরবলের উত্তর শুনে বাদসা খুশি হলেন।

অর্ধেক বক্‌শিশ



বীরবল একদিন বাদসার প্রাসাদে যাচ্ছিলেন, দ্বাররক্ষক সদর দরজায় বাধা দিল। বলল, এখন যাবার হুকুম নেই।

বীরবল বললেন, বুঝেছি ভাই, আমাকে যেতে দাও, আজ যা বক্‌শিশ পাব তার অর্ধেক না হয় তোমাকে দেব।

দ্বাররক্ষক দ্বার ছাড়লে বীরবল ভেতরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ভেতর মহলের খোজা আবার বাধা দিল তাঁকে। বীরবল তাকেও আশ্বাস দিলেন, আজ যা বক্‌শিশ পাবেন তার অর্ধেক তাকে দেবেন।

খোজা-দ্বাররক্ষক দ্বার ছেড়ে দাঁড়ালে বীরবল আকবর বাদসার

হুজুরে পৌঁছলেন।

বাদসা তাঁকে দেখে বললেন, এসো, বীরবল, এসো। এমন অসময়ে ?

বীরবল বললেন আজ সকালেই নতুন একটা কবিতা লিখলাম, জাঁহাপনা ; ভাবলাম, আপনাকে একবার শুনিয়ে যাই।

বাদসা বললেন, বেশ তো, শোনাও।

কবিতা শুনে বাদসা খুবই খুশি হলেন। বীরবলকে পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা বক্শিশ দেবার হুকুম করলেন।

বীরবল সবিনয়ে বললেন, মেহেরবানি করে আজ বক্শিশটা একটু বদলে দিতে হবে, হুজুর। পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে পাঁচশত বেত্রাঘাত করতে হবে আমাকে।

বাদসা বুঝলেন, এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে চতুর বীরবলের। তাই কোনো প্রশ্ন না করে আদেশ দিলেন বীরবলকে পাঁচশত বেত্রাঘাত করো।

কোঁড়াবরদার বীরবলকে বেত্রাঘাত করতে উদ্যত হলে বীরবল বাধা দিয়ে বললেন, একটু দাঁড়াও, আজ আমার বক্শিশের দু'জন ভাগীদার আছে, তাদেরও আধা আধি ভাগ দাও।

বাদসা বললেন, কে কে তোমার ভাগীদার ?

বীরবল বললেন, দুই দ্বাররক্ষক। ওরা আমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছিল বলে ওদের কথা দিয়েছিলাম, আমার বক্শিশের অর্ধেক দেব ওদের।

বাদসার আদেশে তক্ষুনি দুই দ্বাররক্ষককে ধরে এনে কোঁড়াবরদার তাদের প্রাপ্য বেত্রাঘাত করল।

দুই হাজার এক পাগল

বীরবল একবার আকবর বাদসার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে দেশে গেলেন।

তিনি বাদসার প্রধানমন্ত্রী বলে গ্রামের দুই সহস্র ব্রাহ্মণ যুবক

এসে তাঁকে অনুরোধ জানাল, তিনি যেন ওদের বাদসার সৈন্য-বাহিনীতে চাকুরি করে দেন।

বীরবল তাদের আশ্বাস দিয়ে সঙ্গে করে দিল্লী নিয়ে আসেন।

প্রাসাদের সামনে এসে উনি তাদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে একা ভেতরে প্রবেশ করলেন।

বাদসা তাঁকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, দেশ থেকে আমার জন্যে কী উপহার এনেছ, বীরবল ?

বীরবল বললেন, দুই হাজার-এক পাগল।

বাদসা বললেন, সে কী ? কোথায় তারা ?

বীরবল বললেন, তারা বাইরে অপেক্ষা করছে, হুজুর, আমি তাদের নিয়ে আসছি।

বীরবল বাইরে গিয়ে সেই দুই হাজার যুবককে ডেকে আনলেন। তাদের বাদসার সামনে হাজির করে বললেন, এই দুই হাজার, আর আমি একজন, একুনে দুই হাজার-এক পাগল হল, হুজুর।

বাদসা বললেন, একটু খুলে বলো তো ব্যাপারটা কী ?

বীরবল বললেন, আমি দেশে গেলে এই দুই হাজার ব্রাহ্মণ যুবক এসে আমার কাছে প্রার্থনা জানাল, আমি যেন ওদের বাদসার সৈন্য দলে চাকুরি করে দিই। ওদের অনুরোধে আমিও ওদের সঙ্গে করে এত দূর নিয়ে এলাম! কিন্তু ওরা বা আমি, কেউ একবার ভেবে দেখলাম না, হুজুর, যে আমার কথায় জাঁহাপনা ওদের চাকুরি দেবেন কিনা। সুতরাং আমরা সকলেই পাগল বৈ কি ?

বাদসা হেসে বললেন, ওদের সৈন্য দলে ভর্তি করে নাও।

পতিভক্তি



সাহেব মারা গেছেন, আজই তার করব দেওয়া হল।

বিবি ছিলেন সুন্দরী, তাই সেদিন থেকেই আবার সাদির সম্বন্ধ আসতে শুরু করল।

বিবিও গররাজী ছিল না। সুতরাং সাদির কথাবার্তা একজনের সঙ্গে পাকাও হয়ে গেল। সেই ভাবী স্বামীর সঙ্গে বেড়াতেও শুরু করল বিবি। কিন্তু সাদিতে কিছু বিলম্ব ঘটছিল। তার কারণ, বিবির পরলোকগত স্বামী মৃত্যুর পূর্বে বিবিকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, আমি জানি, আমি মারা গেলে তুমি আবার সাদি করবেই। কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ, আমার কবরটা অন্ততঃ শুকাতে দিও।

ছ'দিন পর পাড়া প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে দেখল, বিবি বসে মৃত স্বামীর কবরে পাখার বাতাস দিচ্ছে।

তারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী করছ তুমি?

বিবি তো আর বলতে পারে না, পাখার বাতাস দিয়ে মৃত স্বামীর কবর শুকানোর চেষ্টা করছে, তাই বলল, উনি একেবারেই গরম সইতে পারতেন না। কবরের নিচে ওঁর কতই না কষ্ট হচ্ছে! তাই বসে হাওয়া করছি।

সবাই সমস্বরে বিবির পরম পতিভক্তির তারিফ করতে লাগল।

পানপত্র



বাদসা একদিন সভাসদদের জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো, কোন্ পত্র সর্বোৎকৃষ্ট?

কেউ বলল, বিল্বপত্র; কেউ বলল, তুলসীপত্র; কেউ বলল, পদ্মপত্র; কেউ বা বলল, কদলীপত্র।

একমাত্র বীরবল বললেন, পানপত্রই সর্বোৎকৃষ্ট! কারণ একমাত্র ঐ পত্রটিই স্বয়ং জাঁহাপনা নিত্য চর্বণ করেন।

মস্তিষ্ক থাকলে তো?

বয়সের ধর্মে বাদসার মাথার কিছু চুল পাকে, একদিন তিনি তাতে কলপ লাগাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎই বীরবল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

বাদসা কলপ লাগাচ্ছেন দেখে বীরবল হয়তো কোনো রকম বিদ্রূপ করবে, বাদসা একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বীরবল, কলপে মস্তিষ্কের হানিকর কোনো রকম পদার্থ থাকে না তো ?

বীরবল হেসে বললেন, খোদাবন্দ, যারা খোদার ওপর কারসাজি করতে চুলে কলপ দেয়, তাদের মস্তিষ্ক থাকলে তো খারাপ হবে !



কৃষ্ণবর্ণ

আকবর বাদসা এবং তাঁর পারিষদগণ সকলেই গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ ছিলেন। একমাত্র বীরবলই ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ।

বাদসা একদিন সভাসদদের সঙ্গে বীরবলের বর্ণমালিন্যের কথা আলোচনা করছিলেন। বীরবল তখন সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

আলোচনার ভেতরই বীরবলকে আসতে দেখে সবাই চুপ করে গেল। আর বীরবলকে দেখে মুখটিপে হাসতে লাগল।

বীরবল হাসির কারণ কী জানতে চাওয়া মূর্খতা মনে করে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। নিঃশব্দে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

দু'চার কথার পর বাদসাকে বললেন, জাঁহাপনা, আজ আপনাকে বড়ই প্রফুল্ল দেখছি। হুজুরকে আনন্দিত দেখে এই গোলামের হৃদয়ও আনন্দে পূর্ণ হল।

বাদসা হেসে বললেন, তোমাকে কুৎসিত দেখে এঁরা সবাই হাসছিলেন, বীরবল। আমরা সবাই গৌরবর্ণ, সুন্দর, কিন্তু তুমি এমন কৃষ্ণবর্ণ, কুৎসিত কেন ?

বীরবল বললেন, হুকুর, এর কারণ আপনার অজ্ঞাত। তাহলে শুনুন—

পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টির সময় প্রথমে বৃক্ষ, পরে গো সৃষ্টি করলেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি অন্যান্য পশুপক্ষী সৃষ্টি করলেন।

তারপর তিনি সৃষ্টি করলেন মানুষ! মানুষের জন্যে তিনি রূপ, ধন, বুদ্ধি ও বল সৃষ্টি করে মানুষদের নির্দেশ দিলেন, এই চার সম্পত্তির মধ্য থেকে তোমাদের যার যা ইচ্ছে এবং যে পরিমাণ ইচ্ছে—তা গ্রহণ করো। আমি প্রথমেই এসে সমস্ত বুদ্ধি নিয়ে গেলাম। তারপর অন্যান্য সম্পত্তি নিতে এসে দেখি, সমস্ত ফুরিয়ে গেছে। আপনারা যে যত পেরেছেন রূপ, ধন ও বল গ্রহণ করেছেন। আমার কুৎসিত হবার এই একমাত্র কারণ!

বীরবলের উত্তর শুনে বাদসাসহ সকলেই লজ্জিত হলেন।



বন্ধুবিচ্ছেদ

আকবর বাদসার পুত্র সেলিমের সঙ্গে মন্ত্রিপুত্রের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মেছিল। সব সময়ই তারা এক সঙ্গে থাকতেন, হাস্য-পরিহাস করতেন। একেবারে হরিহর আত্মা।

কিন্তু বাদসার ওদের এত বন্ধুত্ব ভালো লাগত না।

একদিন তিনি বীরবলকে ডেকে বললেন, বীরবল, সেলিমের সঙ্গে মন্ত্রিপুত্রের এত ভাব আমার ভালো লাগছে না।

বীরবল বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জাঁহাপনা, আমি ওদের বন্ধুত্ব নষ্ট করে দিচ্ছি।

সেলিম ও মন্ত্রিপুত্র একদিন বসে গল্প করছিলেন। বীরবল এগিয়ে গিয়ে সেলিমের কানের কাছে মুখ নিয়ে শুধু ফুস ফুস করে শেষে বললেন, যে কথা বললাম, কাউকে যেন সে কথা বোলো না।

বীরবল চলে যেতেই মন্ত্রিপুত্র সেলিমকে জিজ্ঞেস করলেন, উনি কী বলে গেলেন ?

সেলিম বললেন, কিছুই না, শুধু ফুস ফুস করলেন।

মন্ত্রিপুত্র সে কথা বিশ্বাস করলেন না। জরুরী কাজ আছে বলে উঠে চলে গেলেন।

এরপর থেকেই কোনোদিন আর ওদের দুজনকে একত্রে দেখা যেত না।



স্পর্শমণি

বাইরের বিভিন্ন দেশে রটে গিয়েছিল, আকবর বাদসা যমুনার জলে স্পর্শমণি পেয়েছেন।

একদিন পারস্যের বাদসা সেই মণি দেখবার জন্যে দিল্লী এলেন। আকবর বাদসার প্রাসাদে এসে বললেন, আপনার ভাণ্ডারে যে স্পর্শমণিটি আছে, একবার আমাকে সেটি দেখাতে হবে।

আকবর বাদসা হেসে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আনছি।

ভেতরে গিয়ে বীরবলের হাত ধরে তিনি তাঁকে পারস্যের বাদসার সামনে নিয়ে এলেন।

পারস্যের বাদসা বললেন, স্পর্শমণিটি আনলেন না?

তৃপ্তস্বরে বীরবলকে দেখিয়ে আকবর বাদসা বললেন, এটিই আমার সেই স্পর্শমণি।

◎

❦ পুত্র-পরিচয় ❦

এক মুসলমান ভদ্রলোক নিজের পুত্রের বিয়ে দিয়ে কন্যাকর্তার কাছ থেকে কিছু অর্থ পেয়েছিলেন। টাকাটা তিনি নিজের কাজে খরচ করে ফেলেন।

ওঁর স্ত্রী কথাটা জানতে পেরে স্বামীকে এসে বললেন, আমার পুত্রের বিবাহের টাকা তুমি খরচ করে ফেললে কেন? যেখান থেকে হোক ও-টাকা আমাকে এনে দাও। আমার ছেলের বিবাহের টাকার ওপর আমার দাবি বেশি।

এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ হয়।

একদিন ভদ্রলোকের এক বন্ধু এ-কথা শুনে বললেন, তুমি কেন

তোমার স্ত্রীকে বলছ না, যে পুত্র শুধু একা তাঁরই নয়, সে তোমারও ছেলে ?

ভদ্রলোক একটু আমতা আমতা করে বললেন, জেনেশুনে কী করে মিথ্যা কথা বলব, ভাই ? আর কেউ না জানলেও খোদা তো জানেন, ও ছেলে আমার নয়, একা আমার স্ত্রীরই !

মুক্তা দান



বীরবলের কোনো এক কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মূল্যবান দুটি মুক্তা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আকবর বাদসা ।

দিন যায়, কিন্তু মুক্তা আর দেন না বাদসা । শেষ পর্যন্ত একদিন মুখ ফুটে মুক্তো দুটো চেয়েই বসলেন বীরবল । বাদসা বললেন, মনে আছে ।

এরপর থেকে যখনই মুক্তোর কথা বলতেন বীরবল, বাদসা কোনো জবাব না দিয়ে ঘাড় হেঁট করে করে থাকতেন ।

একদিন আকবর আর বীরবল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, বাদসা দেখলেন, একটা উট ঘাড় নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে । বাদসা বললেন, বীরবল, উটটা অমন ঘাড় নিচু করে হাঁটছে কেন ?

বীরবল বললেন, খোদাবন্দ, উটটা বোধহয় কাউকে এক জোড়া বহু মূল্যবান মুক্তা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন আর দেবার ইচ্ছে নেই । যাকে দিতে চেয়েছিল তার সঙ্গে যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, নিশ্চয়ই সেই ভয়েই অমন ঘাড় নিচু করে চলছে ।

বীরবলের কথা শুনে আকবর অত্যন্ত লজ্জিত হলেন । এবং সেদিনই প্রাসাদে ফিরে প্রতিশ্রুত মুক্তাদুটি বীরবলকে দান করলেন ।

গুলগপ্পো

এক দেশে এক চালিয়াৎ ছিল ।

একদিন মজলিসে বসে সে বলল, জানো, আমার বাবার বিরাট

এক আস্তাবল ছিল। আকারে এত বড় যে, গোটা পৃথিবী জুড়েই ছিল তার বিস্তার। আর এত উঁচু, যে তার ছাদে উঠে হাত বাড়ালেই আকাশের চাঁদ ধরা যেত। আর ঘোড়ার সংখ্যা? আকাশের নক্ষত্র তবু গুণে শেষ করা যায়, কিন্তু আস্তাবলে এত ঘোড়া ছিল যে গুণে শেষ করা যায় যেত না।

শুনে আর একজন বলল, এ কিন্তু আদৌ গল্প নয়, ছেলেবেলায় আমি নিজের চোখে সে আস্তাবল দেখেছি। আমার যখন সাত বছর বয়স তখন আমি উঠোন থেকে লাফিয়ে সেই আস্তাবলের ছাদে উঠতাম, আবার লাফ দিয়ে নিচে নামতাম। সেটাই ছিল আমার এক খেলা।

অন্য একজন বলল, অতটুকু বয়সে অত উঁচু ছাদে—

বক্তা হেসে বলল, কার ছেলে দেখতে হবে তো! আমার বাবার অবশ্য আস্তাবল ছিল না, ঘোড়াও ছিল না, কিন্তু অসংখ্য বীরযোদ্ধা ছিল। লম্বায় তারা এত বড়, যে তাদের মাথাগুলো আকাশ স্পর্শ করত। যে বছর বৃষ্টি হত না, সে বছর বাবার নির্দেশে তারা হাত বাড়িয়ে আকাশ ফুঁটো করে দিত। আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামতে শুরু করত। একবার তোমার বাবার সঙ্গে আমার বাবার বিবাদ শুরু হলে, আমার বাবার নির্দেশে এক এক বীর তোমার বাবার কোটি কোটি ঘোড়াকে জানে খতম করে দিয়েছিল।

চালিয়াৎ লোকটি চাপা বিরক্তির সঙ্গে বলল, তাই যদি বলো, অত বড় আর আকাশস্পর্শী সেই বীরদের তোমার বাবা রাখতেন কোথায়?

দ্বিতীয়জন বলল, কেন, তোমার মনে পড়ছে না, তাদের তো তোমার বাবার সেই পৃথিবীব্যাপী, আকাশস্পর্শী আস্তাবলেই রাখা হত? অবশ্য তুমি তখন খুব ছোট্ট, মনে নাও থাকতে পারে।

শুনে উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

চালিয়াৎ লোকটি লজ্জায় অধোবদন হয়ে মজলিস ছেড়ে বেরিয়ে গেল।



সতীত্ব

ব্রহ্মদেশে বিবাহিতা স্ত্রীকে বিক্রয় করার বা বন্ধক রাখার রীতি আছে। পতি দূর দেশে গেলে পত্নীকে কোনো বিশ্বাসী লোকের কাছে গচ্ছিত রেখে যাবারও নিয়ম আছে। পতি পত্নীর খোরাকী যোগালে সেই পত্নী বন্ধকগৃহীতার সংসারে বসে খেতে পারে, না হলে খেটে খেতে হয়।

এক ব্যক্তি বিদেশ যাওয়ার সময় স্ত্রীকে কোনো এক বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রেখে যায়। পরে ফিরে এসে সন্দেহ করে, বন্ধুর গৃহে স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হয়েছে। একশ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিতে বন্ধুর নামে আদালতে নালিশ করে সে।

আদালত ঐ স্ত্রীকে তলব করে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি করে বলো তো, তোমার স্বামীর বন্ধু তোমার সতীত্ব নষ্ট করেছে?

স্ত্রীটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল, সতীত্ব থাকলে তো নষ্ট করবে, হুজুর!

বাজী জিত

একদিন একচক্ষুহীন এক কানা আর দুই চক্ষুবিশিষ্ট একজনের মধ্যে তুমুল তর্ক শুরু হল, কে বেশি দেখতে পায়।

কানা বলল, আমার একটি চোখ থাকলেও আমি তোমার চেয়ে বেশি দেখতে পাই।

দ্বিতীয়জন বলে, অসম্ভব! আমার দুটি চোখ, তাই তোমার চেয়ে আমি বেশি দেখি। আর সেটাই স্বাভাবিক।

কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর কানা বলল, বেশ, বাজি হয়ে যাক। কে বেশি দেখে। যে হারবে তাকে জয়ী ব্যক্তিকে এক টাকা দিতে হবে। রাজী?

দ্বিতীয়জন বলল, রাজী। প্রমাণ করো, যে তুমি এক চোখে

আমার চেয়ে বেশি দেখ।

কানা বলল, আমি এক চোখে তোমার দুটি চোখ দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি দু'চোখে আমার মাত্র একটা চোখ দেখছ। এ থেকেই প্রমাণ হচ্ছে আমি তোমার চেয়ে বেশি দেখি।

দুইচক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি পরাজয় মেনে নিয়ে কানাকে একটি টাকা দিল।



নদীর বিয়ে

একদিন বীরবলের উপর অত্যন্ত চটে গিয়ে আকবর বাদসা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করবেন স্থির করেন। বীরবল ভীত হয়ে অন্য রাজ্যে পালিয়ে যান এবং সেই রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন।

কিছুদিন পর বাদসার রাগ পড়ে এলে তিনি বীরবলের সন্ধানে বিভিন্ন রাজ্যে লোক পাঠালেন, কিন্তু তাঁর কোনো সন্ধান পেলেন না।

বাদসা তখন এক কৌশল অবলম্বন করলেন। বিভিন্ন দেশের রাজা ও সুলতানদের কাছে এক আমন্ত্রণপত্র পাঠালেন, 'আমার রাজ্যের এক প্রধান নদীর বিবাহ উপলক্ষ্যে আপনার রাজ্যের সমস্ত নদীকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি। অনুগ্রহপূর্বক আপনার রাজস্থ নদীদের বিবাহ সভায় প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।'

বাদসার পত্রের গূঢ় মর্মার্থ অনুধাবন করতে না পেরে সমস্ত রাজ্যের রাজা বাদসারা আকবর বাদসাকে উত্তর দিলেন, 'আপনার পত্রের যথার্থ অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনুগ্রহপূর্বক স্পষ্ট করিয়া লিখিতে অনুরোধ জানাইতেছি।'

কেবলমাত্র এক রাজ্যের রাজা লিখলেন, 'হজরত, আমার রাজ্যের নদী সকলকে আপনার রাজ্যের নদীর বিবাহসভায় পাঠাইতে প্রস্তুত আছি। অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের লইয়া যাইবার জন্যে আপনার

রাজ্যের পুষ্করিণিদের পাঠাইয়া দিবেন।'

পত্রপাঠ আকবর বাদসা বুঝতে পারলেন, বীরবল সেই রাজার কাছেই আছেন। বাদসা লোক পাঠিয়ে বীরবলকে নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন, এবং আবার পূর্ব পদে নিযুক্ত করলেন।



নিচের তলা

বীরবল একদিন কথাচ্ছলে বাদসাকে বলেছিলেন, আমাদের বাড়ির সকলেই, এমন কি দাসীটি পর্যন্ত সুরসিক।

সেকথা শুনে বাদসার একদিন কথাটা পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে হল।

বীরবল যখন বাড়ি থাকে না, সেরকম সময় একদিন তিনি বীরবলের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বীরবলের এক সুন্দরী পরিচারিকা এসে বাদসাকে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর পরম সমাদরে দোতলার একটি সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল তাঁকে।

বাদসা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বললেন, তোমার উপর তলার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলাম, কিন্তু তোমার নিচের তলাটা কেমন তাতো দেখালে না?

পরিচারিকাটি মুচকি হেসে উত্তর দিল, কেন, আপনি তো নিচের তলা দিয়েই উপরে এসেছেন, জাঁহাপনা। মনে নেই, তা দেখতে কেমন?

বাদসা শুনে খুব খুশি হলেন। বুঝতে পারলেন, বীরবল ঠিক কথাই বলেছেন!

ধমক দিয়ে ছাড়তাম

কোনো এক ব্যক্তির বাগানে একটি বালক আম চুরি করে খাচ্ছিল। বাগানের মালিক ছেলেটিকে ধরে কাজির কাছে নিয়ে এলেন

বিচারের জন্যে।

কাজি জিজ্ঞেস করলেন, তুই আম চুরি করেছিলি?

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ।

—কেন?

—বড় ক্ষিধে পেয়েছিল, তাই।

—তোদের আমবাগান নেই?

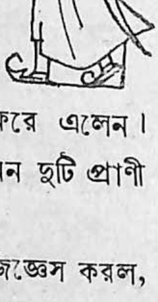
ছেলেটি বলল, তা থাকলে কি আর পরের বাগানে গিয়ে চোর হই?

কাজি বললেন, যদি তোদের বাগান থাকত, আর কোনো বালক সেই বাগানে গিয়ে আম চুরি করে খেত, তুই কী করতিস?

ছেলেটি বলল, বয়সে বালক বলেই বাবাকে দিয়ে তাকে ধমক দিয়ে ছেড়ে দিতাম।

কাজি হেসে বললেন, আমিও তোকে ধমক দিয়ে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু খবরদার, আর কখনও পরের জিনিস চুরি করিস না।

কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ



বাদসা একদিন বীরবলকে বললেন, বীরবল, কাল তুমি আমার দরবারে একটি কৃতজ্ঞ ও একটি অকৃতজ্ঞ লোককে হাজির করবে। যদি না পারো, তবে তোমার চাকরি যাবে।

'যে আজ্ঞা' বোলে বীরবল নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন। খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করে বসে ভাবতে লাগলেন, এমন দুটি প্রাণী এখন কোত্থেকে পাই?

রাত্রে বীরবলের কন্যাটি বাবাকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞেস করল, সকাল থেকে এমন গম্ভীর হয়ে কী ভাবছ, বাবা? কী হয়েছে?

বীরবল সব কথা খুলে বললেন।

কন্যাটি বলল, সেজন্যে এত চিন্তার কী আছে? কৃতজ্ঞ হিসেবে বাড়ির কুকুরটিকে, আর অকৃতজ্ঞ হিসেবে তোমার জামাইটিকে

বাদসার কাছে নিয়ে যাও।

বীরবল তাই করলেন।

বাদসা বললেন, তোমার নির্বাচন অভ্রান্ত, বীরবল। সত্যিই জামাইয়ের মতো অকৃতজ্ঞ প্রাণী সংসারে নেই। ওকে আমি হত্যার আদেশ দিচ্ছি।

বীরবল হাত জোড় করে বললেন, হুজুর, সব অকৃতজ্ঞ জামাতাদের যদি হত্যা করতে হয়, তাহলে বিবেচনা করে দেখুন, আমি আপনিও তো কারো জামাতা!

এ কথা শুনে বাদসা একটু হেসে আদেশ প্রত্যাহার করলেন।

ক্ষমার পাত্র

বীরবল তাঁর পুত্র হরিহরকে বললেন, হরে, যারা তোর নাম বিকৃত করে ডাকে, তারা কি তোর ক্ষমার পাত্র?

হরিহর বলল, যারা আমার চেয়ে বয়সে বড় তারা ক্ষমার পাত্র।

রোগী ও চিকিৎসক



একদিন এক চিকিৎসকের কাছে এক পেটব্যাথার রোগী এল। এসে বলল, হেকিম সাহেব, আমার ভীষণ পেট কামড়াচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। আপনি তাড়াতাড়ি কোনো ওষুধ দিয়ে আমাকে সুস্থ করুন।

চিকিৎসক বললেন, কী খেয়েছিলে?

রোগী বলল, খানকয়েক পোড়া রুটি খেয়েছিলাম।

চিকিৎসক বললেন, পোড়া রুটি খেলে কেন?

রোগী আমতা আমতা করে বলল, রুটি সেঁকবার সময় পুড়ে গিয়েছিল।

চিকিৎসক এক শিশি আরক রোগীর হাতে দিয়ে বললেন, এই আরক রোজ দু'বেলা চোখে দেবে।

রোগী একটু অবাক হয়ে বলল, আমার তো চোখের অসুখ

হয় নি; চোখ আমার বেশ ভালো আছে। আমাকে পেট-কামড়ানির ওষুধ দিন।

চিকিৎসক বললেন, খাবার দোষেই যত রোগ হয়। তোমার চোখ যদি ভালো থাকত, তাহলে কি আর অমন পোড়া রুটি খেতে? কক্ষনও না। চোখের ওষুধই নিয়ে যাও।

বাকসিদ্ধ

একদিন এক বালক বয়স্ক একজনকে কথায় কথায় বলল, জানেন, আমি ও আমার মা, দু'জনেই বাক্‌সিদ্ধ।

বয়স্ক বললেন, কী রকম?

ছেলেটি বলল, যেমন ধরুন, আকাশে মেঘ হল। আমি মেঘ দেখে বললাম, বৃষ্টি হবে। মা বললেন, হবে না। এর মধ্যে যে কোনো একজনের কথা ঠিক ফলে যায়। হয় বৃষ্টি হয়, অথবা হয় না।

বয়স্ক বললেন, এ থেকে কী করে প্রমাণিত হল, যে তোমরা দুজনেই বাক্‌সিদ্ধ?

ছেলেটি বলল, এভাবে কোনোদিন মা'র কথা ফলে যায়, কোনোদিন আমার। তা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে না, আমরা দুজনেই বাক্‌সিদ্ধ?



ঘোড়ার দালাল

এক ধনী ব্যক্তির খুব ঘোড়ার সখ ছিল। ঘোড়া পছন্দ হলে, যত দামই হোক না কেন, সে-ঘোড়া হাতছাড়া করতেন না তিনি।

একদিন এক দালাল এসে তাঁকে বলল, দারুণ একটি ঘোড়ার সন্ধান পেয়েছি, হুজুর! এক মহাজনের ঘোড়া। উচিত মূল্য তিন হাজার টাকার কম নয়, কিন্তু মহাজনের টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় মাত্র দু'শ টাকায় ঘোড়াটা বিক্রি করতে রাজী হয়েছে।

আজই যদি ঘোড়াটা না কেনেন, হুজুর, তাহলে অমন সুন্দর ঘোড়াটা বেহাত হয়ে যাবে।

ধনী দালালের কথা শুনে বললেন, বোধহয় ঘোড়াটার কোনো দোষ আছে। না হলে অত দামী ঘোড়া এত কম দামে বিক্রি করছে কেন?

দালাল বলল, ঘোড়ার কোনো দোষ নেই, হুজুর।

ধনী বললেন, তাহলে এত সস্তায় বিক্রি করছে কেন?

দালাল বলল, বললাম তো, মহাজনের খুব টাকার দরকার হয়ে পড়েছে।

ধনীর তবু সন্দেহ দূর হল না। বললেন, চলো তো, ঘোড়াটা নিজের চোখে একবার দেখে আসি।

দালাল একথায় সামান্য ইতস্ততঃ করে বলল, যেতে যদি চান, চলুন।

যেতে যেতে ধনী আবার দালালকে জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক করে বলো তো দেখি, ঘোড়াটার কী দোষ আছে?

দালাল বলল, দোষ কিছু নেই, হুজুর; তবে কি না, ঘোড়াটা মরা।

গাধার গমন



আকবর বাদসা একদিন ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিলেন। বিরস বদনে বীরবল পায়ে হেঁটে তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিলেন।

পথে একটি গাধা যাচ্ছিল। বাদসার ঘোড়া দেখে ভয় পেয়ে গাধাটা পেছনের পা-টা ছুড়তে ছুড়তে এগোতে লাগল।

বাদসা হেসে বললেন, বীরবল দেখো, গাধাটা কেমন করে যাচ্ছে।

বীরবল বলল, দেখেছি, হুজুর; যেন ঘোড়ার পিঠে চেপে যাচ্ছে।



কর্মতৎপর ভৃত্য

একদিন এক ভদ্রলোক তাঁর ভৃত্যের উপর বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি বড় অল্পবুদ্ধি। প্রতিটি কাজের জন্যে তোমাকে আলাদাভাবে বলতে হয়। বুদ্ধিমান ভৃত্যদের একটা কাজ করতে বললে, তারা নিজের বুদ্ধিতেই তার পরের কাজগুলোও এগিয়ে রাখে। যেমন স্নান করব বললে বুদ্ধিমান ভৃত্য তক্ষুনি জল গরম করে আনে। তার পরই তেল এনে মাখিয়ে দেয়। স্নানের ঘরে গামছা, শুকনো কাপড় রেখে আসে। তারপর আসন পেতে জলখাবার প্রস্তুত করে দিয়ে পান সেজে রাখে। তামাক তৈরি করে। তুমি ওরকম বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কাজও করতে পার না।

শুনে ভৃত্যটি লজ্জিত হল। মনে মনে স্থির করল, এবার থেকে সে-ও বুদ্ধিমান ভৃত্যদের মতো কাজ করবে।

এর কিছুদিন পর সেই ভদ্রলোকের জ্বর হওয়ায় তিনি ভৃত্যকে বললেন একজন বৈদ্য ডেকে আনতে।

ভৃত্যটি তক্ষুনি গিয়ে বৈদ্যকে সংবাদ দিয়ে কয়েকজন লোককে কবর খোড়ার কাজে নিযুক্ত করল। তারপর একটা খাট কিনে কয়েকজন প্রতিবেশী ও মোল্লাজীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

ভদ্রলোক খাট, লোকজন ও মোল্লাজীকে দেখে একটু অবাক হয়ে ভৃত্যকে ডেকে বললেন, ওদের নিয়ে এসেছ কেন ?

ভৃত্যটি সগর্বে উত্তর দিল, আপনার জ্বর হওয়ায় আপনি বৈদ্যকে সংবাদ দিতে বলেছিলেন। আমিও তাই বুদ্ধি করে তার পরের কাজগুলোও এগিয়ে রেখেছি, হুজুর। যদি মারা যান, তাই কবর খুঁড়তে লোক লাগিয়েছি। খাট কিনে এনেছি। আপনাকে গোরস্থানে নিয়ে যাবার জন্যে লোকজন আর মোল্লাজীকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ঠিক করি নি হুজুর ?

বিশ্বাস অবিশ্বাস

বাদসা—বীরবল, তুমি বিশ্বাসী, না অবিশ্বাসী ?

বীরবল—দুইই, খোদাবন্দ !

বাদসা—কি ভাবে।

বীরবল—যেমন ধরুন, আমি বিশ্বাস করি, আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান ; কিন্তু আপনি যখন সন্দেহ প্রকাশ করেন, তখন মনে হয়, আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান নই।

পাগড়িতে লজ্জা রেখো



কোনো মোকদ্দমায় একপক্ষ, মোকদ্দমায় সুবিধে করে নেবার জন্যে সেরেস্তাদারকে একটি মোহর ঘুষ দিল। সেরেস্তাদার আশরফিটি নিজের পাগড়িতে গুঁজে রাখলেন।

কিছুক্ষণ পর বিরুদ্ধপক্ষও মোকদ্দমা জেতার আশায় সেরেস্তা-দারকে দুই আশরফি ঘুষ দিল। সেরেস্তাদার মোহর দুটি হাকিমের সাক্ষাতে এজলাসে রাখার সুবিধে না পেয়ে জুতোর মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন।

মোকদ্দমার শুনানীর সময় সেরেস্তাদার যার কাছ থেকে দুই মোহর পেয়েছিলেন, তার পক্ষ অবলম্বন করলেন।

প্রথম ব্যক্তি, যে এক মোহর ঘুষ দিয়েছিল, সে বলল, সেরেস্তা-দার সাহেব, একটু পাগড়িতে লজ্জা রেখো !

সেরেস্তাদার বললেন, আমি এখন জুতোয় বাঁধা পড়েছি, ভাই !

বিচক্ষণ বিচারক

পুলিশ একদিন ঘড়ি চুরির অপরাধে একজন আসামীকে গ্রেপ্তার করে কাজি সাহেবের কাছে নিয়ে এল। কাজি সাহেব যথারীতি তাকে দায়রায় সোপর্দ করেন।

দায়রার বিচারকের সঙ্গে আরো কয়েকজন সহকারী বিচারক বসেছিলেন।

বমাল নেই, পুলিশ তাই এক মিথ্যে সাক্ষী সাজিয়ে এনেছিল। বিচারক তার মুখ থেকে সব শুনে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। সহকারী বিচারকরাও বিচারকের সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন। কিন্তু একজন সহকারী বিচারক আসামীর নির্দোষিতার পক্ষে দারুণ জেদাজেদি শুরু করলেন। আসামীর পক্ষে নানান যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করলেন তিনি। শেষপর্যন্ত, বলতে গেলে তাঁর জেদের জন্যেই, বিচারক আসামীকে নির্দোষ ঘোষণা করে মুক্তি দিলেন তাকে।

কিছুদিন পর প্রকাশ পেল, আসামী সত্যিই নির্দোষ ছিল।

বিচারক তখন সেই সহকারী বিচারককে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা সেদিন সবাই আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলাম, কিন্তু আপনি শুরু থেকেই কি করে তাকে নির্দোষ বলে যাচ্ছিলেন? সত্যিই আপনার বিচক্ষণতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি।

সহকারী সলজ্জ হেসে বলল, ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। তাহলে সত্যি কথাটাই বলি, দয়া করে আর কাউকে বলবেন না। ঘড়িটা আমিই চুরি করেছিলাম।

স্বর্গের পথে



আকবর বাদসা একদিন বীরবলের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বললেন, তুমি আমার অধিকার থেকে দূর হও। আর কোনোদিন যেন আমার রাজত্বে তোমার মুখ না দেখি।

বীরবল বিনা প্রতিবাদে দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর দিল্লীর কাছাকাছি একটি পল্লীতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

তিনদিনের দিন বাদসা রাজ্য ভ্রমণে বেরিয়ে সেই পল্লীর পথ

দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ দেখেন, বীরবল একটি কুটিরের সামনে বসে আছে।

বাদসাকে দেখামাত্র বীরবল ছুটে গিয়ে একটা গাছের মাথায় উঠে বসলেন।

বাদসা গাছের নিচে এসে বীরবলকে বললেন, তুমি এখনও আমার রাজ্য ত্যাগ করে যাও নি ?

বীরবল সবিনয়ে বললেন, খোদাবন্দ, তিনদিন অহোরাত্র অনুসন্ধান করলাম, কিন্তু আপনার অধিকার যে পৃথিবীর কোথায় নেই তা খুঁজে বের করতে পারলাম না। সসাগরা ধরিত্রী যার অধিকারে তাঁর অধিকার পরিত্যাগ করে কোথায় যাব, একথা ভেবেই শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, স্বর্গে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই। সে জন্যেই আমি সেই স্বর্গের পথে—এই এত দূর উঠেছি, মালিক ; কাল আর আমাকে দেখতে পাবেন না।

আকবর বাদসা একটু হেসে বললেন, থাক, আর স্বর্গে যেতে হবে না। গাছ থেকে নেমে এসো, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।



মুখ কই

মা-বাবা তাদের বাচ্চা ছেলেটিকে আদর করছিলেন।

ছেলেটি একসময় খিলখিল করে হেসে উঠে মা'র মুখে চুমু খেল। কিন্তু বাবার দাড়ি গোঁপ ভর্তি মুখে চুমু খেল না।

মা ছেলেটিকে বললেন, তুমি আমার মুখে চুমু খেলে, কিন্তু বাবার মুখে খেলে না তো ?

ছেলেটি বলল, ওঁর মুখ কই ? সবই তো চুল !

পায়খানায় ছবি

বীরবলকে একবার একটি কাজের দায়িত্ব নিয়ে পার্সিয়ার রাজার কাছে যেতে হয়েছিল।

পার্সিয়ার রাজা আকবর বাদসাকে ভয় করেন না, বরং ঘৃণার চক্ষে দেখেন, বীরবলকে সেটা জানানোর জন্যে পায়খানায় আকবরের একটি ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

বীরবল পায়খানায় গিয়ে নিজের প্রভু আকবর বাদসার ছবি টাঙানো দেখে খুবই দুঃখিত হলেন।

বীরবল প্রাতঃকৃত্য সেরে দরবারে এলে পার্সিয়ার রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কোনো অসুবিধে হয় নি তো ?

বীরবল বললেন, না। বরং পায়খানায় বসে মনে মনে আপনার বুদ্ধির তারিফ করছিলাম।

পার্সিয়ার রাজা একটু অবাক হয়ে বললেন, কেন ?

বীরবল বললেন, পায়খানায় দেখলাম, প্রবল প্রতাপান্বিত ও শক্তিশালী আকবর বাদসার একটি ছবি আপনি দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছেন। এতে আপনার কোষ্ঠ বদ্ধ হবার আর ভয় নেই। ঐ মূর্তি দেখলে ভয়েই আপনার পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে!



শিশুকে শাসন

বাবা ঘরে ঢুকে দেখলেন, তাঁদের দুগ্ধপোষ্য শিশুটি মা'র কোলে শুয়ে চীৎকার করে কাঁদছে। মা অনেক চেষ্টা করেও শিশুটিকে থামাতে পারছে না।

বাবার হঠাৎ মনে পড়ল, শিশুটিকে একদিন শান্ত করার জন্যে ওর মা বলছিল, যদি চুপ না কর, তাহলে তোমার সব খেলনা কিন্তু আমি নিয়ে নেব। শিশুটি তাতে ভয় পেয়ে কান্না থামিয়েছিল।

বাবা তাই শিশুটির কাছে গিয়ে বলল, এই, যদি, চুপ না করিস

তাহলে কিন্তু তোর মা'র সব দুধ আমি খেয়ে ফেলব। তুই কী খাবি?

শিশুটি কিন্তু কান্না থামাল না। ওর মা মুখ ঘুরিয়ে বলল, মরণ!

৩



অনেক পেছনে

আকবর বাদসা একদিন মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। নামাজের সময় হলে বনের একটি পরিষ্কার সুন্দর জায়গায় একটি কার্পেট বিছিয়ে তার উপর বসে নামাজ পড়তে শুরু করলেন তিনি।

প্রেমিকা এক তরুণী তখন বনে এসেছিল তার প্রণয়ীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। দূরে প্রণয়ীকে দেখতে পেয়ে, বাদসার কার্পেটের ওপর দিয়েই পাগলের মতো সেদিকে ছুটে গেল তরুণীটি।

মেয়েটির এই অসাবধানতার জন্যে মেয়েটিকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বাদসা, কিন্তু তার আগেই সে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। মেয়েটির ব্যবহারে মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন বাদসা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মেয়েটি যখন সেখান দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, বাদসা ডাকলেন তাকে। ভর্ৎসনার সুরে বললেন, আমি ঈশ্বরের উপাসনা করছিলাম, আর তুমি আমার বিছানাটা মাড়িয়ে চলে গেলে? তোমার কী কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই?

মেয়েটি ছন্দে উত্তর দিল—

'যারে ভালবাসি, দেখিতে তাহাকে, ছুটিয়া ধাইনু তাই;
অজ্ঞানে আছিনু, শয্যাদি কিছু, দেখিতে নারিনু তাই।
মানবীয় প্রেমে হইনু তন্ময়, কিন্তু ওগো মহাশয়!
ঐশ প্রেমে তুমি, অনেক পিছনে,—বুঝিয়াছি সুনিশ্চয়।
কোরানাদি পড়া, সকলি বৃথাই—নতুবা কেমনে আমি
বিছানা দলিয়া, গিয়াছি চলিয়া, দেখিতে পাইলে তুমি?

বীরবল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মেয়েটিকে সতর্ক করে দেবার জন্যে বললেন, সুন্দরী, তুমি কাকে কী বলছ ? উনি দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহ !

মেয়েটি এ কথা শুনে সঙ্কোচে, সম্ভ্রমে নতমুখী হল।

কিন্তু আকবর বাদসা খুশি হলেন মেয়েটির কথা শুনে। বললেন, ও ঠিকই বলেছে, বীরবল। প্রেমের একাগ্রতার প্রশ্নে সত্যিই ওর অনেক পেছনে পড়ে আছি আমি। ঈশ্বরের প্রেমে আমিও যদি তন্ময় হয়ে যেতে পারতাম, তাহলে কি এসব তুচ্ছ বাহ্যিক জ্ঞান থাকত আমার ? তাই তিরস্কার না করে ওকে আমি পুরস্কৃত করছি।

বাদসা নিজের গলা থেকে একটি মালা খুলে পুরস্কার দিলেন মেয়েটিকে।



গুরুভক্তি

এক মৌলবীসাহেব ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। একটি ছাত্র জিজ্ঞেস করল, আপনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন কেন ? মৌলবী বললেন, পড়াতে পড়াতে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, আর বকতে পারছি না।

ছাত্রটি বলল, তাহলে আপনার মুখ টিপে দিই ?

মৌলবী হেসে বললেন, আচ্ছা পাগল তো !

ছাত্রটি বলল, কেন সাহেব, আপনি যখন বাড়ি থেকে হেঁটে পাঠশালায় আসেন, তখন আপনার পা ব্যথা হলে তো আপনার হুকুমে আমরা আপনার পা টিপে দিই। আপনার মুখ ব্যথা হলে তাহলে মুখ টিপে দিতে আপত্তি কী ? দেখবেন তাতে অনেকটা আরাম পাবেন।

মৌলবী বললেন, পা চলতে চলতে ব্যথা হয়, মুখ তো আর চলছে না ?

ছাত্রটি বলল, আপনার মুখ তো পাঠশালায় আসার পর থেকেই চলছে, সাহেব। এতে ব্যথা হবারই কথা। আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি আপনার মুখটা টিপে দিই।

ছাত্রর গুরুভক্তিতে খুশি হলেন মৌলবী সাহেব।



যথা আজ্ঞা

এক আমীর অশ্বারোহণে যাচ্ছেন, পেছনে পেছনে তাঁর সহিস আসছে।

আমীর সহিসকে বললেন, একটু নজর রেখে আসিস। ঘোড়া থেকে যদি কিছু পড়ে যায়, তা কুড়িয়ে নিস।

সহিস খুবই প্রভুভক্ত। বলল, যে আজ্ঞে!

একটু বাদেই ঘোড়া পথে নাদতে নাদতে চলল, সহিসও তা অর্থাৎ ঘোড়ার বিষ্ঠা কুড়িয়ে নিতে নিতে চলল।

বাতাসা খাওয়া

একদিন একটি বালক এক পয়সায় ষোলটি বাতাসা কিনে বাড়ি ফিরল। বাড়ির উঠোনের এক কোণে একটি বড় জালা ছিল। সেই জালার পাশে বসে বাতাসাগুলো খেতে শুরু করল সে।

দুটো বাতাসা খাওয়ার কৌতূহলে জালার ভেতর একবার উঁকি মারল ছেলেটি। জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ভাবল, জালার মধ্যে আর একটি বালক বসে আছে। সেই বালকটিকে ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করল, একটা বাতাসা খাবে?

প্রতিবিম্বের ঠোঁট নড়ল। বালকটি ভাবল, সে সম্মতি জানাচ্ছে। একটি বাতাসা জলে ফেলে দিল সে।

আরো দুটো বাতাসা খেয়ে আবার উঁকি মারল জালার ভেতর। দেখল, তখনও জালার ভেতর বসে আছে সেই বালকটি। আবারও দুটো বাতাসা জলে ফেলল সে।

এমনি করে সব বাতাগুলো জলে ফেলে দেবার পর বালকটি

কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গিয়ে বাবাকে বলল, জালার ভেতর একটা লোক বসে আছে, সে আমার সব বাতাসাগুলো খেয়ে ফেলল।

বাবা চটে গিয়ে বলল, চল তো, একবার দেখি গিয়ে, কে লোকটা!

ছেলেকে নিয়ে জালার কাছে এসে ভেতরে উকি মারল বাবা। দেখল, জালার ভেতর পাকা চুল-দাড়ি এক বৃদ্ধ বসে আছে। নিজের সেই প্রতিবিম্বকে ধিক্কার জানিয়ে বাবা বলল, বৃদ্ধ হয়েছ তবু এখনও এত লোভ? একটি বালককে ঠকিয়ে তার সব বাতাসাগুলো খেয়ে ফেললে? ছিঃ!



সত্য ও মিথ্যা

বাদসা বললেন, বীরবল, সত্য আর মিথ্যার প্রভেদ কী?

বীরবল বললেন, খোদাবন্দ, চক্ষু ও কর্ণে যেমন প্রভেদ, সত্য আর মিথ্যারও তেমনি প্রভেদ।

বাদসা বললেন, আর একটু খুলে বলো।

বীরবল বললে, চোখে যা দেখা যায়, তাই সত্য ও ঠিক। কর্ণে যা শোনা যায়, তা মিথ্যা। কেননা কোনো সত্য ঘটনার কথাও একজনের মুখ থেকে অপরের কানে প্রবেশ করার সময়, কোনো না কোনো অতিরঞ্জন তার সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

—এর প্রমাণ কী?

—এর প্রমাণ আপনি যখন চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করবেন তখনই জানতে পারবেন। আমাদের নিজের চোখে দেখা সত্য কথাও কত সময় মিথ্যে হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কানে শোনা কথার মূল্য কী?

বাদসা ভাবলেন, এরকম কোনো ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত বীরবলের কথা যাচাই করা সম্ভব নয়।

বাদসার অন্তঃপুরে অনেক খোজা প্রহরী ছিল। এক এক বেগমের জন্যেই একাধিক খোজা নিযুক্ত ছিল। তারা বেগমদের ফরমাস খাটত, তাঁদের শয্যা পেতে দিত।

বাদসার খাসবেগমের অন্তঃপুরে যে খোজা নিযুক্ত ছিল, সে একদিন, বাদসা সেদিন বেগমের ঘরে আসবেন বলে, অত্যন্ত যত্নে শয্যাটি ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার করে পেতে রাখল। ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিল শয্যাটি। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারে না, শয্যাটি বাদসার উপযোগী হল কিনা বুঝতে না পেরে। মনে মনে ভাবে, একবার পরীক্ষা করে দেখলে হত। কিন্তু পরীক্ষাই বা করবে কী করে? হঠাৎই মনে হল, নিজে একবার শুয়ে দেখলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়।

খোজার জীবনে রাজশয্যার সুখানুভব সেই প্রথম। শোয়া মাত্র আরামে চোখ বুজে এল। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা নিজে জানে না।

রাত বাড়লে বেগমসাহেবার তন্দ্রা এল। তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। শয্যায় একজনকে নিদ্রিত দেখে তিনি ভাবলেন, তাহলে বোধহয় স্বয়ং বাদসাই কোনো সময়ে অজ্ঞাতসারে ঘরে প্রবেশ করে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিদ্রিত বাদসাকে বিরক্ত না করে বেগম সাহেবা তাঁর পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর বাদসা বেগমের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখে, একজন পরপুরুষের সঙ্গে একই শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন বেগম সাহেবা। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন বাদসা। দু'জনকে একই সঙ্গে হত্যা করার জন্যে কোষ থেকে তরবারি টেনে বের করলেন।

কিন্তু হঠাৎই মনে পড়ে, বীরবল বলেছিলেন, অনেক সময় আমাদের নিজেদের চোখে দেখা সত্যও মিথ্যে হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তো তা হতে পারে। দু'টি নরহত্যার আগে ঘটনাটা একবার জেনে নিলে ক্ষতি কী?

তরবারি হাতেই বিরাট হুঙ্কার দিলেন বাদসা। চমকে জেগে উঠল খোজা। বেগম সাহেবারও ঘুম ভেঙ্গে গেল।

হতচকিত খোজা প্রথমে বুঝতেই পারল না, বেগম সাহেবার শয্যায় সে কী করে এল ? স্বপ্ন দেখছে না তো ? পরক্ষণেই সব কথা মনে পড়ল ওর। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, কাঁদতে কাঁদতে বাদসার পা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু বেগমের মনে কোনো পাপ না থাকায় তিনি হাসতে লাগলেন।

বাদসা খোজাকে ধমক দিয়ে বললেন, প্রাণে বাঁচতে চাস তো খুলে বল, ওখানে শুয়ে ছিলি কেন ?

খোজা খোদার কসম খেয়ে পুরো বৃত্তান্ত খুলে বলল বাদসাকে। শুনে কৌতুকে আরো জোরে হেসে উঠলেন বেগমসাহেবা।

বাদসা খোজার অপরাধ মার্জনা করলেন।

এবং উপলব্ধি করতে পারলেন, সত্যিই নিজের চোখে দেখা সত্যও কত সময় মিথ্যা হয়।

বাদসা ও জ্যোতিষী



বাদসা একদিন এক হিন্দু জ্যোতিষীকে ডাকিয়ে এনে বললেন, একবার গণনা করে বলুন তো, আমি আর কতদিন বাঁচব ?

জ্যোতিষী বাদসার হাত দেখলেন। তারপর মাটিতে ছক কেটে গণনা করে বললেন, আপনি আর মাত্র পাঁচ বৎসর বাঁচবেন, জাঁহাপনা।

শুনে বাদসা অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। উদ্বিগ্নও।

বীরবল বাদসাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা পণ্ডিতজী, গণনা করে বলুন তো, আপনি আর কতদিন বাঁচবেন ?

জ্যোতিষী মাটিতে ছক কেটে নিজের ভাগ্য গণনা করে বললেন, আমি আরো কুড়ি বৎসর বেঁচে থাকব।

বীরবল তৎক্ষণাৎ তরবারী দিয়ে জ্যোতিষীর শিরোচ্ছেদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটল জ্যোতিষীর।

বীরবল বাদসাকে বললেম, দেখলেন তো জাঁহাপনা, দৈবজ্ঞের কথা কতদূর সত্য ?

বাদসা বললেন, তাহলে কি হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র ভুল ?

বীরবল বললেন, জাঁহাপনা ! হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র নির্ভুল। কিন্তু গণনায় অনেক সময় ভুল হয়। সাধারণত শূন্যর ক্ষেত্রেই ভুলটা হয়ে থাকে। হুজুরের পরমায়ু দৈবজ্ঞ পাঁচ বৎসর বলেছে, সম্ভবত ওটি হবে পঞ্চাশ। এখনও আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচবেন আপনি।

শুনে আশ্বস্ত হলেন বাদসা।

কুঁজোর বাসনা



এক কুঁজোকে তার বন্ধু জিজ্ঞেস করল, তুমি কী হলে খুশি হও, তোমার কুঁজটা ভালো হয়ে গেলে, না অন্যের পিঠেও তোমার মতো কুঁজ হলে ?

কুঁজো বলল, আমার কুঁজ ভালো হোক না হোক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু অন্য সবার পিঠে কুঁজ হলে আমার দুঃখ দূর হয়।

বন্ধু বলল, কেন ?

কুঁজো বলল, তাহলে ওরা আজ আমাকে যে চোখে দেখে, আমিও তাদের সেই চোখে দেখে মজা পাব।

আটার খেলনা

একদিন এক ক্লান্ত পথিক গ্রামের এক চটিতে এসে আশ্রয় নিল। খুবই ক্লান্ত থাকায় নিজের রুটি নিজে তৈরি করে নিতে আলসেমি

লাগছিল। তাই আধসের আটা কিনে এনে চটির মালিক-মহিলাকে গিয়ে বলল, আমার জন্যে খানকয়েক রুটি তৈরি করে দেবেন ?

মহিলা আপত্তি করলেন না, রুটি তৈরি করার জন্যে আটা মাখতে শুরু করলেন। পথিক পাশে বসে অপেক্ষা করতে থাকল।

মহিলার ইচ্ছে ছিল কিছু আটা সরিয়ে রাখেন। কিন্তু পথিক সামনে থাকায় সুযোগ পাচ্ছিলেন না। সামান্য দূরেই খেলা করছিল তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। মহিলা তাদের ইসারা করতেই একটি ছোট মেয়ে ছুটে এসে বলল, মা, আমাকে একটা আটার খেলনা করে দাও না ? একটা পাখি বানিয়ে দাও।

মহিলা বেশ কিছুটা মাখা-আটা দিয়ে তাকে একটা পাখি বানিয়ে দিলেন। মেয়েটি পাখি নিয়ে ছুটে চলে গেল।

একটু বাদেই মহিলার ছেলে এসে বলল, মা, আমাকে একটা গণেশ বানিয়ে দাও।

মহিলা তাকেও একটা হাতিমুখো গণেশ বানিয়ে দিলেন।

পথিক মনে মনে বিরক্ত হল এভাবে আটা কমে যেতে থাকায়, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

ছেলেটি চলে যেতেই আর একটি মেয়ে এসে আবদার করল, মা, আমাকে একটা দশভূজা দুর্গা ঠাকুর বানিয়ে দাও না ?

মহিলা তাকেও একটি দুর্গাঠাকুর গড়ে দিলেন।

মেয়েটি যেতে না যেতেই আর একটি ছেলে এসে বলল, মা, ওদের সবাইকে খেলনা বানিয়ে দিলে, আমাকে দেবে না ?

মহিলা বললেন, কেন দেব না ? কী খেলনা চাই, বলো ?

ছেলে বলল, আমাকে একটা বড় রাবণ বানিয়ে দাও। তার দশটা মাথা থাকবে, কুড়িটা হাত।

মহিলা রাবণ বানানোর জন্যে আটা তুলতেই পথিক বাধা দিয়ে বলল, একটু দাঁড়ান। আমি আগে একটা দুই হাজার হাত আর সহস্রমাথার রাবণ বানিয়ে নিই, তারপর যদি কিছু আটা বাঁচে তাই দিয়ে আপনার ছেলের জন্যে রাবণ বানিয়ে দেবেন।

বাকী আটাটুকু দিয়ে নিজের জন্যে একটা রাবণ বানিয়ে নিয়ে পথিক বলল, এবার আমার নিজের রুটি আমি নিজেই বানিয়ে নিচ্ছি, আপনার আর কষ্ট করতে হবে না।

মহিলা আর কী করেন ? বাধ্য হয়ে উঠে গেলেন সেখান থেকে।



চোরের শাস্তি

একদিন রাত্রে, খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, এক গৃহস্থবাড়ির গৃহিনীর হঠাৎ নজরে পড়ল, রান্নাঘরের কোণে একটা বিরাট বিছা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গৃহিনী চীৎকার করে স্বামীকে ডাকলেন। স্বামী এসে পিতলের একটা পাত্র দিয়ে বিছেটাকে ঢাকা দিলেন। বিছেটাকে কী দিয়ে মারা যায় ভাবছেন, হঠাৎ ওঁদের বাচ্চা ছেলেটি খাট থেকে পড়ে গিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। মা-বাবা দু'জনেই ছুটে গেলেন ছেলের কাছে। ছেলেকে আদর করে, সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে গিয়ে বিছেটার কথা দু'জনেই ভুলে গেলেন।

মাঝরাত্রে স্বামীর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গল ঘরের ভেতর শব্দ শুনে। তাকিয়ে দেখেন, ঘরের ভেতর দুটো চোর ঘুরে বেড়াচ্ছে। দরজা খুলে ঘরের জিনিসপত্র বাইরে বের করছে।

স্বামী স্ত্রীকে আস্তে ধাক্কা দিয়ে জাগালেন। ইশারায় চোর দুটোকে দেখালেন। চোর দুটো যদি হঠাৎ ওঁদের আক্রমণ করে, সেই ভয়ে চেঁচাতে পারছিলেন না ওঁরা।

মহিলার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। স্বামীর কানে কানে কি যেন বললেন উনি।

স্বামী তখন চোর দুটোকে শুনিয়ে স্ত্রীকে বললেন, এই যে, শুনছ ? হঠাৎ মনে পড়ল, রাত্রে খাবার সময় তোমাকে যে তিনটে হীরে দিলাম সাবধানে রাখার জন্যে, সেগুলো কোথায় রেখেছ ?

মহিলা ঘুম-জড়ানো গলায়, বললেন, রান্নাঘরে একটা পিতলের

পাত্র দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম পরে বাক্সে তুলে রাখব বলে। তারপর আর খেয়াল ছিল না। আজ রাতে না হয় ওখানেই থাক, কাল সকালে তুলে রাখব'খন।

চোর দুটো শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেল। তক্ষুনি রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখল, সত্যিই একটু পিতলের পাত্র উপুড় করে রাখা আছে। মহা উৎসাহে ছুটে গিয়ে পিতলের পাত্রটার নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল হীরেগুলোর জন্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট চীৎকার। বিছের কামড়ে সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে যেন।

চীৎকার শুনে পাড়া-পড়শীরা ছুটে এল। বামালসহ হাতে-নাতে ধরে ফেলল চোর দুটোকে।

তারপর? চৌকিদার এসে যথারীতি চোর দুটোকে চালান করে দিল পুলিসে।



বাদসা ও দৈবজ্ঞ

বাদসা একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর সমস্ত দাঁত পড়ে গিয়েছে।

বাদসা এতে ভীত হয়ে একজন দৈবজ্ঞকে ডাকিয়ে আনালেন। স্বপ্নের কথা তাঁকে খুলে বলে জানতে চাইলেন, এরকম স্বপ্ন দেখার অর্থ কী?

দৈবজ্ঞ বললেন, এ-স্বপ্নের অর্থ, আপনার আগেই আপনার সমস্ত সন্তান মারা যাবে।

বাদসা শুনে অত্যন্ত চটে গেলেন। অবিলম্বে দৈবজ্ঞকে কারারুদ্ধ করে আর একজন দৈবজ্ঞকে ডেকে আনতে আদেশ দিলেন।

দ্বিতীয় দৈবজ্ঞ এলে তাঁকেও স্বপ্নের কথা জানালেন বাদসা।

প্রথম দৈবজ্ঞের শাস্তির কথা শুনেই এসেছিলেন দ্বিতীয় দৈবজ্ঞ। তাই একটু ভেবে বললেন, আপনার সমস্ত সন্তানসন্ততি অপেক্ষা

আপনি দীর্ঘজীবী হবেন, জাঁহাপনা।

একথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে দ্বিতীয় দৈবজ্ঞকে সহস্র স্বুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন বাদসা।

দাম্পত্য-সংলাপ

রোগশয্যায় শায়িতা জনৈকা কুৎসিত স্ত্রী স্বামীকে বলল, আমি জানি, আমি মারা গেলেই তুমি বাঁচ।

স্বামী স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, এমন নির্মম সত্য কথা বলতে নেই, সোনা। একটু ঘুমনোর চেষ্টা করো।

অমৃত



বাদসা বললেন, বীরবল, বলো দেখি, কোন্ নদীর জল সবচেয়ে পবিত্র ও স্বাস্থ্যপ্রদ ?

বীরবল বাদসার মন রক্ষার জন্য বললেন, যমুনার জল।

বাদসা ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, চাটুকারিতা আমি পছন্দ করি না। গঙ্গাজলই সবচেয়ে পবিত্র ও স্বাস্থ্যপ্রদ বলে হিন্দুরা গঙ্গাকে অত্যন্ত ভক্তি করে। তাহলে তুমি গঙ্গার জল বললে না কেন ?

বীরবল বললেন, গঙ্গাজল তো জল নয়, হুজুর, অমৃত ! তাই।

দুই চিত্রকর

বাদসার দুইজন চিত্রকর ছিল।

সেসময় তাদের মতো দক্ষ চিত্রকর সারা পৃথিবীতেই আর ছিল না। কিন্তু বাদসার দুই চিত্রকরের ভেতর ছিল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতা। দুজনেই নিজেকে মনে করতেন শ্রেষ্ঠ। এ নিয়ে দু'জনের ভেতর বিবাদ লেগেই থাকত।

একদিন এদের একজন দ্রাক্ষালতাসহ আঙুর ফলের একটি ছবি

আঁকলেন। ছবিটি এঁকে নিজের বাগানে নিয়ে রাখলেন। তারপর দ্বিতীয় চিত্রকরকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে।

দু'জনে গল্প করতে করতে বাগানে এলে, প্রথম চিত্রকর নিজের ছবিটির দিকে দ্বিতীয়জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, পাখিগুলো কেমন বোকা বনে গেছে দেখছ?

দ্বিতীয়জন তাকিয়ে দেখেন, চিত্রকরের ছবি আঙ্গুরগুলোকে সত্যিকারের আঙ্গুর মনে করে পাখিগুলো উড়ে এসে বার বার সেই আঙ্গুর খাবার চেষ্টা করছে। এমন নিখুঁত আর বাস্তব হয়েছে ছবিটি।

প্রথম চিত্রকর সগর্বে বললেন, এবার নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, যে আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর?

প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রকর বললেন, সত্যিই তুলনা নেই ছবিটির! প্রশংসা না করেও উপায় নেই। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, ভাই। ইতিমধ্যে আমিও একটি নতুন ছবি এঁকেছি। হয়তো এত সুন্দর হয় নি, তবু তুমি যদি একবার দেখে আসতে, বড় তৃপ্তি পেতাম।

গর্বিত প্রথম চিত্রকর বন্ধুকে উৎসাহ দেবার সুরে বললেন, কেন দেখব না? চলো, তোমার বাড়ি যাই।

তাঁকে সঙ্গে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন দ্বিতীয় চিত্রকর। ছোট একটা ঘরে ঢুকে ঘরের একটা পর্দা দেখিয়ে বললেন, ঐ পর্দাটা সরিয়ে ভেতরের ঘরে যাও, তাহলেই দেখতে পাবে ছবিটি।

প্রথম চিত্রকর পর্দাটা তুলতে গিয়ে দেখেন, ওটি সত্যি পর্দা নয়, দেওয়ালের গায়ে আঁকা একটি পর্দা।

দ্বিতীয় চিত্রকর হেসে বললেন, তোমার ছবি দেখে পাখির ভুল হয়েছিল, আর আমার ছবি দেখে, অন্য মানুষের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, তোমার মতো একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের ভুল হল। এবার তুমিই বলো, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

প্রথম চিত্রকর লজ্জায় মাথা নত করলেন।

পিতাকে পুত্রের পত্র

পারস্যভাষা শিখবার জন্যে পিতা পুত্রকে শহরে পাঠালেন। দিন কয়েক ভাষা শিক্ষার পর পুত্র পিতাকে একটি পত্র লিখল। পত্রটি খামে ভরে ঠিকানা লিখতে গিয়ে একটু ইতঃস্তত করল সে। কেননা তার পিতার নাম ছিল ছেদী। ছেদী হিন্দী শব্দ, যার অর্থ—ছিদ্র।

একটু ভেবে তাই ছেদীর বদলে একটি পারস্য শব্দ ব্যবহার করল সে। লিখল, 'সেখ সুরাখ মহম্মদ খাঁজী'।

কিন্তু পিতৃভক্ত পুত্রটি জানত না, পারস্য ভাষায় সুরাখ শব্দটির অর্থও—ছিদ্র!

বৈদ্য ও কুৎসিত



একদিন একজন কুৎসিত ব্যক্তি বৈদ্যকে এসে বলল, কবিরাজ মশায়, আমার কুৎসিত স্থানে একটা ফোড়া হয়েছে, বড় কষ্ট পাচ্ছি। আপনার ওষুধ দিয়ে ওটাকে ভালো করে দিন।

কবিরাজ মশায় রোগীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখলেন, সর্বাঙ্গের ভেতর লোকটির মুখটিই সবচেয়ে কুৎসিত। কিন্তু সেখানে কোনো ফোড়া লক্ষ্য না করে বললেন, কৈ, তোমার মুখে তো আদৌ কোনো ফোড়া দেখতে পাচ্ছি না!

◎

য্যায়সা কুত্তা ভাগ্ তা হ্যায়

আকবর বাদসা একদিন রাত্রে বীরবলকে নিয়ে ছদ্মবেশে নগর পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছেন।

এক গৃহস্থের বাড়ির সামনে এসে বাদসার মাথায় একটি দুষ্টবুদ্ধি খেলল। কৌতুক করে তিনি গৃহস্থের ঘরের বেড়া ধরে নাড়া দিলেন।

কোন্ হ্যায়, বলে চীৎকার করে গৃহস্থ একটা লাঠি হাতে ছুটে বেরিয়ে এল।

বাদসা সঙ্গে সঙ্গে দে ছুট! অগত্যা বীরবলেরও ছুটতে হল বাদসার সঙ্গে। কিন্তু মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হলেন বাদসার এই অহেতুক কৌতুকে।

ছুটতে ছুটতেই আকবর হেসে বললেন, বীরবল, হাম্ ক্যায়সা ভাগ্ তা হ্যায়?

বীরবল নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, য্যায়সা কুত্তা ভাগ্ তা হ্যায়, হুজুর।

৩

বিচার-কৌশল



একটি স্ত্রীলোক একদিন কাজীর কাছে এসে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ জানাল, হুজুর, ঐ লম্পট লোকটা বলপূর্বক আমার সতীত্ব নষ্ট করেছে।

কাজী সঙ্গে সঙ্গে আসামীকে তলব করে এনে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বাদিনীর সতীত্ব নষ্ট করেছ?

আসামী জবাব দিল, হুজুর, আমি বলপ্রয়োগে ওর সতীত্ব নষ্ট করি নি। ও রাজী হয়েই আমার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছে।

আসামীর দৃঢ়তা দেখে কাজী একটু দ্বিধান্বিত হন। বুঝতে পারেন না, কার কথা সত্যি।

বাদিনী আবারও বলল, না হুজুর, ও বলপূর্বক আমার সতীত্ব নষ্ট করেছে।

আসামীও যেন কি বলতে যাচ্ছিল, কাজী বাধা দিয়ে বললেন, তোমার একটা কথাও আর শুনতে চাই না। তুমি মিথ্যে বলছ। তোমার দশ টাকা জরিমানা করলাম, এক্ষুনি টাকা দাখিল করো।

আসামী অনেক ওজর আপত্তি করে বলল, হুজুর, বিচার ঠিক হল না। আপনি আমার প্রতি সুবিচার করুন। ও আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েই রাজী হয়েছিল।

কাজী বললেন, আমাকে তুমি বিচার শেখাতে এসো না। জরিমানার টাকা দাখিল করো।

আসামী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়েই কাজীর সামনে দশ টাকা রাখল। কাজী সেই টাকা বাদিনীকে দিয়ে বললেন, তোমার কিঞ্চিৎ ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ এ টাকা তুমিই নিয়ে যাও।

বাদিনী হৃষ্টচিত্তে টাকাটা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই আসামী বলল, হুজুর, বাদিনীর সত্যিই যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে, সে তো আগেই আমার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, আবার ওকে বাড়তি ক্ষতিপূরণ দিলেন কেন?

কাজী বললেন, তোমার যদি আপত্তি থাকে, আমি অনুমতি দিচ্ছি, ওর কাছ থেকে টাকাটা তুমি কেড়ে নাও গিয়ে।

কাজীর সম্মতি পেয়ে আসামী তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে গেল। পথে বাদিনীকে ধরে টাকাটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু অনেক ধস্তাধস্তি করে, বল প্রয়োগ করেও টাকাটা বাদিনীর কাছ থেকে কিছুতেই কেড়ে নিতে পারল না।

বাদিনী ছুটতে ছুটতে আবার কাজীর কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হুজুর, আপনি আমাকে যে দশটাকা দিয়েছেন, আসামী লোকটা গায়ের জোরে সে টাকা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে যাচ্ছিল।

কাজী বললেন, আসামী কি তোমার কাছ থেকে টাকাটা কেড়ে নিতে পেরেছে?

বাদিনী বলল, না, হুজুর, সে অনেক জোর জবরদস্তি, টানা-হেঁচড়া করে ছিল, কিন্তু টাকাটা কেড়ে নিতে পারে নি। আমি প্রাণপণে রক্ষা করেছি ওটা।

কাজী গম্ভীর স্বরে বললেন, আসামী যখন তোমার সতীত্ব-ধন

অপহরণ করছিল, তখন তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করলে না কেন সতীত্ব রক্ষা করার? তাহলে নিশ্চয়ই লোকটা তোমার সতীত্ব-ধন তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারত না। আমি পরীক্ষা করে দেখছিলাম, তোমার অভিযোগ কতটা সত্য। এখন বুঝলাম তোমার নালিশ মিথ্যে। ঐ লোকটিকে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

◎

বীরবল বনাম তুরস্কের সুলতান



লোকমুখে বীরবলের প্রচুর সুখ্যাতি শুনে তুরস্কের সুলতানের ইচ্ছে হল বীরবলকে একবার সামনা-সামনি দেখার। আকবর বাদসাকে তাই একটি ব্যক্তিগত পত্র পাঠালেন তিনি। লিখলেন, জনশ্রুতি আপনার প্রধানমন্ত্রী রাজা বীরবল বড়ই বিদ্বান, জ্ঞানবান, প্রতিভাবান, সুরসিক ও সুবক্তা। সে কারণে তাঁকে একবার চাক্ষুস দেখার উৎসুক্য বোধ করিতেছি। সম্প্রতি আমার পক্ষে দিল্লী যাওয়ার সুবিধা নাই। অতএব আমি সাগ্রহ নিবেদন এবং প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ পূর্বক যদি রাজা বীরবলকে আমার রাজ্যে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

তুরস্কের সুলতানের এমন বিনীত পত্র পেয়ে খুশি হলেন আকবর বাদসা। অবিলম্বে বীরবলকে তিনি তুরস্ক দেশে প্রেরণ করলেন।

তুরস্কের সুলতান বীরবলকে ঠকাবার জন্যে সিংহাসনে না বসে, অন্যান্য সভাসদদের মতো একই পোশাকে সবার সঙ্গে মিশে বসে থাকলেন। তারপর বীরবলকে দরবার কক্ষে ডেকে পাঠালেন। বীরবল দরবার কক্ষে প্রবেশ করে সোজা সুলতানের সামনে গিয়ে তাঁকে যথোচিত অভিবাদন জানালেন।

সভাসদের সঙ্গে সুলতানও এতে বিস্মিত হলেন। বীরবলকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে পূর্বে কখনও দেখেছেন ?

বীরবল সবিনয়ে বললেন, না, সুলতান।

সুলতান বললেন, তাহলে একবারেই আমাকে আপনি চিনলেন কী করে ?

বীরবল স্মিত হেসে বললেন, আমি প্রবেশ করেই দেখলাম, হুজুরের দৃষ্টি ইতস্তত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আর সবার দৃষ্টি আপনার মুখের উপর নিবদ্ধ। তাতেই আপনাকে চিনতে পারলাম আমি।

বীরবলের বিচক্ষণতায় সকলেই মুগ্ধ হলেন। সুলতান খুশি হয়ে যথোচিত পুরস্কারে পুরস্কৃত করলেন বিজ্ঞ বীরবলকে।

স্বামীর তরবারি



এক পসারী এক পরমা সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেছিল। পসারী যখনই জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্যে বাইরে যেত, বড় একটি তলওয়ার নিয়ে যেত। আর রোজই সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে এসে বিবিকে বলত, এই তলওয়ার দিয়ে আজ হাজার লোককে হত্যা করে এসেছি।

রোজই এক কথা শুনতে শুনতে বিবির কেমন সন্দেহ হল।

একদিন পসারী তলওয়ার নিয়ে বেরিয়ে যেতেই বিবি পুরুষের ছদ্মবেশে একটি ঘোড়ায় চেপে তাকে অনুসরণ করল।

সারাদিন স্বামীকে চোখে চোখে রাখল বিবি। তারপর সন্ধ্যার মুখে পসারী যখন বাড়ি ফিরেছিল, তখন হঠাৎ ঘোড়া নিয়ে তার সামনে গিয়ে থামল। অশ্বারোহী পুরুষকে দেখে পসারী তো ভয়ে কাঠ!

ছদ্মবেশী বিবি স্বামীকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে তার হাত থেকে

তলওয়ারটি কেড়ে নিল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে বলল, আমার খুব পায়খানা পেয়েছে, আমি যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ এই ঘোড়াটার লাগাম ধরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকো।

পসারী ভয়ে জড়সড় হয়ে ঘোড়াটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ পর বিবি ফিরে এসে বলল, আমার শৌচ ক্রিয়ার জন্যে জল এনে দাও।

পসারী সে আদেশও পালন করল।

ছদ্মবেশী বিবি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে পসারীকে একটি মোহর পুরস্কার দিয়ে তলওয়ারটি নিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসল। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে মিলিয়ে গেল ওর সামনে থেকে।

বিবি বাড়ি ফিরে এসে আবার নিজের পোশাক পরল। তলওয়ারটি লুকিয়ে রাখল বিছানার নিচে।

কিছুক্ষণ পর পসারী বাড়ি ফিরল। কিন্তু আজ আর মনে তেমন স্ফূর্তি নেই। হাতে তলওয়ারটিও নেই।

বিবি জিজ্ঞেস করল, তোমার তলওয়াটি কোথায়? ভুলে কোথাও ফেলে এলে নাকি?

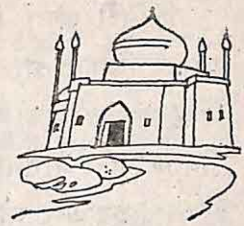
পসারী বলল, প্রকৃত বীর কখনও তলওয়ারের কথা ভোলে না। আজ হাজার হাজার লোককে মারধোর করতে গিয়ে তলওয়ারটি ভেঙ্গে গেল।

বিবি স্বামীকে কপট সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ও জন্যে দুঃখ কোরো না। বলি নি, আমি যাদু বিদ্যা জানি। এই দেখো, তোমার ভেঙ্গে যাওয়া তলওয়ারটি এক মন্তরে কেমন জোড়া লাগিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

বলেই বিছানার তল থেকে স্বামীর তলওয়ারটি টেনে বের করে স্বামীর দিকে এগিয়ে দিল।

লজ্জায় অধোবদন হল পসারী।

মসজিদ ও মহিষ



এক মোল্লা সাহেবের একটি মসজিদ ছিল।

মসজিদের আশপাশে তিনি কিছু গাছ-পালা রোপন করেছিলেন। মসজিদের কিছু দূরে এক গোয়ালা বাস করত। একদিন সেই গোয়ালার একটি মহিষ মসজিদের বাগানে ঢুকে কিছু গাছপালা নষ্ট করে। মোল্লা দেখতে পেয়ে লাঠি হাতে ছুটে এসে মহিষটিকে কয়েক ঘা প্রহার করতেই মহিষটি ছুটে পালিয়ে গেল।

এতেও রাগ পড়ল না মোল্লার। তিনি গোয়ালার বাড়ি এসে সেই গোয়ালা আর তার মহিষটার ভীষণ নিন্দা করতে লাগলেন।

গোয়ালা কিছুক্ষণ শুনে এক সময় বলল, মোল্লা সাহেব, ঐ পশুটার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু একটা কথা বিচার করে দেখুন। মহিষটা মসজিদের চত্বরে প্রবেশ করেছিল বলে আপনি তার নিন্দা করছেন। কিন্তু আপনি সেই মসজিদেই বাস করেন, তাহলে আপনি কেমন নিন্দার পাত্র বলুন।

ভিখারী ও মণিপুররাজ

দিল্লীশ্বর আকবর বাদসার প্রধানমন্ত্রী রাজা বীরবলের যশ-গৌরব তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মণিপুরের মহারাজ চন্দ্রকান্ত ভাবলেন, লোকটিকে একবার নিজের চোখে দেখে এলে হয়। ছদ্মবেশে গেলে পরখ করেও আসা যাবে, বীরবল যতটা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সুরসিক বলে রটনা, সত্যিই তিনি তাই কিনা।

একদিন মহারাজ চন্দ্রকান্ত ছদ্মবেশে ঘোড়ায় চেপে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিলেন একজন মাত্র ভৃত্যকে।

দিল্লীর কাছাকাছি আসতে একজনের ডাক শুনে মহারাজ তাকিয়ে দেখেন, পথের ধারে এক খঞ্জ ভিখিরী বসে আছে।

মহারাজ বললেন, আমায় ডাকছ ?

ভিখিরী বলল, হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয়ই দিল্লী শহরে যাচ্ছেন? আমার ভিক্ষার প্রয়োজনে এক্ষুনি দিল্লীর এক জায়গায় যেতে হবে। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি খোঁড়া। অনুগ্রহ করে এই দীন-হীনকে যদি আপনার ঘোড়ায় চড়িয়ে নেন তাহলে আমার বড়ই উপকার হয় এবং আপনারপ পুণ্য লাভ হয়।

মহারাজ চন্দ্রকান্ত বুঝলেন, ছদ্মবেশে থাকায় ভিখিরীটি তাঁকে চিনতে পারে নি। লোকটি দেখে মায়া হল তাঁর। সাগ্রহেই তাকে নিজের ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলেন।

দিল্লীর গন্তব্য স্থানে পৌঁছে মহারাজ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ভিখিরীটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার হাত ধরে সাবধানে নেমে এসো।

লোকটি হঠাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে চেঁচিয়ে বলল, হামারা ঘোড়া সে হামকো উতার দেনে কো তোম্ কোন্ হ্যায়? যাও, চলা যাও; আপনা রাস্তা লেও।

মহারাজ তো হতভম্ব! লোকটা বলে কী!

লোকটি তখনও সমানে ধমকে চলেছে মহারাজকে। ওর চীৎকার শুনে রাস্তায় লোক জমে গেল। সবাই জানতে চাইল ব্যাপারটা কী?

মহারাজ গোটা ঘটনাটা খুলে বললেন সবাইকে।

কিন্তু মহারাজ কথা শেষ করার আগেই চীৎকার করে উঠল লোকটি, ঝুট! বিলকুল ঝুট! আমি আমার ঘোড়ার চেপে দিল্লী আসছিলাম, উনি পথে আমাকে দেখে বললেন, আমি এক পরদেশী মুসাফির, দিল্লীতে যাচ্ছি; দয়া করে আপনার ঘোড়াটায় যদি তুলে নেন আমাকে বড় উপকার হয়। ওঁকে খুব ক্লান্ত দেখে ঘোড়ায় তুলে নিলাম। কিন্তু শহরে পৌঁছেই ভোল পাল্টে ফেলল লোকটা। এখন আমাকেই বলছে আমার ঘোড়া থেকে নেমে যেতে।

পথচারীরা বুঝতে পারে না, কার কথা সত্যি। ইতিমধ্যে ভীড় দেখে নগরপালও সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ঘোড়া

সহ দু'জনকেই বাদসার হুজুরে হাজির করলেন।

বাদসা সব শুনে বীরবলের উপর বিচারের ভার দিলেন।

বীরবল ঘোড়াটিকে সরকারী আস্তাবলে পাঠিয়ে দিয়ে বিবাদী দু'জনকে বললেন, তোমরা কাল সকালে কাছারিতে এসো, তখন বিচার হবে।

পরদিন সকালে ছদ্মবেশী মহারাজ চন্দ্রকান্ত ও খঞ্জ ভিখিরিটি কাছারিতে উপস্থিত হলে বীরবল ভিখিরীকে বললেন, আস্তাবল থেকে তোমার ঘোড়াটি নিয়ে চলে যাও।

একজন প্রহরীর সঙ্গে ভিখিরীটি সরকারী আস্তাবলে গেল। কিন্তু আস্তাবলের অত ঘোড়ার ভেতর থেকে কালকের ঘোড়াটিকে চিনে বের করতে পারল না। হতাশ হয়ে তাই কাছারিতে ফিরে এল।

বীরবল এবার ছদ্মবেশী মণিপুররাজ চন্দ্রকান্তকে বললেন, তাহলে তুমিই তোমার ঘোড়াটা নিয়ে চলে যাও।

মহারাজ চন্দ্রকান্ত আস্তাবলে গিয়ে সোজা নিজের ঘোড়াটির দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘোড়াটিও তার মনিবকে দেখে চিঁহি-চিঁহি শব্দে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল। ঘোড়া নিয়ে কাছারিতে ফিরে এলেন তিনি।

বীরবল বললেন, বুঝলাম, এ-ঘোড়া তোমারই। ওটিকে নিয়ে তুমি চলে যেতে পার।

আর প্রহরীকে আদেশ দিলেন ভিখিরীটিকে পঁচিশ ঘা বেত্রাঘাতের জন্যে।

চন্দ্রকান্ত মুগ্ধ হলেন বীরবলের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দেখে। নিজের আত্মপরিচয় গোপন রেখেই তিনি বেরিয়ে-গেলেন ঘোড়াটি নিয়ে।

আগে আমায় হত্যা করো

আকবর বাদসার দরবারে বীরবল ছিলেন প্রধান মন্ত্রী এবং মৌলবী সৈয়দ মোল্লা দোপীয়াজা ছিলেন দ্বিতীয় মন্ত্রী।

দোপীয়াজা ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক। মনে মনে তিনি নিজেকে বীরবলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। সুযোগ পেলেই আকবর বাদসার সামনে আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশও করতেন সে কথা।

বাদসা এতে বিরক্ত হয়ে একদিন বললেন, আপনাদের কাউকেই দরকার নেই আমার। আপনাদের দু'জনকেই একটি চিঠি দিয়ে আমি কাশ্মীরের রাজার কাছে পাঠাচ্ছি। তাতে লেখা থাকবে, পত্র-বাহক দুই ব্যক্তি আপনার নিকট পৌছান মাত্র এদের মুণ্ডচ্ছেদ করবেন আপনি, কারণ এরা দু'জনই সুযোগ পেলেই আপনার নিন্দা করে।

বাদসা তক্ষুনি এই মর্মে একটি চিঠি লিখে, তা শীলমোহর করে দোপীয়াজার হাতে দিয়ে বললেন, অবিলম্বে এই চিঠি নিয়ে কাশ্মীরে যান। যাতে আপনারা পালাতে না পারেন সে জন্যে সঙ্গে একজন প্রহরীও যাবে। যদি পারেন তো নিজেদের বুদ্ধিতে আত্মরক্ষা করবেন।

দোপীয়াজা ভয় পেয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করলেন, কিন্তু বাদসার মন গলাতে পারলেন না। অগত্যা বাধ্য হয়ে সেই চিঠি নিয়ে দোপীয়াজা ও বীরবলকে যাত্রা করতে হল কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে।

দোপীয়াজার সব দম্ভ আতঙ্কে উবে গিয়েছিল। পথে যেতে যেতে কাতর কণ্ঠে তিনি বীরবলকে বললেন, বীরবল, কোন্ পাপে আমাদের এমন বিপদ উপস্থিত হল ?

বীরবল বললেন, এমন অধীর হচ্ছেন কেন মোল্লাসাহেব ? ঈশ্বরকে ডাকুন, তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।

মোল্লা বললেন, কোন্ ভরসায় আপনি এমন অবিচল আছেন বলুন তো ? আপনি কী ভাবছেন, এ-বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় আছে ?

বীরবল বললেন, জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের লীলা ! এত বিচলিত হবেন না। কাশ্মীররাজের কাছে গিয়ে আপনি কোনো কথা বলবেন না, চুপ করে থাকবেন। যা বলতে হয় আমিই বলব।

মোল্লাসাহেব শুকনো গলায় বললেন, বেশ, তাই হবে।

কাশ্মীরে পৌঁছে বীরবল ও মোল্লাসাহেব মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পত্রটি তাঁর হাতে দিলেন।

কাশ্মীররাজ পত্রপাঠ জল্লাদকে হুকুম দিলেন, এই পত্রবাহক দু'জনকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে এদের মুণ্ডচ্ছেদ করো।

বধ্যভূমিতে যেতে যেতে দোপীয়াজা রুদ্ধস্বরে বললেন, বীরবল, আপনি তো কিছুই বললেন না। সত্যিই কি তাহলে এভাবে জীবন দিতে হবে আমাদের ?

বীরবল বললেন, কাশ্মীররাজকে কিছু বলা নিরর্থক হত, তাই চুপ করে ছিলাম আমি। এবার আমাদের কথা বলতে হবে। বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে জল্লাদ যখন আমাদের হত্যা করতে উদ্যত হবে, তখন আপনি বলবেন, আগে আমাকে হত্যা করো।

দোপীয়াজা বললেন, তাতে লাভ ? আপনি কি ভাবছেন, আমাকে হত্যা করার পর জল্লাদ আপনাকে রেহাই দেবে ?

বীরবল বললেন, ভয় নেই, আমিও ঐ একই কথা বলব। তারপর দেখুন না, কী হয় !

বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে জল্লাদ ওঁদের হত্যা করার জন্যে খড়্গ তুলতেই দুই জন একই সঙ্গে অনুরোধ জানাতে লাগলেন, আগে আমাকে হত্যা করো। আগে আমাকে হত্যা করো।

জল্লাদ এতে বিভ্রান্ত বোধ করায় দু'জনকেই আবার রাজ-দরবারে নিয়ে এল। মহারাজকে জানালো সব কথা।

মহারাজ সামান্য বিস্মিত হয়ে বীরবলকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দু'জনকেই যখন মরতে হবে, তখন আগে পরে মরার মধ্যে তফাৎ কোথায় ?

বীরবল বললেন, যদি অভয় দেন, মহারাজ, তাহলে খুলেই বলি। সারা পৃথিবীতে আপনার রাজ্যের মতো রাজ্য নেই। আকবর বাদসার তাই লালসা হয়েছে আপনার রাজ্যটি গ্রাস করার। কিন্তু তিনি জানেন, সম্মুখ সমরে আপনাকে পরাস্ত করা তাঁর ক্ষমতার

বাইরে। তাই এক কৌশল-জাল বিস্তার করেছেন তিনি।

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, কী কৌশল ?

বীরবল বললেন, একদিন এক জ্যোতিষী বাদসার কাছে এসে-ছিলেন। বাদসা তাঁকে বললেন, একবার গণনা করে দেখুন তো, কাশ্মীর রাজ্য আমার হস্তগত হবে কিনা ?

গণনা করে জ্যোতিষী বললেন, খোদাবন্দ, কাশ্মীররাজ অত্যন্ত ধার্মিক ও ক্ষমতাশালী। তাঁর রাজ্যভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব। তবে যদি তাঁর রাজ্যে নিরপরাধ দুটি শ্রেষ্ঠ মানুষকে তিনি হত্যা করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই রাজ্যভ্রষ্ট হবেন। এবং সেই দুই নিরপরাধ ব্যক্তির মধ্যে যিনি আগে নিহত হবেন, জন্মান্তরে তিনি হবেন রাজা, আর পরে যিনি নিহত হবেন, তিনি হবেন মন্ত্রী। তাই, মহারাজ, আমরা দু'জনেই আগে নিহত হবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলাম।

এ-কথা শুনে কাশ্মীররাজ গম্ভীর হলেন। এবং বীরবল ও দোপীয়াজাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলেন।

ওঁরা দিল্লী এসে পৌঁছালে, বাদসা সমস্ত শুনে দোপীয়াজাকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার বলুন তো, আপনি বড়, না বীরবল বড় ?

দোপীয়াজা বললেন, নিঃসন্দেহে বীরবল বড় জাঁহাপনা !

রাস্তা কোথায় যায়



আকবর বাদসা ও বীরবল একবার জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেললেন।

অনেক ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা একটি রাস্তার সামনে এসে পড়লেন।

রাস্তা দিয়ে সাধারণ একজন গ্রামবাসীকে যেতে দেখে বীরবল তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এ রাস্তা কোথায় গেছে ?

লোকটি বলল, এখানেই পড়ে আছে, কত্তা। রাস্তার তো প্রাণ নেই, যাবে কোথায় ? যাবেই বা কী করে ?

লোকটি সাধারণ হলেও মনে মনে ওর রস-বোধের তারিফ করলেন বীরবল।

তাই একটু হেসে অকপটে বললেন, আমারই ভুল হয়েছিল, ভাই। মেহেরবানি করে বলবেন, এ রাস্তা দিয়ে গেলে কোথায় যাওয়া যায়?

লোকটি বলল, রাজধানীতে।



জন্মলগ্ন

আকবর বাদসা একদিন বীরবলকে বললেন, বীরবল, তোমাদের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কারো সন্তান জন্মালে তার কোষ্ঠী তৈরি করা হয়। তোমাদের শাস্ত্রে বলে, অমুক লগ্নে জন্মালে জাতকের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়, অমুক লগ্নে জন্মালে জাতক দুঃখী হয়, অমুক লগ্নে জন্মালে দীর্ঘায়ু হয়। তাই তো?

বীরবল সবিনয়ে বললেন, হ্যাঁ, জাঁহাপনা।

আকবর বললেন, আমি যে লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, আমার রাজ্যে সেই লগ্নে কি আর কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করে নি?

বীরবল বললেন, অবশ্যই করেছিল, খোদাবন্দ।

আকবর বললেন, তাহলে তোমাদের হিন্দুশাস্ত্রকে কীভাবে অভ্রান্ত বলা যায়? আমার সঙ্গে একই লগ্নে যারা জন্মগ্রহণ করেছিল, কই, তারা তো সবাই আমার মতো বাদসা হল না!

বীরবল আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন, বাদসা এই প্রশ্নই করবেন। মনে মনে তাই তৈরি-ই ছিলেন।

বাদসার প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে বীরবল কয়েকটি পান নিয়ে এলেন। তারপর সেগুলো পর পর সাজিয়ে, বাদসার হাতে একটা সূচ দিয়ে বললেন, খোদাবন্দ, ঐ সূচটি দিয়ে এই পানগুলো বিদ্ধ করুন তো।

বাদসা তাই করলেন।

বীরবল তখন উপরের একটি, মাঝের একটি আর নিচের একটি পান নিয়ে বাদসাকে দেখিয়ে বললেন, দেখুন, হজরত, আপনি তো একই সঙ্গে, একবারে এই পানগুলো বিদ্ধ করেছিলেন; তাহলে কেন এই তিনটি পানের ছিদ্র সমান হল না? কোনো ছিদ্র বড়, কোনো ছিদ্র মাঝারি, কোনো ছিদ্র ছোট হল কেন? মানুষের ক্ষেত্রেও সেরকমই একই লগ্নে জন্মালেও কেউ বড় কেউ ছোট হয়ে থাকে।

বাদসার মেনে নিতে হল বীরবলের যুক্তি।

দশ মিথ্যেবাদী



আকবর বাদসা বীরবলকে আদেশ দিলেন অবিলম্বে তাঁর সমানে দশ জন যথার্থ মিথ্যে-বাদীকে উপস্থিত করার জন্যে।

বীরবল দশ জন নাগরিককে সংগ্রহ করে বাদসার দরবারে নিয়ে এলেন।

আকবর বললেন, এঁদের পরিচয়? এঁরা যে মিথ্যেবাদী তার প্রমাণ?

বীরবল একে একে উপস্থিত দশজনের পরিচয় দিতে শুরু করলেন।

এই যে মৌলবী-সাহেবকে দেখছেন, খোদাবন্দ, ইনি একজন উকিল। এঁর পেশাই মিথ্যেকথা বলা।

আর এই যে মুন্সীকে দেখেছেন, ইনি মোক্তার। এঁরও কারবার মিথ্যে কথা বলার।

পরবর্তী ব্যক্তি ইনি হলেন একজন পুলিশ আমলা, দারোগা। মিথ্যেবাদীর হদ্দ। মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করে কত নিরপরাধীর কারা-বাস আর নির্দোষীর ফাঁসীর ব্যবস্থা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

আর এই যে এঁকে দেখছেন, ইনি পেশায় ঘটক। পরম

মিথ্যেবাদী। অর্থলোভে অবলীলাক্রমে কৈবর্তকে কায়েত এবং কায়েতকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে নীচ জাতির পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে উচ্চ জাতির পাত্র-পাত্রীর বিবাহ দিয়ে থাকেন।

এই দেখুন একজন লেখক। ইনি যে কয়খানা কিতাব লিখেছেন, তার প্রতিটি দু'চার আনি সত্য কথা থাকলেও, সমস্তই মিথ্যে কথায় পরিপূর্ণ। ইনিও তাই মিথ্যেবাদী। এ ধরনের কল্পনাশ্রিত সাহিত্য-কার্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে সত্যঘটনামূলক পুস্তকও কালে কল্পিত বলে লোকের ধারণা হবে। পাঠকদের তাতে নৈতিক অবনতি ঘটবে।

পরবর্তী ইনি হলেন একজন দোকানদার। নানারকম জিনিস কেনাবেচাই এঁর কারবার। ক্রেতাদের ঠকিয়ে বেশি লাভ করার জন্যে ইনি অনবরতই নকলকে আসল, ঝুটাকে সাচ্চা এবং মন্দকে ভালো বলে চালিয়ে থাকেন।

এরপর এই যে স্ত্রীলোকটিকে দেখছেন, খোদাবন্দ, এ একজন কুটনি। মিথ্যে লোভ দেখিয়ে এ যে কতজনের কুল মজিয়েছে তার হিসেব নেই। অর্থলোভে নানারকম মিথ্যে প্রলোভন বাক্যে কুলবধূ আর লম্পটের মন ভুলিয়ে উভয়ের মিলন ঘটিয়ে দেওয়াই এর পেশা।

সর্বশেষ এই যে স্ত্রীলোকটি দেখছেন, হুজরত, এই নারী দ্বিচারিণী। পতিকে প্রতারণা ও উপপতির মনোরঞ্জনের জন্যে অনায়াসেই এ নানারকম মিথ্যে কথায় জাল বুনে থাকে।

বীরবল থামলে বাদসা বললেন, তুমি নয়জনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে, কিন্তু আমি তোমাকে দশজন মিথ্যেবাদী উপস্থিত করতে বলেছিলাম। আর একজন কোথায়?

বীরবল সবিনয়ে বললেন, আর একজন আমি, জাঁহাপনা।

বাদসা বললেন, কেন?

বীরবল বললেন, আপনার মনোরঞ্জনের জন্যে আমার অনেক সময়ই আপনাকে খোসামোদ করে মিথ্যে কথা বলতে হয়, হুজুর। পরের মনোরঞ্জন করে যাদের অর্থোপার্জন করতে হয়, তারা সকলেই মিথ্যেবাদী।



আমিরের ভৃত্য

এক আমীর নতুন একজন ভৃত্য নিযুক্ত করে তাকে বললেন, যখনকার যা নির্দিষ্ট কাজ, ঠিক সেই কাজই করবে। নিজে আগ বাড়িয়ে কোনো কিছু করতে যেও না। আমি আদৌ তা পছন্দ করি না, বুঝলে ?

ভৃত্য বলল, হুজুর যদি আমাকে কোন্ কোন্ সময়ে আপনার কী কী কাজ করতে হবে তার একটা পুরো ফর্দ যদি লিখে দেন, তাহলে খুব সুবিধে হয়।

আমীরসাহেব তাকে নিয়মিত কাজগুলির একটি তালিকা তৈরি করে দিলেন। বললেন, এই তালিকাটি অনুসরণ কোরো, তাহলেই হবে। এর বাইরে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যেও না।

কিছুদিন পর আমীরসাহেব একদিন অশ্বারোহণে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ ঘোড়ায় পিঠ থেকে পড়ে গেলেন তিনি। তাঁর একটি পা রেকাবে আটকে গেল।

আমীর চীৎকার করে ভৃত্যটিকে ডেকে বললেন, গিগ্‌গির দৌড়ে এসে আমাকে রক্ষা করো।

ভৃত্য বলল, একটু অপেক্ষা করুন, হুজুর! আমি এক দৌড়ে হুজুরের লিখে দেওয়া কাজের তালিকাটি একবার দেখে আসছি। আপনি নড়বেন না।

অভ্যেসের দাস

বাদসার এক প্রিয় পারিষদের একটি বাজে মুদ্রাদোষ ছিল। সবসময় তিনি নিজের লম্বা দাড়িতে হাত বোলাতেন আর একটি করে দাড়ি-চুল ছিঁড়ে আনতেন।

বাদসা পারিষদের এই বদভ্যাস দূর করার জন্যে একদিন তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, আর কোনোদিন তুমি তোমার দাড়িতে হাত

দিতে পারবে না। দিলেও একটি চুলও ছিঁড়তে পারবে না। ভবিষ্যতে কোনো দিন যদি তোমাকে দাড়ির চুল ছিঁড়তে দেখি, তাহলে সবার সামনে তোমাকে অপমান করে এই দরবার থেকে তাড়িয়ে দেব।

বাদসার হুকুম, পারিষদ তাই ভয়েই আর দাড়ির চুল ছিঁড়তে পারতেন না। অভ্যেসের দরুন মাঝে মাঝে দাড়িতে হাত বোলাতেন কিন্তু চুল ছিঁড়তে গেলেই বাদসার কথা মনে পড়ত। এত দিনের অভ্যেস তাই মনে মনে এতে খুবই যন্ত্রণা বোধ করতেন, কিন্তু উপায় কী।

মাসখানেক পর বাদসা একদিন পারিষদের কোনো একটি কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বললেন, তুমি আমার কাছে কি পুরস্কার চাও, বলো? একমাত্র এই সিংহাসন ছাড়া তুমি যা চাইবে তাই দেব তোমাকে।

পারিষদ হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন, খোদাবন্দ, আপনি যদি অধীনের প্রতি সত্যই প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার কাছে এই অধমের একটিই মাত্র প্রার্থনা, পুরস্কার স্বরূপ অধীনকে নির্ভয়ে দাড়ি উৎপাটনের অনুমতি দিন।

বাদসা স্মিত হেসে বললেন, দিলাম।

রমজান মাস



বাদসা বললেন, বীরবল, রমজান মাসে মুসলমানদের ত্রিশ দিনই রোজা করে থাকতে হয়। বলো তো, ঐ মাস মুসলমানদের কাছে তুষ্টিকর, না কষ্টকর?

বীরবল বললেন, হুজুর, রমজান মাস প্রতি বছরই একবার করে আসে। আর প্রতি বছরই মুসলমানরা মহা সমাদরে ও সমারোহে তাকে গ্রহণ করে। রমজান মাস যদি কষ্ট বা অতৃপ্তিকর হত, তাহলে কি তারা আর কখনও ঐ মাসে রোজা পালন করত?



কৌশল

এক পর্যটক এক পান্থশালায় গিয়ে এক গাদা রুটি ও ডাল কিনে খেতে শুরু করল।

এমন সময় দু'একটি রুটি পাওয়ার আশায় এক কাঙালী বসল সেখানে। লুব্ধ দৃষ্টিতে পর্যটকের খাওয়া দেখতে লাগল।

পর্যটক এতে বিরক্ত হয়ে আরো তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করল। রুটি দেওয়া তো দূরের কথা, কাঙালীর দিকে পেছন ফিরে বসল।

কাঙালী বুঝল, লোকটি যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই স্বার্থপর। শরীরে দয়ামায়া বলে কিছু নেই, তাই পর্যটকের মন গলানোর জন্যে বলল, আমি আপনার বাড়ি থেকে আসছি।

পর্যটক খেতে খেতেই বলল, আমার স্ত্রী, পুত্র, উট আর কুকুরটার খবর সব ভালো তো ?

কাঙালী বলল, হ্যাঁ।

পর্যটক আবার নিঃশব্দে খেতে শুরু করে।

ইতিমধ্যে একটি কুকুর এসে উচ্ছিষ্টের আশায় বসল সেখানে। কুকুরটিকে দেখে কাঙালীর মাথায় একটা ফন্দি এল। সে বলল, কুকুরটাকে দেখছি আপনার বাড়ির কুকুরটার মতোই দেখতে।

পর্যটক খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করল, তুই কি আমাদের দেশের লোক ?

কাঙালী বলল, হ্যাঁ।

—কুকুরটাকে এখন কে যত্ন করে খেতে-টেতে দেয় ?

—এখন আর কে দেবে ? কুকুরটা তো মারা গেছে।

—কী করে মরল ?

—আপনার বাড়ির উটের মাংস খেয়ে মারা গেছে কুকুরটা।

—কুকুরটা কী করে উটের মাংস খেল ?

—উটটা যে মরে গিয়েছিল! সেই মরা উটের মাংসে খেয়েই—

শুনে চমকে ওঠে পর্যটক। উটটা হটাৎ মরল কী করে?

কাঙালী নিরাসক্ত ভাবেই বলল, উটটা মারা গেল আপনার স্ত্রীর জন্যেই।

—মানে?

—আপনার স্ত্রী উটের আড়কাটায় দড়ি বেঁধে অত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু অত ভার সইবে কেন? আড়কাটাটা ভেঙ্গে পড়ল উটের উপর। তাতেই চাপা পড়ে মারা গেল উটটা।

শুনে পর্যটকের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আমার, স্ত্রী হঠাৎ গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল কেন? তুই শুনেছিস কিছু?

কাঙালী বলল, আপনাদের একমাত্র ছেলেটি মারা যাওয়ায়, সেই শোকেই নাকি আত্মহত্যা করেছেন উনি। মায়ের প্রাণ!

পর্যটক এবার শোকে অস্থির হয়ে ওঠে। চোখে জল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, আমার একমাত্র ছেলেটি মরল কী করে?

কাঙালী সহানুভূতির সুরে বলল, একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ আপনাদের পুরান কোঠাবাড়িটা ভেঙ্গে পড়ল। আপনার ছেলে তখন ঘরে শুয়ে ছিল। তাই ঘরচাপা পড়েই মারা গেল ছেলেটি।

এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে পর্যটক—তুই আমাকে এ কী সর্বনাশের সংবাদ দিলি, কাঙালী? সবই যখন গেল, আমার আর বেঁচে থেকে কী লাভ? বাড়ি ফিরে গিয়ে আমিও আত্মঘাতী হব।

খাওয়া ছেড়ে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করে পর্যটক।

কাঙালী একটু মুচকি হেসে রুটি আর ডালের পাত্রটা সামনে টেনে নেয়। খেতে শুরু করার আগে কুকুরটার দিকে একটা রুটি ছুঁড়ে দিয়ে বলে, তুই-ই বা অভুক্ত থাকিস কেন? নে, খা।

কুকুরটাও খুশিতে লেজ নাড়তে শুরু করে।

পণ্ডিত



দিল্লী সহরে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষে করে জীবন ধারণ করত। বিন্দুমাত্র লেখাপড়া জানত না সে। কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দেখে খুবই লোভ হত পণ্ডিত উপাধি অর্জন করার।

বীরবলকে চিনত লোকটি। একদিন সাহস করে বীরবলের সামনে গিয়ে বলল, মহারাজ, আমার একটি নিবেদন ছিল।

বীরবল বললেন, কী নিবেদন ?

ব্রাহ্মণ অকপটে জানাল, আমি বিন্দুমাত্র লেখাপড়া জানি না, ক'অক্ষর গোমাংস ; কিন্তু আমার বড়ই সাধ, লোকে আমাকে পণ্ডিত বলুক। কী করলে আমি পণ্ডিত বলে খ্যাতি-লাভ করতে পারি যদি বলে দেন—

বীরবল একটু হেসে বললেন, সবাই তোমাকে পণ্ডিত বললেই তুমি খুশি তো ?

ব্রাহ্মণ বলল, হ্যাঁ, সবার মুখে পণ্ডিত নাম শুনলেই আমি আর কিছু চাই না।

বীরবল বললেন, এ আর এমন বেশি কথা কী, পণ্ডিতজী ? আমি এক্ষুনি তোমাকে পণ্ডিত উপাধি দিলাম।

ব্রাহ্মণ বলল, এ আপনার মহানুভবতা, মহারাজ। কিন্তু এই উপাধির কথা লোকে জানবে কী করে ? আর মানবেই বা কেন ?

বীরবল বললেন, সে ব্যবস্থাও আমি করে দিচ্ছি। তুমি ঐ রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও। কেউ তোমাকে পণ্ডিত বলে ডাকলেই তুমি কপট রাগে তার দিকে তেড়ে যাবে। দু'একটা ছোট ইট পাটকেলও ছুঁড়তে পার ; কিন্তু দেখো, কেউ যেন তাতে আহত না হয়।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করল, কী হবে তাতে ?

বীরবল বললেন, সেটা নিজেই দেখতে পাবে। যাও, ঐ রাস্তার উপর গিয়ে দাঁড়াও।

ব্রাহ্মণ বীরবলের নির্দেশ মতো চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল।

বীরবল একটু দূরে গিয়ে দেখেন, একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলছে। তাদের কাছে গিয়ে বললেন, রাস্তায় ঐ যে ব্রাহ্মণটি দাঁড়িয়ে আছে দেখছ, ওকে পণ্ডিত বললেই ও ক্ষেপে যায়। তোমরা ওকে গিয়ে পণ্ডিত বলে রাগিয়ে দাও, দেখো কেমন মজা হবে।

বীরবলের কথা শেষ হবার আগেই বাচ্চারা হৈ-হৈ করে ছুটে গেল ব্রাহ্মণের দিকে। কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে সবাই সমস্বরে চীৎকার করতে শুরু করল,—পণ্ডিত···পণ্ডিত···ও পণ্ডিত!

ব্রাহ্মণ শুনে যেন ক্ষেপে উঠল। ওদের দিকে তেড়ে গেল মারবার জন্যে।

বাচ্চারা ছুটে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে আবার চীৎকার করতে লাগল,—পণ্ডিত, পণ্ডিত, পণ্ডিতজী!

মজা দেখার জন্যে রাস্তায় বেশ কিছু বয়স্ক লোকও দাঁড়িয়ে গেল। বাচ্চাদের দেখাদেখি তারাও মাঝে মাঝে আড়াল থেকে ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত বলে ক্ষেপাতে লাগল।

এ ধরণের উপভোগ্য সংবাদ রটে যেতে সময় লাগে না। দিন কয়েকের মধ্যেই গোটা সহরের লোক জেনে গেল, ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত বললে সে প্রচণ্ড ক্ষেপে যায়। সবাই তাই ওকে যেতে দেখলেই হাঁক দিত—পণ্ডিতজী!

আর প্রতিবারই এ-কথা কানে গেলেই কপট রাগে ক্ষেপে উঠত ব্রাহ্মণ।

এ ভাবেই দেখতে দেখতে মূর্খ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করল। এত দিনে মনস্কামনা পূর্ণ হল তার।

মফির মৃত্যু

সেফাতুল্লা ও মফিতুল্লা দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

কিন্তু মফিতুল্লার মা চাইতেন না, ওঁর ছেলে সেফাতুল্লার মতো

বদ্ ছেলের সঙ্গে মেশে।

সেফাতুল্লা একদিন মফিতুল্লার সন্ধানে ওদের বাড়ি গেলে, মফিতুল্লার মা গম্ভীর মুখে বললেন, মফি তো নেই ; ও মারা গেছে।

সেফাতুল্লা বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এল।

কিন্তু পরদিন সকালেই মফিতুল্লা সেফাতুল্লার বাড়ি গিয়ে হাজির। সেফাতুল্লা ওকে দেখে অবাক। সে কী, তুমি! তুমি নাকি মরেছ, বন্ধু?

মফিতুল্লা বলল, কে বললে আমি মরেছি? এই তো তোমার সামনেই সশরীরে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

সেফাতুল্লার বিস্ময় তখনও কাটে নি। বন্ধুকে বলল, তা হলে তোমার মা বললেন কেন, যে তুমি মরে গেছ?

মা বলেছেন! শুনে মফিতুল্লা অবাক হয়। বলে, চলো তো, মা কে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, উনি একথা বলেছেন কেন?

দু'জনে মফিতুল্লার বাড়ি এলে মফিতুল্লার মা বললেন, আমি ঠিকই বলেছি। মফি শরীরে মরে নি, কিন্তু আত্মায় মরেছে। সেফাতুল্লার মতো বদ লোকের সংসর্গে থাকায় ওর আত্মা মারা গেছে। কেননা, অসৎ-সংসর্গে মানুষের আত্মার নিধন হয়।

শুনে লজ্জিত দুই বন্ধু মা-র সামনে থেকে সরে গেল।

ধাত্রীপুত্র



আকবরসার এক ধাত্রীপুত্র ছিলেন। বাদসা তাঁকে ভাই বলে ডাকতেন ও খুব ভালোবাসতেন। ধাত্রীপুত্রটিকে তিনি তাঁর সভাসদ করে নিয়েছিলেন।

বাদসা একদিন বীরবলকে জিজ্ঞেস করলেন, বীরবল, তোমার এরকম কোনো ধাত্রীভাই নেই?

বীরবল বললেন, আছে খোদাবন্দ।

বাদসা বললেন, তাঁকে দরবারে আন না কেন ?

বীরবল বলেন, সে এক মস্তিষ্কহীন। তাকে তাই রাজ দরবারে এনে কোনো লাভ নেই।

তবু বাদসা বীরবলকে অনুরোধ করলেন পরদিন তাঁর ধাত্রীভাইকে দরবারে আনার জন্যে। তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলে তাকেও একজন সভাসদ করে নেবেন, সে রকম আভাসও দিলেন।

বীরবল পরদিন নিজের বাড়ির নবীন নধর গরুর বাছুরটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে দরবারে নিয়ে এলেন।

বললেন, জাঁহাপনা, এটিই আমার যথার্থ ধাত্রীভাই। এখন আপনিই বিবেচনা করে দেখুন, কৃপা করে একে সভাসদ করা যায় কিনা।

শুনে সভাসদগণ ও বাদসা হেসে উঠলেন।

কিন্তু, হয় তো রেগে গিয়েই, ধাত্রীভাইটি সভা পরিত্যাগ করে চলে গেল।

কাফ্রী কোতওয়াল



এক দেশে এক কাফ্রী কোতওয়াল ছিলেন।

একদিন এক গুরুতর অপরাধের অভিযোগে এক ফকিরকে তাঁর কাছে বিচারের জন্যে আনা হল।

কোতওয়াল সব শুনে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে আদেশ দিলেন, ফকিরের সমস্ত মুখে কালি মেখে নগর পরিক্রমণ করাও।

কোতওয়ালের আদেশ শুনে ফকির সবিনয়ে আবেদন জানাল কোতওয়াল-সাহেব, আমার সারা মুখে কালি না মাখিয়ে আধখানা মুখে কালি মাখিয়ে দিন।

কোতওয়াল বললেন, কেন ?

ফকির বলল, আমার সারা মুখে কালি মাখালে নগরবাসীরা হয় তো ভুল করে ভাববে, স্বয়ং কোতওয়াল সাহেবকেই নগরে ঘোরানো হচ্ছে!

মৌলবীর ক্ষীর ভোজন



একজন মৌলবী বা মিয়াজীর এক পাঠশালা ছিল।

গ্রামবাসী বালকরা সেখানে এসে ফার্সী আর আরবী শিক্ষা করত।

মিয়াজীর একদিন খুব ক্ষীর খাওয়ার সখ হল। ছোট একটি ছেলেকে ডেকে উনি বললেন, আজ আমার বড় ক্ষীর খেতে ইচ্ছে করছে। বাড়ি গিয়ে তোমার মা-কে বলে আমার জন্যে এক বাটি ক্ষীর তৈরি করে আনো।

ছেলেটি এক ছুটে বাড়ি গিয়ে মা-কে মিয়াজীর কথা বলল। মা শুনে বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমাকে পড়ানোর জন্যে মিয়াজীকে তো মাসে মাসে বেতনই দেওয়া হয়। তার ওপর আবার ক্ষীর ফাউ দেব ? আমি পারব না।

ছেলেটি খালি হাতে ফিরে গিয়ে মিয়াজীকে সে কথা জানাল। শুনে মিয়াজী একটু দুঃখিত হলেন।

কিছু দিন পর ছেলেটি মা-কে বলল, মা, আজ আমার বড় ক্ষীর খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মা খুশি হয়ে বললেন, ক্ষীর খেতে ইচ্ছে হচ্ছে ? একটু বসো, আমি এক্ষুনি তৈরি করে এনে দিচ্ছি।

মা তক্ষুনি রান্না ঘরে গিয়ে ছেলের জন্যে ক্ষীর তৈরি করলেন। এত গরম ক্ষীর ছেলে খেতে পারবে না ভেবে একটা পাত্রে জুড়োতে দিলেন ক্ষীরটুকু।

মা অন্য কাজে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, হঠাৎ শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেন, একটা বিড়াল চপ-চপ শব্দে ক্ষীর খাচ্ছে।

মা ছুটে গিয়ে বিড়ালটাকে তাড়িয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে ছেলেটিও রান্নাঘরে এসেছে ক্ষীর হল কিনা দেখতে।

মা ছেলেকে বললেন, এ ক্ষীর তোমাকে খেতে দেব না, বাবা, এতে বিড়াল মুখ দিয়েছে।

ছেলে আফশোষ করে বলল, এতটা ক্ষীর ফেলে দেবে, মা ?

মা বললেন, ফেলে দেব কেন ? সেদিন তোদের পাঠশালার মিয়াজী ক্ষীর খেতে চেয়েছিলেন না ? এই ক্ষীরটুকু আজ তাঁকে দিয়ে আয়।

মা একটি মাটির পাত্রে ক্ষীরটুকু ঢেলে ছেলেকে দিয়ে বললেন, যা, তোদের মিয়াজীকে দিয়ে আয়। খাওয়া হলে পাত্রটা আবার ফেরৎ আনবি।

ক্ষীর পেয়ে মিয়াজী দারুণ খুশি। একটু মুখে দিয়ে বললেন, বাঃ, অপূর্ব !

খেতে শুরু করে হঠাৎ খেয়াল হল, ছেলেটি সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, নে, তুইও একটু খা।

ছেলেটি সবিনয়ে বলল, ও ক্ষীর আমি খাব না, মিয়াজী।

মিয়াজী বললেন, কেন ? লজ্জা করছে ?

ছেলেটি বলল, না। ও ক্ষীরে বিড়াল মুখ দিয়েছিল, তাই।

শুনে মিয়াজী দারুণ চটে গেলেন। বললেন, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ক্ষীর, সেজন্যেই আমার জন্যে নিয়ে এসেছিস, না ? বেয়াদপ কোথাকার !

রাগে পাত্রটি উনি ছুড়ে ফেলে দিলেন। মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল পাত্রটি।

ছেলেটি ভয়ে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, পাত্রটা আপনি ভেঙ্গে ফেললেন, মিয়াজী ! মা আমাকে মারবেন। মা রোজ ঐ পাত্রটায় আমার ছোট ভায়ের বিষ্ঠা ফেলতেন।

শুনেই বমি করতে শুরু করলেন ক্ষীর-লোলুপ মিয়াজী।

ভক্তের চোখ

একজন হাফিজ অর্থাৎ অন্ধ ভক্ত ছিলেন। তাঁর শিষ্যও ছিলেন অন্ধ।

রমজান মাসে দু'জনে একত্রে বসে সম্পূর্ণ কোরান পাঠ সমাপ্ত করতেন তাঁরা।

একদিন রমজান মাসে হাফিজ সাহেব কোরান ভুল পাঠ করছেন দেখে, এক চক্ষুষ্মান প্রতিবেশী ঠাট্টা করে বললেন, আপনার চোখ নেই তবু বেশ নির্ভুল ভাবে কোরান পাঠ করছেন তো! চক্ষুষ্মান লোকও এমন শুদ্ধ ভাবে কোরান অধ্যায়ন করতে পারে না।

পরম শ্রদ্ধাভরে হাফিজ সাহেব বললেন, আমি যে ভক্তের চোখে দেখছি, বাবা!

শুনে চক্ষুষ্মান লজ্জা পেলেন।

কার মোহনভোগ কে খায়



এক পথিক বিশ্রামের জন্যে পান্থশালায় এসেছেন।

পান্থশালার মালিক তখন সেখানে ছিলেন না। জরুরী কাজে অন্যত্র গিয়েছিলেন। নিজের ঘরে বসেই গন্ধে টের পেলেন পথিক, মালিকের স্ত্রী রান্নাঘরে মোহনভোগ তৈরি করছেন।

স্বামী কাজে বেরিয়ে গেলেই মহিলা রোজ মোহনভোগ তৈরি করে তাঁর উপপতিকে দিয়ে আসতেন।

আজ হঠাৎই পান্থশালার মালিক একটু আগে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, স্ত্রী উনুনের সামনে বসে মোহনভোগ তৈরি করছেন। তখনও পুরো তৈরি হয় নি।

স্বামী একটু অবাক হয়ে বললেন, এমন অসময়ে মোহনভোগ কার জন্যে তৈরি করছ?

স্ত্রী সামান্য থতমত খেয়ে বললেন, পান্থশালায় নতুন এক পথিক এসেছেন। ওঁর জন্যেই মোহনভোগ তৈরি করছিলাম।

কথাটা কানে যেতেই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পথিক। রান্নাঘরে এসে বললেন, আমার একটু তাড়া আছে, আর অপেক্ষা করতে পারছি না। যা হয়েছে তাই দিন। বলে, সেই অর্ধেক তৈরি

মোহনভোগ নিজেই একটা পাত্রে ঢেলে নিলেন পথিক। তারপর অম্লান বদনে মোহনভোগ খেয়ে বেরিয়ে গেলেন পান্থশালা থেকে।

মালিকের স্ত্রী মনে মনে গজরাতে থাকেন, কার মোহনভোগ, কে খায় !

বীরবল ও ছাগল



বাদসা একবার বীরবলের উপর চটে গিয়ে তাঁকে সপরিবারে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করলেন। বীরবলও বিনা বাক্যব্যয়ে রাজ্য থেকে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরই বাদসার রাগ পড়ে এলে, তিনি চারদিকে বীরবলের খোঁজে লোক পাঠালেন।

বাদসার লোকজন আশপাশের সমস্ত রাজ্য খুজে এল, কিন্তু বীরবলের কোনো সন্ধান পেল না।

বাদসা তখন এক অন্য ফন্দী আটলেন।

এক পাল ছাগল কিনলেন তিনি। তারপর প্রতিটি ছাগল ওজন করে বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে একটি করে পত্র দিলেন, 'একমাস পর আমি ছাগল ফেরৎ লইব। তখন বুঝিয়া লইব, ছাগলের একই ওজন আছে কিনা।'

বাদসার প্রেরিত ছাগল, রাজারা তাই পরম যত্নে রাখলেন ছাগলগুলোকে। তারপর, একমাস পর, যে যাঁর জিম্মার ছাগল বাদসাকে ফেরৎ পাঠালেন।

বাদসা ওজন করে দেখলেন, মাত্র একটি ছাড়া সব ছাগলের ওজন কম বেশি হচ্ছে। যে রাজার কাছ থেকে ঠিক মতো ওজনের ছাগলটি ফিরে এসেছে, বাদসা বুঝলেন, তাঁর আশ্রয়েই আছেন বীরবল।

বাদসা সেই রাজার কাছে একজন বিশেষ দূত পাঠিয়ে বীরবলকে ফিরিয়ে আনলেন।

বীরবল ফিরে এলে বাদসা বীরবলকে জিজ্ঞেস করলেন, বীরবল, কীভাবে তুমি ছাগলের ওজনটা ঠিক রাখলে বলো তো ?

বীরবল বললেন, ছাগলটিকে দিনে পেট পুরে বাছাই করা খাবার খাওয়াতাম, আর রাত্রে ওটাকে একটি নেকড়ে বাঘের সামনে বেঁধে রাখতাম। দিনে পেট পুরে আহার আর রাত্রে আতঙ্ক—এই বিপরীত আচরণের জন্যেই ছাগলটার ওজন ঠিক ছিল।

বাদসা মনে মনে বীরবলের বুদ্ধির তারিফ করলেন।

তিন বোবা



বাদসা বললেন, বীরবল, তুমি তিনজন বোবা এনে আমাকে দেখাও।

বীরবল অনেক খুঁজে দু'জন লোককে দরবারে নিয়ে এলেন। তাদের একজন বোবা অন্য জন মৌনব্রতী।

বাদসার সামনে একটি দর্পন রেখে বীরবল বললেন, খোদাবন্দ, সব ঠিক হ্যায়।

বাদসা বললেন, আর একজন কৈ ?

বীরবল বললেন, একদম মুখ বুজে ঐ আরশির দিকে তাকান, হুজুর, তাহলেই তৃতীয় জনকে দেখতে পাবেন।

তিন দিন গুড় খাওয়া

এক রসিক লোক এক আমীরের বাড়ি বেড়াতে গেছেন।

একটু বাদেই আমীরের এক বন্ধু আমীরের জন্যে প্রচুর পরিমাণ গুড় উপহার নিয়ে এলেন।

রসিক লোকটি গুড় দেখে আমীরকে বললেন, হুজুর, আমি জীবনে মাত্র তিনদিন গুড় খেয়েছি।

আমীর বললেন, কোন্ তিনদিন ?

রসিক বললেন, প্রথম খেয়েছিলাম অন্নপ্রাশনের দিন। দ্বিতীয়বার খেয়েছিলাম পৈতের দিন ; আর আজ আপনার বাড়িতে

খাব। মোট তিনদিনই হল।

আমীর বললেন, আমি যদি তোমাকে গুড় না দিই, তা হলে খাবে কী করে?

রসিক নির্লিপ্তভাবে বললেন, তাহলে জীবনে দু'দিনই গুড় খাওয়া হবে। আজের দিনটা হিসেব থেকে বিয়োগ করে নিন।

দুই-ই সমান

বাদসা—বীরবল, বলো দেখি পৃথিবীতে পুরুষ বেশি, না স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি?

বীরবল—দুই-ই সমান।

বাদসা—মানে?

বীরবল—পুরুষ বেশি হলেই বা কি, আর স্ত্রীলোক বেশি হলেই বা কি? দুই-ই সমান।

◎

সবিনয় নিবেদন



কোনো বাদসার এক স্থূলকায় মন্ত্রী ছিলেন।

একদিন সেই মন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে বাদসা একটি মামলার বিচার করছিলেন।

মামলার আসামী ছিল এক শীর্ণকায় ব্যক্তি। আসামীর অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বাদসা ভাবছিলেন, লোকটিকে কী শাস্তি দেওয়া যায়। মন্ত্রীই তখন পরামর্শ দিলেন, আসামীকে রাজহস্তীর পদতলে নিক্ষেপের আদেশ দিন, জাঁহাপনা।

বাদসা সেই শাস্তিই দিলেন আসামীকে।

আসামী বিচারের রায় শুনে হাতজোড় করে সবিনয় নিবেদন করল, খোদাবন্দ, আপনার মর্যাদা রক্ষার জন্যেই এহেন শাস্তি রদ করুন।

বাদসা বললেন, কেন?

আসামী বলল, আমি অত্যন্ত দীন, হীন, ক্ষীণকায়। রাজহস্তীর পায়ে মর্দিত হবার উপযুক্ত নই আমি। আমাকে চটকপক্ষীর পদতলে নিক্ষেপ করলেই মানায়। একমাত্র আমাদের মাননীয় ঐ মন্ত্রীবরের মতো হৃষ্টপুষ্ট অভিজাত কোনো ব্যক্তিই রাজহস্তীর পদতলে নিক্ষিপ্ত হবার যোগ্যপাত্র। তাতে আপনার ও রাজহস্তীর— উভয়েরই মর্যাদা রক্ষা পায়।

আসামীর বাক্‌পটুতায় সন্তুষ্ট হয়ে বাদসা তাকে মার্জনা করলেন ও মুক্তি দিলেন।



পাগড়ি পরীক্ষা

বীরবল রোজ মাথায় পাগড়ি বেঁধে দরবারে যেতেন। আর মোল্লা যেতেন টুপি মাথায় দিয়ে।

বীরবলের দেখাদেখি মোল্লাও একদিন মাথায় পাগড়ি বেঁধে এলেন। বাদসা দেখে বললেন, বাঃ, মোল্লাসাহেব তো বেশ পাগড়ি বাঁধতে পারেন।

বীরবল উঠে বললেন, হুজুর, ও পাগড়ি ওঁর নিজের হাতে বাঁধা নয়, ওঁর স্ত্রী ঐ পাগড়ি বেঁধে দিয়েছেন।

মোল্লা প্রতিবাদ জানালেন, না, হুজুর, পাগড়ি আমি নিজের হাতে বেঁধেছি। ওঁর স্ত্রী-ই বরং ওঁর পাগড়ি বেঁধে দিয়েছেন।

বাদসা বললেন, বেশ তো, পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে কার কথা ঠিক।

বাদসার আদেশে একজন একটি বড় আয়না নিয়ে এল দরবারে। বাদসা বললেন, এবার আপনারা দু'জন যে যার পাগড়ি খুলে আবার বাঁধুন।

বাদসার আদেশে বীরবল পাগড়ি খুলে, আয়না ছাড়াই, আবার সুন্দরভাবে পাগড়িটি বেঁধে নিজের মাথায় পরলেন।

কিন্তু মোল্লাসাহেব আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও পাগড়ি বাঁধতে পারলেন না।

বাদসা মুচকি হেসে বললেন, মোল্লাজী কি সব কাজেই বিবির সাহায্য নেন?

লজ্জায় মাথা নিচু করলেন মোল্লাসাহেব।

সুখী কে?

বাদসা—বীরবল, পৃথিবীতে যথার্থ সুখী কে?

বীরবল—জঁাহাপনা, জগতে যথার্থ সুখ কারোরই নেই। তবু যদি কিছুটা সুখে কেউ থাকে, সে কৃষক আর অরোগী। 'সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিনী।'



বীরবলের জ্যোতিষ গণনা

আকবর বাদসা একদিন বীরবলকে বললেন, বীরবল, তুমি তো ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষ গণনা তোমার জানা আছে? আমার একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতের দরকার। জ্যোতির্বিদ্যা তোমার জানা থাকলে আর কারো খোঁজ করতে হয় না আমার।

বীরবল বললেন, আমি জ্যোতিষ গণনা জানি। আপনার কী প্রয়োজন বলুন, খোদাবন্দ।

বাদসা বললেন, আমার হাত দেখে বলে দাও তো কোন্ গ্রহের প্রভাবে স্ত্রীলোকেরা আমার প্রতি নারাজ হয় না। বরং আমাকে প্রীতি ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

বীরবল বললেন, আপনি কি বেগম সাহেবার কথা ভেবে বলছেন, জঁাহাপনা?

বাদসা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন, বেগম সাহেবার সঙ্গে আমার কোনোদিন কলহ হয় নি, হবেও না। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

বীরবল বললেন, বর্তমান সম্বন্ধে যতটা নিশ্চিত থাকা যায়, খোদাবন্দ, ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে কি তা যায় ?

বাদসা জোর দিয়ে বললেন, অন্তত বেগম সাহেবা সম্বন্ধে তা যায়। এবার আমার হাতটা দেখো।

বীরবল এ কথা শুনে একটু হাসলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

বাদসা বললেন, তুমি হাসলে কেন, বীরবল ? হাতে কী দেখলে বলো ?

বীরবল বললেন, হুজুর, আমাকে মাপ করবেন, আমি তা বলতে পারব না।

বাদসা অভয় দিলেন, তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো, বীরবল।

বীরবল বললেন, আপনি অভয় দেওয়ায় বলছি, খোদাবন্দ, আপনার হস্তরেখায় দেখছি, বেগমসাহেবা পূর্বজন্মে নাগিনী ছিলেন। সুকৃতির ফলে এ-জন্মে হুজুরের বেগম হয়েছেন।

—নাগিনী কামিনীর লক্ষণ ?

—এঁরা পুরুষের অত্যন্ত বশীভূতা হয়ে থাকেন, এবং সামান্যতম আদরেও বিগলিত হয়ে বাঁদীর মতো পুরুষের অধীনা হন।

বাদসা বললেন, তোমার কথার সত্যতা কী করে পরীক্ষা করা যায় ?

বীরবল বললেন, এরকম স্ত্রীলোকেরা ধূলি লেহন করে থাকেন। এ কথা সত্যি কিনা আজ রাত্রে আপনি নিজেই তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

—কীভাবে ?

—রাত্রে নিদ্রার ভান করে কিছুক্ষণ জেগে থাকলেই টের পাবেন, বেগমসাহেবা আপনার অঙ্গ লেহন করছেন।

শুনে বাদসা একটু গম্ভীর হলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

বীরবল বাদসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেগম সাহেবার কাছে গেলেন।

বীরবলকে দেখে বেগম সাহেবা সাদর সম্ভাষণে তাঁকে বসতে আসন দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এতদিন পর উজির-সাহেবের হঠাৎ আমার মহলে আগমনের হেতু?

বীরবল করজোড়ে বললেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ দীর্ঘদিন বেগম-সাহেবার চরণদর্শনের সুযোগ পাই নি; তাই আজ আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি।

বেগম সাহেবা খুশি হলেন। বললেন, তোমার সব মঙ্গল তো?

বীরবল সবিনয়ে বললেন, আপনার আশীর্বাদে সমস্তই মঙ্গল।

বেগম জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোত্থেকে আসছ? বাদসার কাছ থেকে?

বীরবল সম্মতি জানান, হ্যাঁ। এতক্ষণ বাদসার হাত দেখছিলাম।

কৌতূহলে জানতে চান বেগম, ওঁর হাতে কী দেখলে; বীরবল?

বীরবল বললেন, অনেক কিছুই দেখলাম। কিন্তু একটি কথা ভয়ে হুজুরের কাছে প্রকাশ করতে পারি নি।

—কী কথা?

বীরবল একটু ইতঃস্তত করতে থাকেন। কারণ অনুমান করে বেগমসাহেবা অভয় দেন তাঁকে।

—তোমার কোনো ভয় নেই, বীরবল, কথাটা বিশ্বাস করে বলতে পারো আমাকে। আমি কথা দিচ্ছি, আর কারো কাছে সে কথা প্রকাশ করব না আমি।

বীরবল সবিনয়ে বললেন, আপনি অভয় দিলেন বলেই বলছি, বেগম সাহেবা। কিন্তু সাবধান, কথাটা যেন হুজুরের কানে না পৌছায়।

আবারও অভয় দিলেন বেগমসাহেবা, কথাটা গোপন থাকবে।

বীরবল এবার আশ্বস্ত হয়ে চাপা স্বরে বললেন, বাদসার হাত দেখে জানতে পারলাম, উনি পূর্বজন্মে লবণ প্রস্তুতকারী ছিলেন। কোনো সুকৃতির ফলে এ জন্মে বাদসা হয়েছেন।

শুনে গম্ভীর হলেন বেগমসাহেবা। বললেন, এ কথায় সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার কোনো উপায় আছে ?

বীরবল বললেন, আছে, বেগমসাহেবা। ইচ্ছে হলে আজই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

—কী ভাবে ?

—গভীর রাত্রে বাদসা যখন নিদ্রাভিভূত থাকবেন, তখন আপনি ওঁর অঙ্গ লেহন করলেই দেখবেন, লবনাক্ত স্বাদ পাচ্ছেন।

শুনে বেগমসাহেবা আরো গম্ভীর হলেন।

বীরবলও বেগমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন।

গভীর রাত।

একই শয্যায় বেগমের পাশে গভীর নিদ্রার ভান করে শুয়ে আছেন বাদসা। নিদ্রার ভেতরই যেন বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে তাঁর।

এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন বেগমসাহেবা। বাদসাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত দেখে আস্তে শয্যার উপর উঠে বসলেন তিনি। তারপর সন্তর্পণে স্বামীর দেহ লেহন করতে শুরু করলেন।

মুহূর্তে জেগে উঠে বসলেন বনসা। বেগমকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে শয্যা থেকে নেমে এলেন। তারপর কোনো কথা না বলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছু বুঝতে না পেরে বিস্ময়ে আতঙ্কে শয্যার উপর পাথর হয়ে বসে রইলেন বেগমসাহেবা।

পরদিন থেকেই বেগমের মহলে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন বাদসা।

দিন কয়েক পর বীরবল দরবারে এলে বাদসা তাঁকে বললেন, তুমি ঠিক বলেছিল, বীরবল। বেগমসাহেবা নাগিনী কন্যাই। সেদিন রাত্রেই আমাকে নিদ্রিত ভেবে আমার দেহ লেহন করতে শুরু করেছিলেন উনি।

বীরবল দরবারে এসেছে শুনে বেগমসাহেবাও ডেকে পাঠালেন বীরবলকে।

বীরবল এলে তাঁকে বললেন, বীরবল, আমি ওঁর দেহ লেহন করায় বাদসা আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমার প্রতি নারাজ হয়ে আমার মহলে আসা বন্ধ করেছেন। আমার মুখ পর্যন্ত দর্শন করেন না। আবার যাতে উনি আমার প্রতি আগের মতো সদয় হন, সদ্ব্যবহার করেন, তার উপায় বলে দাও। যদি পারো, তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেব আমি।

বীরবল বললেন, আমি চেষ্টা করে দেখছি, বেগম সাহেবা।

বেগমমহল থেকে আবার বাদসার কাছে ফিরে এলেন বীরবল।

বাদসা বললেন, আর একবার আমার হাতটা দেখে দাও তো, বীরবল। নতুন কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখো।

বীরবল মনোযোগ দিয়ে বাদসার হাত দেখতে শুরু করলেন। তারপর এক সময় বললেন, আজ থেকে বেগম সাহেবার প্রতি আপনার প্রীতি ও প্রণয় বৃদ্ধি পাবে দেখছি।

বাদসা রাগত স্বরে বললেন, সে নাগিনীর নাম আমার সামনে মুখে এনো না।

বীরবল বাদসার হাতটি নামিয়ে রেখে করজোড়ে বললেন, হুজুর, অপরাধ স্বীকার করছি; আপনি এ-গোলাম ও বেগমের কসুর মাপ করুন।

বাদসা বুঝতে না পেরে বললেন, তুমি কোন্ অপরাধের কথা বলছ, বীরবল?

বীরবল বললেন, হস্তগণনার কথা। বেগমসাহেবা সম্বন্ধে সেদিন আপনাকে যা বলেছিলাম, তার কোনো ভিত্তি নেই, খোদাবন্দ। ও কথা আমি বানিয়ে বলেছিলাম।

অবাক হন বাদসা। বলেন, কেন?

বীরবল সবিনয়ে বলেন, আপনি সেদিন জোর দিয়ে বলেছিলেন, বেগম সাহেবার সঙ্গে আপনার কোনোদিন বিবাদ হয় নি এবং হবেও না। আমি তাই কৌশলে আপনাদের ভেতর বিবাদ সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিতে চাইছিলাম, যে ভবিষ্যতের কথা অত জোর দিয়ে

বলা যায় না। এ থেকে আর একটি কথাও প্রমাণিত হল, মালিক, যে বিবাদ বাঁধিয়ে দেওয়া যতটা সহজ, পরস্পরের ভেতর সদ্ভাব সৃষ্টি করা তত সহজ নয়।

বাদসা বীরবলের অকপট স্বীকারোক্তিতে খুশি হলেন। তাঁকে ক্ষমাও করলেন।

এবং বলাই বাহুল্য, সেদিন থেকেই বেগম সাহেবার সঙ্গে আবার আগের মতই প্রীতি-প্রণয়ে কালযাপন করতে লাগলেন বাদসা।

দৈবজ্ঞের গণনা



বাদসা একদিন এক দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি আর কত দিন বাঁচব?

দৈবজ্ঞ গণনা করে বললেন, আপনি আর পাঁচ বৎসর মাত্র বাঁচবেন, হুজুর।

শুনে বাদসা উদ্বিগ্ন হলেন।

বীরবল দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞেস করলেন, জ্যোতিষ-ঠাকুর, আপনার দাঁত কত দিন পর পড়বে?

দৈবজ্ঞ গণনা করে বললেন, আর পাঁচ বৎসর পর থেকে আমার দাঁত পড়তে শুরু করবে।

বীরবল একজনকে আদেশ দিলেন অবিলম্বে একজন নাপিতকে ডেকে আনতে।

নাপিত এলে বীরবল তাকে আদেশ দিলেন দৈবজ্ঞের তিনটি দাঁত উপড়ে ফেলার জন্যে।

বীরবলের ইশারায় দু'জন প্রহরী এসে দৈবজ্ঞকে চেপে ধরল। নাপিত দৈবজ্ঞের তিনটি দাঁত উপড়ে নিল।

বীরবল বাদসাকে বললেন, দেখলেন তো, হুজুর, দৈবজ্ঞের গণনা কেমন ভুল!

যথার্থ পণ্ডিত



আকবর—বীরবল, তোমার মতে প্রকৃত পণ্ডিত কে?

বীরবল—'মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥'

অর্থাৎ যিনি পরস্ত্রীকে মাতার মতো জ্ঞান করেন, পরের দ্রব্যকে ধূলিবৎ দেখেন, আর সকল প্রাণীকে আপনার মতো ভালোবাসেন, তিনিই পণ্ডিত।

আকবর—যথার্থ পণ্ডিতের আর কোনো গুণের প্রয়োজন নেই?

বীরবল—'বিদ্যা বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥'

অর্থাৎ যিনি বিদ্বান, বিনীত, সম্পত্তিশালী, ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল প্রভৃতিকে সমান চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, তিনিই পণ্ডিত।

এক অঙ্গে বহু রূপ

একদিন আকবর বললেন, বীরবল, তুমি আমাকে এমন একটি মানুষ এনে দেখাও যার মধ্যে একই সঙ্গে সাধুতা, পাচকতা, গর্দভতা ও জলবাহকতা গুণ বিদ্যমান।

বীরবল সেদিনই এক ব্রাহ্মণকে বাদসার সম্মুখে এনে বললেন, খোদাবন্দ, ইনিই সেই ব্যক্তি। ইনি ব্রাহ্মণ জগৎ গুরু, তাই সাধু। ইনি অন্য কোনো জাতির পাক করা অন্ন আহার করেন না, স্বপাকে খান ও অন্যকে খাওয়ান, অতএব ইনি পাচক। ইনি অন্য মানুষের জল স্পর্শ করেন না, নিজে কলসী ভরে জল এনে পান করেন, সুতরাং জলবাহক।

আকবর বললেন, আর চতুর্থ গুণ?

বীরবল বললেন, গর্দভতা ? নিতান্ত গর্দভ না হলে, হুজুর, নিজের জন্যে অহেতুক কেউ এত কষ্ট করে ?

◎



বীরবলের জামাই

বীরবলের কন্যা বেশ লেখাপড়া শিখেছিল, কিন্তু জামাইটি ছিল নিতান্তই মূর্খ।

বীরবলের কন্যা একদিন রান্না করতে করতে গলা তুলে স্বামীকে বলল, কাজের লোক কাউকেই তো বাড়িতে দেখছি না। শিগ্‌গির দোকান থেকে আমাকে দু' আনার তেল এনে দেবে ?

বীরবলের জামাই বেশ সমীহ করত বউকে। তাই বউ বলা মাত্র একটি বাটি নিয়ে দোকানে গেল তেল আনতে।

দোকানদার তেল মেপে বাটিতে ঢালতে গিয়ে দেখল, সব তেল বাটিতে আটছে না। তাই জিজ্ঞেস করল, বাকী তেলটা কিসে নেবেন ? আর জায়গা কৈ ?

জামাইটি সঙ্গে সঙ্গে বাটিটা উল্টে বলল, বাকী তেলটা বাটির এই খুরায় দাও।

এদিকে বাটির সব তেল যে পড়ে গেল, সেদিকে কোনো হুঁশ নেই।

দোকানদার ক্রেতার এই মূর্খতা দেখেও কিছু বলল না। বাকী তেলটুকু বাটির খুরায় ঢেলে দিল।

বাড়ি ফিরে তেলের বাটি স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে জামাই বলল, এই নাও তেল।

বাটির দিকে তাকিয়ে বীরবলের মেয়ে অবাক। বলল, দু' আনার মাত্র এই টুকু তেল ? বাকী তেল কোথায় ?

—কেন, বাটির ভেতরে আছে !

বলে বাটিটা উল্টাতেই এবার খুরার তেলটুকু নিচে পড়ে গেল।

স্বামীর বুদ্ধির দৌড় দেখে নিজের কপালে করাঘাত করে বীরবলের কন্যা।

আর এতক্ষণে ঘটনাটা উপলব্ধি করতে পেরে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বীরবলের জামাতা।

খিচুড়ি ভাগ



চার বন্ধু দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে।

একদিন এক সরাইখানায় রাত কাটানোর সময়, নিজেদের খাওয়ার জন্যে খিচুড়ি রাধল তারা। তারপর একটা সান্‌কিতে খিচুড়ি ঢেলে সবাই মিলে এক পাত্র থেকেই খেতে বসল। খেতে শুরু করার আগে খিচুড়ির ওপর ঘি ঢালা হল।

চার বন্ধুই ছিল মুসলমান, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর। একজন সেখ, একজন সৈয়দ, একজন মোগল, একজন পাঠান।

খিচুড়িতে ঘি ঢালা মাত্র পাঠান বন্ধুটি আঙুল দিয়ে খিচুড়িতে একটা রেখা টেনে, নিজের দিকে ঘি-টা টেনে নিয়ে বলল, জানো, আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন বাদসা ছিলেন। আমি সেই গৌরবান্বিত বংশোদ্ভব।

এ কথা শুনে সৈয়দ বন্ধুটি খিচুড়ির ওপর দুই আঙুলে দুটি রেখা টেনে, ঘি-টা নিজের দিকে নিয়ে বলল, আমাদের বংশে দু'জন বাদসা ছিলেন। কাজেই আমার বংশ-গৌরব তোমার চেয়ে কম নয়।

মোগল বন্ধুটি সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়িতে তিনটি রেখা টেনে, নিজের দিকে ঘি টেনে নিয়ে বলল, আমাদের বংশে ছিলেন তিন জন বাদসা। কাজেই বংশ-মর্যাদা আমারই সবচেয়ে বেশি।

সেখ বন্ধুটি দেখল, এরা সবাই সমান স্বার্থপর। দিব্বি নিজের নিজের বংশের বাদসা-সংখ্যা বাড়িয়ে সব ঘি-টুকুই যে যার নিজের

দিকে টেনে নিল। আমার জন্যে কিছুই রইল না।

সে তাই বিরক্তির সুরে বলল, খাবার সময় বাদসাহী নিয়ে বাদসাদের এমন কোন্দল আমার ভালো লাগছে না। দাঁড়াও আমি সবার ভেতর মিলমিশ করিয়ে দিচ্ছি।

বলেই, সব খিচুড়ি এক সঙ্গে মিলিয়ে ঘেটে দিল। তাতে সব খিচুড়িতেই সমান ঘি হল।

বন্ধুরা ওর উপস্থিত বুদ্ধি দেখে খুশিই হল। হাসতে হাসতে খিচুড়ি খেতে শুরু করল সবাই মিলে।

চিরজীবী কে?

বাদসা—বীরবল, বলতে পারো, পৃথিবীতে চিরজীবী কে?

বীরবল—'কীর্তির্যস্য স জীবতি,' জাঁহাপনা। সৎকার্যের দ্বারা যাঁরা জগতে কোনো কীর্তির পরিচর্যা করে যশ অর্জন করেছেন, তাঁরা নশ্বর দেহ ত্যাগ করে যোগ্যধামে গমন করলেও, চন্দ্র-সূর্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত তাঁদের যশ অমর হয়ে থাকে।



বাদসা ও বীরবলের পিতা

বাদসা একদিন বীরবলকে বললেন, বীরবল, আমি কখনও তোমার বাবাকে দেখি নি। কাল তোমার বাবাকে একবার দরবারে নিয়ে এসো; আলাপ করব।

যে আজ্ঞা, বলে বীরবল বাড়ি ফিরে গেলেন।

কিন্তু বাবার কথা ভেবে এক সমস্যায় পড়লেন। বীরবলের বাবা ছিলেন নিতান্তই মূর্খ। তাঁকে দরবারে হাজির করলে সবার সামনে হাস্যাস্পদ হতে হবে। অথচ বাদসার হুকুম, না নিয়ে গিয়েও উপায় নেই।

সাত-পাঁচ ভেবে বীরবল বাবাকে গিয়ে বললেন, বাবা, বাদসা আপনাকে তলব করেছেন। কাল আপনাকে আমি বাদসার

দরবারে নিয়ে যাব। তার আগে আপনাকে কয়েকটা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। আপনি দরবারে গিয়ে বাদসাকে যথারীতি সেলাম করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বসতে বললে বসবেন। কিন্তু বাদসা আপনাকে যাই জিজ্ঞেস করুন না কেন, কোনো কথার উত্তর দেবেন না। একেবারে চুপ করে থাকবেন।

পরদিন বীরবল বাবাকে নিয়ে দরবারে উপস্থিত হলেন।

বাদসা বীরবলের বাবাকে সম্মান দেখিয়ে বসতে বললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, বীরবল আপনাকে বেশ সুখে রেখেছেন তো ?

বীরবলের বাবা কোনো উত্তর দিলেন না।

বাদসা আবার জিজ্ঞেস করলেন, বীরবল আপনাকে কোনো রকম দুঃখ দেয় না তো ?

বীরবলের বাবা নিরুত্তর।

বাদসা একটু অবাক হলেন। তারপর আরো অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু বীরবলের বাবা একটি প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। মুখ বন্ধ করে চুপ করে বসে রইলেন।

হাল ছেড়ে দিয়ে বাদসা বীরবলকে বললেন, কি ব্যাপার, বীরবল ? আমি তো হার মেনে গেলাম ! উনি একটা কথারও জবাব দিচ্ছেন না !

বীরবল বললেন, এক চুপ, হাজার কথাকে হার মানায়, হুজুর।

বাদসা সব বুঝে একটু হাসলেন।

পরিচয় মহিমা

এক বৃদ্ধ মুসলমান মক্কা যাত্রার সময় কাজির কাছে দু'হাজার টাকা জমা রেখে গিয়েছিলেন।

এক বছর পর মক্কা থেকে ফিরে কাজির কাছে গিয়ে টাকাটা ফেরৎ চাইলেন তিনি।

কাজি অবাক হবার ভান করে বললেন, সে কী কথা ? বুড়ো

হলে কি লোকের এরকমই মতিভ্রম হয়? আপনি আবার আমার কাছে টাকা রাখলেন কবে? তীর্থ করে এসে কি আপনার এই ধর্মজ্ঞান হল?

বৃদ্ধ ভাবলেন, কাজি বোধ হয় ঠাট্টা করছেন। তাই সবিনয়ে বললেন, কাজি সাহেব, আমার সঙ্গে পরিহাস করবেন না। কিছু দীন দুঃখী আর ফকিরকে ভোজন করানো আর বস্ত্র বিতরণের জন্যে আপাততঃ আমার হাজার দেড়েক টাকা দরকার। আপনার কাছে না হয় পাঁচ শ' টাকা জমা থাক, বর্তমানে আমাকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে দিন।

কাজি চটে গিয়ে বললেন, আপনি তীর্থ করে এলেন, আর আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কাঙ্গালী আর ফকির ভোজন করিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবেন? বেশ ফিকির করেছেন তো!

বৃদ্ধ বুঝলেন, কাজি তাঁর টাকাটা হজম করার মতলবে আছেন। তাই হতাশ হয়ে আকবর বাদসার দরবারে গিয়ে কাজির নামে নালিশ করলেন।

বাদসা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোনো সাক্ষী আছে?

বৃদ্ধ বললেন, না।

বাদসা বললেন, তুমি যে নালিশ করতে এসেছ, একথা আর কারো কাছে প্রকাশ করেছ?

বৃদ্ধ বললেন, না, হুজুর।

বাদসা শুনে বৃদ্ধকে পরামর্শ দিলেন, প্রতি বৃহস্পতি আর শুক্রবার কাজির দরজার সামনে নামাজ পড়বে, আর বাড়ি ফেরার সময় তাকে টাকার জন্যে তাগাদা দেবে। একমাস এ-রকম করার পরও যদি টাকা ফেরৎ না দেয়, তাহলে আমাকে এসে জানিও।

বৃদ্ধ বাদসার উপদেশ মতো কাজ করলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। বাধ্য হয়ে আবার বাদসার দরবারে ফিরে এসে সেকথা জানালেন বাদসাকে।

বাদসা সব শুনে বীরবলের ওপর বিচারের ভার দিলেন।

বীরবল বৃদ্ধকে বললেন, আপনি আগামী শুক্রবার কাজির বাড়ি গিয়ে চুপ করে দরজার সামনে বসে থাকবেন। আমি তখন সেখানে গিয়ে আপনাকে বিশেষ খাতির করে সেলাম সম্ভাষণ করব। তার উত্তরে, আপনি আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে, সামান্য মাথা নাড়বেন। আশা করি তাতেই কাজ হবে।

পরের শুক্রবার বীরবলের কথামত বৃদ্ধ গিয়ে কাজির দরজার সামনে বসে রইলেন।

একটু বাদেই বীরবলকে দেখা গেল ঘোড়ার পিঠে চেপে এদিকেই আসছেন।

হঠাৎ বীরবলকে আসতে দেখে কাজি ভয়ে ঘরে গিয়ে লুকোলেন। বীরবল কাজির বাড়ির সামনে এসে বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখে ঘোড়া থামালেন। তারপর সসম্ভ্রমে ওঁকে সেলাম করে বললেন, আপনি মক্কা থেকে কবে ফিরলেন? সব মঙ্গল তো? ফিরে এসে আমার বা বাদসার সঙ্গে তো একদিনও দেখা করতে গেলেন না? বাদসা সেদিনও আপনার কথা বলছিলেন। সময় করে একদিন বাদসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসবেন।

বীরবলের নির্দেশ মতোই বৃদ্ধ কোনো কথারই জবাব দিলেন না। সামান্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন শুধু।

ঘরের ভেতর থেকে সবই শুনছিলেন কাজি সাহেব। বীরবল চলে যেতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। হাতে একটি টাকার থলি।

বৃদ্ধর সামনে এসে বললেন, আমার এখন যেন মনে পড়ছে, আপনি মক্কা যাওয়ার আগে আমার কাছে দু-হাজার টাকা জমা রেখে গিয়েছিলেন। এই নিন, টাকাটা ফেরৎ নিয়ে যান।

বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে টাকার থলিটা নিয়ে মনে মনে হাসলেন— ওষুধ ধরেছে তাহলে!

অহঙ্কার-মদ



একদিন এক মদ্যপ শুঁড়িখানায় গিয়ে বলল, এক কাচ্চা মদ দেখি।

শুঁড়ি বলল, মাত্র এক কাচ্চা মদে আপনার কী হবে, সাহেব? একটু বেশি নিন, নাহলে নেশা হবে কি করে?

পকেটে পয়সা নেই, সেকথা সঙ্কোচে বলতে না পেরে সামান্য তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মদ্যপ বলল, আমার মন সব সময় অহঙ্কার-মদে পরিপূর্ণ থাকে। তাকে মাঝে মাঝে একটু উত্তেজিত করার জন্যেই সামান্য মদের প্রয়োজন হয়। এক কাচ্চা মদই সেজন্যে যথেষ্ট। তুমি এক কাচ্চা মদই দাও।



অন্ধের অভিমান

এক অন্ধ পথ চলতে চলতে হঠাৎ একটি কূপের ভেতর পড়ে গেল। কূপে পড়ে সে চীৎকার করতে লাগল, কে আছো, আমাকে উদ্ধার করো। আমি কূপে পড়ে গেছি!

চীৎকার শুনে লোকজন ছুটে এল। কাছাকাছি কোনো বাঁশ বা দড়ি না থাকায় সবাই আলোচনা করতে শুরু করল, অন্ধকে কী করে তোলা যায়।

অন্ধরা সাধারণত অভিমানী হয়। লোকজনের কথা শুনছে, কিন্তু কেউ তাকে তোলার চেষ্টা করছে না দেখে এবার সে চটে গেল। ও যে কূপের ভেতর পড়েছে সে কথা ভুলে গিয়ে তীব্র অভিমানের সুরে বলল, তোমরা আমাকে তুলবে তো তোলো, নাহলে আমার যেদিকে খুশি হাঁটা দিলাম। তখন কিন্তু আর খুঁজে পাবে না আমাকে।

লাল বাহার



এক বৃদ্ধ মৌলবীসাহেব ধবধবে সাদা পোশাক পরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

একটি বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে পান খাচ্ছিলেন বাড়ির মালিক। অন্যমনস্ক হয়ে পানের পিক ফেলতে পিক এসে পড়ল মৌলবীসাহেবের দাড়িতে। তাতে মৌলবীর সাদা দাড়ি পুরো লাল হয়ে গেল।

মৌলবী সাহেব রাগত ভাবে ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার চোখ নেই? কোনো ভদ্রলোকের গায়ে এভাবে পানের পিক ফেলতে হয়? দেখতে পাও না?

লোকটি নিজের দোষ ঢাকার জন্য একটু হেসে বলল, দেখতে পাব না কেন, সাহেব? দেখেই তো ফেলেছি। নাহলে কি শুধু আপনার দাড়িতে গিয়ে পড়ে?

মৌলবী একটু অবাক হয়ে বললেন, মানে?

লোকটি বলল, আপনার উত্তম পোশাক দেখেই বুঝেছি, আপনি কোনো খানদানী বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছেন। তাই আপনার সাদা দাড়িতে লাল কলপ লাগিয়ে বাহার করে দিলাম।

মৌলবী সামান্য দ্বিধান্বিত হয়ে ভাবলেন, কি জানি, হতেও বা পারে!

কূপ নিয়ে যাও

এক ব্যক্তির পাতকূয়োর নিচে একটি ডোল ও তাতে বাঁধা রশি পড়ে থাকত!

একদিন সকালে উঠে কূয়োর মালিক দেখে, রাত্রে কে যেন ডোল আর রশিটা চুরি করে নিয়ে গেছে।

এতে দারুণ চটে গিয়ে কূয়োর মালিক সারা শহরে ঢোল পিটিয়ে

ঘোষণা করে বেড়াতে লাগল, কাল রাতে যে আমার ডোল আর রশি চুরি করেছে, সে আমার কূয়োটাও তুলে নিয়ে আসতে পারে। কারণ ডোল আর রশির অভাবে কূয়োটা আমার বেকার পড়ে আছে।

আবহাওয়া বড় খারাপ



হরিদাস নামে এক কৃপণ শিক্ষক ছিলেন। কাঁচকলা আর ভাত খেয়েই জীবন ধারণ করতেন তিনি। খরচের ভয়ে বিয়ে পর্যন্ত করেন নি।

একদিন এক বন্ধু তাঁকে বললেন, তুমি বড় রোগা হয়ে যাচ্ছ, ভাই। এরপর কোনো বড় অসুখে পড়বে দেখছি। তখন ওষুধের পেছনেই দেখবে দ্বিগুণ টাকা খরচ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং একটা গরু পোষো। দুধ খাওয়া শুরু করো।

হরিদাসবাবু শুনে একটু ভাবিত হলেন যেন। তারপর বললেন, তাই যদি হয়, তাহলে গরু আনার চেয়ে ঘরে জরু আনাই ভালো।

বন্ধু বললেন, তাকে লাভ?

হরিদাস বললেন, বিবাহ করলে পণের টাকাও পাওয়া যাবে। স্তনদুগ্ধও পান করা যাবে।

বন্ধু অবাক হয়ে বললেন, সে কী? নিজের সন্তানকে স্তনদুগ্ধ খেতে না দিয়ে নিজে খাবে? এমন স্বার্থপর তুমি?

শিক্ষক হরিদাস বললেন, স্বার্থপর হব কেন? পড়াশুনো নিয়ে আছি বলেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, আবহাওয়া এখন বড় খারাপ। শিশুরা প্রসূতির স্তনদুগ্ধ পান করে বলেই অকালে প্লীহা আর রোগে মারা যায়। আবহাওয়া বড় খারাপ, ভাই!

আমীর ও রসিক

এক রসিক পুরুষ একদিন যেতে যেতে দেখলেন, একজন নাপিত এক আমীরকে ক্ষৌরি করছে।

রসিক কাছে গিয়ে হেসে বললেন, নাপিত বেশ মৌজ করে আমীরের মাথা মুড়াচ্ছ তো?

আমীর শুনে চটে গিয়ে বললেন, কোন্ গাধা পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে?

রসিক বললেন, আগে আপনার মাথা মুড়ানো হোক, গাধার ব্যবস্থা পরে করা যাবে।

বীরবলের বিচার



এক গ্রামে দুই পালোয়ান ছিল। দুইজনই সমান বলবান। অসম্ভব সাহসী। পরস্পর পরস্পরের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তারা। দু'জন দু'জনকে প্রচণ্ড হিংসে করত।

একদিন তারা পণ রেখে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। পণের সর্ত, যে জয়ী হবে, পরাজিতের দেহ থেকে একসের মাংস কেটে নেবে সে।

দু'জনেই সমান বীর। দুই প্রহর ধরে দু'জনের ঘোরতর যুদ্ধ হল। শেষপর্যন্ত একজন পরাজয় স্বীকার করল।

বিজয়ী পালোয়ান তখন একটি ছুরি এনে পরাজিতের দেহ থেকে মাংস কাটতে উদ্যত হল।

পরাজিত পালোয়ান বলল, আমার পিঠ থেকে একসের মাংস কেটে নাও তুমি।

বিজয়ী বলল, তা হবে কেন? পণের সর্ত অনুযায়ী তোমার দেহের যে কোনো অংশ থেকে মাংস কেটে নিতে পারি আমি। তোমার বুক থেকে একসের মাংস কেটে নেব।

পরাজিত পালোয়ান বলল, না, আমার বুকের মাংস তোমাকে কাটতে দেব না। তাতে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। তুমি আমার পিঠ থেকে একসের মাংস কেটে নিতে পারো। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

এ নিয়ে দু'জনের ভেতর বচসা শুরু হলে, সুবিচারের আশায়

তারা বাদসার দরবারে গিয়ে হাজির হল। বাদসা বীরবলের ওপর বিচারের ভার দিলেন।

বীরবল মনোযোগ সহকারে সব বৃত্তান্ত শুনে বিজয়ী পালোয়ানকে বললেন, তোমার দাবী যথার্থ। তুমি পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী বুক থেকে একসের মাংস কেটে নিতে পার। কিন্তু ঠিক একসের মাংসই কাটতে পারবে, এক রতি কম বা বেশি হলে তোমার উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। আর একটি কথা, তোমাদের পণের শর্ত ছিল একসের মাংস। তাই শুধু মাংসই কেটে নিতে পারবে তুমি, সরক্ত মাংস নিতে পারবে না। এবার তুমি মাংস কাটতে শুরু করতে পারো।

বীরবলের কথায় ভয় পেল বিজয়ী পালোয়ান। মাংস কাটার সাহস পেল না। নিজের দাবী প্রত্যাহার করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল দরবার থেকে।



শঠে শাঠ্যং

গ্রামের দুটি ধূর্ত লোক একদিন বৃদ্ধার কাছে এসে বলল, আমরা দুই বন্ধু ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে একটু বিদেশে যাচ্ছি। আপনার কাছে বারশ' টাকা গচ্ছিত রেখে যেতে পারলে আমাদের বড় উপকার হত।

বৃদ্ধা বললেন, তোমরা এই গ্রামেরই ছেলে যখন, আপত্তির কী আছে? রেখে যে—ও।

ওরা একটা টাকার থলি বৃদ্ধাকে দিয়ে বলল, আমরা দু'জন একসঙ্গে এসে চাইলে, তখন টাকাটা দেবেন।

বৃদ্ধা টাকাটা গুনে নিয়ে বললেন, তাই হবে।

কিছুদিন পর এক বন্ধু ফিরে এসে বৃদ্ধাকে বলল, আমার সঙ্গীটি বিদেশে মারা গেছে। টাকাটা আমাকেই ফেরৎ দিন।

বৃদ্ধা সরল বিশ্বাসে টাকার থলিটা এনে তার হাতে তুলে দিলেন।

কিছুদিন পর দ্বিতীয় বন্ধুটি এসে বৃদ্ধাকে বলল, আমার বন্ধুটি অসুস্থ, তাই আসতে পারল না। আমাকে পাঠিয়ে দিল সেই গচ্ছিত টাকাটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

বৃদ্ধা অবাক হয়ে বললে, আশ্চর্য! ক'দিন আগেই তোমার সেই বন্ধুটি এসে বলল, তুমি মারা গেছ। তাই আমার কাছ থেকে পুরো টাকাটা চেয়ে নিয়ে গেল সে! সে টাকা এখন আমি কোত্থেকে পাব?

দ্বিতীয় বন্ধুটি একথা শুনে খুব চটে গেল। কাজীর কাছে গিয়ে বৃদ্ধার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে নালিশ জানাল।

কাজী শুনে বৃদ্ধাকে তলব করলেন।

বৃদ্ধা এসে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন কাজীকে।

কাজী সব শুনে বুঝলেন, আসল প্রতারক ঐ দুই বন্ধুই। কিন্তু সেকথা প্রকাশ না করে ধূর্ত লোকটিকে বললেন, তোমরা দু'জন একসঙ্গে গিয়ে টাকাটা গচ্ছিত রেখেছিল, তাই তো?

ধূর্ত বলল, হ্যাঁ কাজী সাহেব।

কাজী বললেন, তোমরা বলেছিলে, তোমরা দু'জন একত্রে ফিরে এলেই ঐ বৃদ্ধা মহিলা যেন টাকাটা দেন?

ধূর্ত বলল, হ্যাঁ।

কাজী বললেন, তোমরা দু'জন যখন একসঙ্গে এসে টাকাটা চাইবে, তখনই টাকা ফেরৎ পাবে। এখন যাও। তোমার বন্ধুটিকে খুঁজে নিয়ে এসো।

ধূর্ত বুঝল, কাজীর কাছে ওদের ধূর্ততা ধরা পড়ে গেছে। তাই নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

দুই কবির গল্প

একজন কবি বাদসার বিরুদ্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন। লোক পরম্পরায় বাদসা সে কথা জানতে পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং

তৎক্ষণাৎ কবিকে গ্রেপ্তার করে এনে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। জল্লাদকে বললেন, আমার সন্মুখেই ওর শিরোচ্ছেদ করো।

বাদসার আদেশ জল্লাদ খড়গ আনতে গেল।

কবি দরবারে উপস্থিত সভাসদদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, মাননীয় সভাসদগণ, মাত্র একটি কাব্য রচনার জন্যে বাদসা আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এবং স্বচক্ষে আমার শিরোচ্ছেদ দেখার জন্যে এই দরবারেই আমার শিরোচ্ছেদের আদেশ দিয়েছেন। যতক্ষণ না জল্লাদ এসে আমার মস্তক ছেদন করছে, ততক্ষণ আপনারা আমার দুই গণ্ডে চপেটাঘাত করে বাদসার সন্তুষ্টি বিধান করুন।

কবির কথায় বাদসা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। এবং খুশি হয়ে কবিকে ক্ষমা করলেন।

আর একবার অন্য এক কবিও, তাঁর রচিত একটি কবিতার জন্যে, বাদসার কোপ-দৃষ্টিতে পড়েছিলেন।

বাদসা সেই কবিকেও গ্রেপ্তার করিয়ে এনে, দরবারে সবার সম্মুখে তাঁর শিরোচ্ছেদের আদেশ দিয়েছিলেন।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা হওয়া মাত্র কবি ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন। এবং চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন।

কবিকে কাঁদতে দেখে সভাসদদের একজন সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, জন্মালেই মরতে হয়, এই তো জীবনের নিয়ম। মানুষ হয়ে জন্মেও এমন ভয় পাচ্ছেন কেন? এমন মৃত্যু-ভয় তো আর কোনো মানুষের দেখি নি।

কবি কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, আপনিও তো মানুষ। আপনি আমার সঙ্গে আপনার স্থান পরিবর্তন করে এখানে জল্লাদের সামনে এসে দাঁড়ান তো! দেখি কাঁদেন কিনা।

কবির সারল্যে হেসে ফেললেন বাদসা। কবিকে ক্ষমা করলেন। মুক্তি দিলেন।



মোল্লার ফতোয়া

এক গ্রামে এক মোল্লা বাস করতেন। গ্রামের মুসলিম পরিবারের যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মোল্লার ডাক পড়ত। তিনি গিয়ে ফতোয়া বা মন্ত্র পাঠ করে দিয়ে আসতেন।

ইতিমধ্যে একদিন মুসলমানদের পবিত্র পার্বন সুব্বেরাত ঈদ উপস্থিত হল। একজন গ্রামবাসী মোল্লাকে জিজ্ঞেস করল, মোল্লা সাহেব, আজ তো সবার ঘরেই ফতোয়া পড়তে হবে আপনার। আপনি একলা লোক কী করে পারবেন ? অথচ পবিত্র মনে এই ফতোয়া-পাঠের ওপরই তো গৃহস্থের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করছে।

মোল্লা বললেন, মোর্দা কবে স্বর্গে যায়, না নরকে যায়, সেকথা কেউই বলতে পারে না। আমার ফতোয়া পড়ার সঙ্গে তার কী যোগ ? পেট চালানোর জন্যে আমার সিধে আর পয়সা দরকার, সেটি পেলেই আমার কাজ শেষ।

মাতালের মেয়ের বিয়ে

এক মাতালের কন্যার বিবাহের দিন স্থির হয়েছে।

বিবাহের দিন সকাল থেকেই মদ্যপান শুরু করায়, সন্ধ্যার সময় নেশায় বেঁহুশ অবস্থা তার।

রাত্রে বর ও বরযাত্রীরা কন্যার বাড়ি এসে দেখে, কন্যার পিতা বেঁহুশ অবস্থায় উঠোনে পড়ে আছে। এদিকে বিয়ের লগ্ন চলে যায়।

সবাই মিলে ডাকাডাকি শুরু করল মাতালকে, এই যে, শুনছেন ? এবার উঠুন, মেয়ের বিয়ে দিন, বর এসে গেছে।

মাতাল চোখ না মেলেই জড়িত স্বরে বলল, বর ফিরে যাক। এমাসে আমার বিয়ে দেবার সময় নেই !

আকবর একদিন সভাসদ্‌দের জিজ্ঞেস করলেন, এমন কোনো কিছুর নাম বলতে পারো, যার ফলে চন্দ্র সূর্য পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না ?

সভাসদ্ কেউই কিছু বলতে পারলেন না।

বীরবল বললেন, অন্ধকার।

রাজার নামে বাজি



এক দেশে এক রাজা ছিলেন। একদিন খাঁচা হাতে একটি লোক মহারাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এল। খাঁচার ভেতর সুন্দর একটি পাখি।

মহারাজ সাক্ষাৎ মঞ্জুর করলেন। লোকটি এসে মহারাজকে প্রণাম করে দাঁড়াতে মহারাজ বললেন, কী আর্জি নিয়ে এসেছ, বলো।

লোকটি হাত জোড় করে বলল, জানাতে নয়, হুজুর, এই পাখিটা আপনাকে উপহার দিতে এলাম।

জঙ্গল থেকে ধরেছ ?

না মহারাজ, আজ এক পাখিওয়ালার সঙ্গে আপনার নামে বাজি ধরেছিলাম। সেই বাজিতে আপনার জিত হয়েছে। তাই আপনার প্রাপ্য পাখিটি আপনাকেই দিতে এলাম। এটি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করলে কৃতার্থ বোধ করব, হুজুর।

শুনে সন্তুষ্ট হলেন মহারাজ। পাখিটি নিয়ে বিদায় দিলেন লোকটিকে।

পরদিন একটি মেষ-শাবক নিয়ে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল লোকটি।

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, কী সংবাদ, বলো ?

লোকটি বলল, এই মেষ-শাবকটি গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন,

মহারাজ। আজ একটি মেষপালকের সঙ্গে আপনার নামে বাজি রেখেছিলাম। আজও বাজিতে আপনি জিতেছেন। তাই আপনার প্রাপ্য মেষ-শাবকটি আপনাকে দিতে এলাম।

হৃষ্টচিত্তে মহারাজ মেষ-শাবকটি গ্রহণ করলেন।

দিনকয়েক পর আবার লোকটি মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এল। আজ সঙ্গে নতুন আর একজন লোক।

মহারাজ সামান্য সরস সুরে বললেন, কী হল, আজ আমার নামে কোনো বাজী ধরো নি তুমি ?

লোকটি মাথা চুলকিয়ে বলল, ধরেছিলাম, হুজুর। পর পর দুদিন বাজি জিতে সাহস বেড়ে যাওয়ায়, আজ এই লোকটির সঙ্গে আপনার নামে দুই হাজার টাকা বাজি ধরেছিলাম। কিন্তু আজ আপনার হার হল, মালিক। তাই ওকে সঙ্গে নিয়ে টাকাটা চাইতে এসেছিলাম। অনুগ্রহ করে দুই হাজার টাকা দেবার আদেশ দিলে কৃতার্থ হব, মহারাজ।

শুনে মহারাজ গম্ভীর হলেন। কিন্তু আগের দু'দিন জিতের জিনিস নেওয়ায়, আজ হারের টাকাটা দিতে অস্বীকার করতে পারলেন না। লোকটিকে দু'হাজার টাকা দিয়ে আদেশ দিলেন, ভবিষ্যতে আর আমার নামে কারো সঙ্গে কোনো বাজি রেখো না। যাও।

লোকটি দু'হাজার টাকা নিয়ে মহারাজকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।



সেয়ানে সেয়ানে

লোকটি ছিল ভীষণ কৃপণ। যা উপার্জন করত, আধ পেটা খেয়ে তার প্রায় সবটাই গোপনে জমিয়ে রাখত সে।

একবার দেশে খুব চোরের উপদ্রব শুরু হওয়ায় কৃপণ লোকটি আতঙ্কিত হয়ে তার বন্ধুকে গিয়ে বলল,

দেখো ভাই, চোরের উপদ্রবে ঘরে তো আর টাকা রাখতে ভরসা হয় না। ভাবছিলাম, টাকাটা নিরিবিলি কোনো জায়গায় বা জঙ্গলে পুঁতে রাখলে কেমন হয়।

বন্ধু বলল, খারাপ হবে কেন? আমার তো মনে হয়, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কৃপণ বলল, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তাই একমাত্র তোমাকেই কথাটা বললাম। তাহলে চলো না আমার সঙ্গে, টাকাটা নিরাপদ কোনো জায়গায় পুঁতে রেখে আসি? অতগুলো টাকা নিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছি না।

বন্ধু বলল, আপত্তির কি আছে? চলো, কত টাকা পুঁতে রাখবে ভাবছ?

কৃপণ বলল, দু'হাজার।

কৃপণ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গেল। তারপর বড় একটা বট গাছের নিচে খুব গোপনে দু'হাজার টাকা পুঁতে রেখে বাড়ি ফিরে এল।

দিন তিনেক পর, লোভ সামলাতে না পেরে, বন্ধু খুব গোপনে জঙ্গলে গেল। তারপর পুরো টাকাটাই তুলে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রাখল।

পরদিনই হঠাৎ কেন যেন কৃপণের মনে হল, বন্ধুকে দেখিয়ে টাকাটা পুঁতে রাখা কি ঠিক হল? হাজার হলেও মানুষের মন? লোভে পড়ে বন্ধু যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে?

বন্ধুকে কিছু না বলে কৃপণ একা জঙ্গলে গেল। নিদৃষ্ট জায়গায় গিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখল, জায়গাটা শূন্য। আন্দাজেই বুঝল সে, এ-কাজ বন্ধুর না হয়ে পারে না। লোভে পড়ে বন্ধুই পুরো টাকাটা তুলে নিয়ে গেছে।

পরদিন কৃপণ বন্ধুর কাছে গিয়ে বলল, বুঝলে ভাই, আরো তিনহাজার টাকা পেয়ে গেলাম। ভাবছি, কাল সন্ধ্যার সময় এই তিনহাজার টাকাও আগের জায়গায় পুঁতে রেখে আসব।

কাল বিকেলে তুমি যদি একবার আমার বাড়ি আসো, তাহলে আমরা দু'জনে মিলে টাকাটা নিয়ে যেতে পারি।

বন্ধু বলল, তুমি ভেবো না, আমি সময় মতো চলে যাব।

কৃপণ যাবার পর বন্ধু মনে মনে ভাবল, যে দু'হাজার টাকা গোপনে তুলে এনেছি, সেটা আবার জায়গামতো রেখে আসাই ভালো। আগের টাকাটা জায়গামতো না দেখতে পেলে কৃপণ পরের তিনহাজার টাকা আর ওখানে রাখবে না। আগের চুরি করা টাকাটা যথাস্থানে রেখে এলে, পরে একসময় গিয়ে পুরো পাঁচ হাজার টাকাই তুলে আনা যাবে।

বন্ধুটি সেদিনই চুরি করে আনা টাকাটা জায়গামতো রেখে দিয়ে এল।

পরদিন বিকেলে কৃপণের বাড়ি গিয়ে বলল, আমি এসে গেছি। আর দেরি না করে চলো, সেই তিন হাজারও পুঁতে রেখে আসি।

কৃপণ বলল, বুঝলে ভাই, দু'একদিনের ভেতর আরো দু'হাজার টাকা আমার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই ভাবলাম, সেই টাকাটা হাতে এসে গেলে একসঙ্গে পাঁচ হাজার টাকাই রেখে আসব ওখানে। গোপন জায়গাটায় বেশি ঘন ঘন না যাওয়াই ভালো।

বন্ধু সামান্য বিমর্ষ হয়ে বলল, তাই করো।

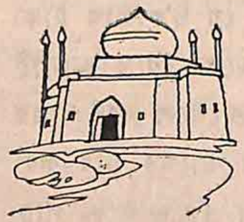
কৃপণ বলল, তুমি যখন এসেই গেছ, তখন চলো না একবার দেখে আসি, আগের টাকাটা ওখানে ঠিকমতো আছে কিনা।

বন্ধু বলল, আপত্তির কী আছে ? চলো।

বন্ধুকে নিয়ে কৃপণ জঙ্গলে গেল। জায়গাটা খুঁড়ে দেখল, টাকাটা ঠিকই আছে। টাকাটা গর্ত থেকে তুলে নিয়ে কৃপণ বলল, এই দু'হাজার আজ বাড়িতেই নিয়ে যাই। যেটা পাওয়ার কথা আছে ওটা হাতে এলে, একসঙ্গে সাত হাজার টাকাই নিয়ে এসে এখানে পুঁতে রেখে যাব!

বন্ধু বিরস বদনে বলল, তোমার টাকা, তুমি যা ভালো বোঝ, তাই করো।

কৃপণ দু'হাজার টাকা বাড়ি নিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হল।



ফাঁদে পড়া

বাদসা একদিন এক কারিকরকে দিয়ে একটি মজার ফাঁদ তৈরি করালেন। ফাঁদটির বিশেষত্ব ছিল, কেউ সেটাতে হাত দিলে তার হাত ফাঁদে আটকে যেত। ফাঁদটা নিজের খাস কামরার দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখলেন বাদসা। দিনকয়েক পর বাদসা সেই ফাঁদের ওপর একটি আতা ফল রেখে বীরবলকে তলব করলেন। তারপর, বীরবল আসার আগেই, পাশের ঘরে গিয়ে লুকোলেন।

বীরবল বাদসার খাসকামরায় এসে দেখেন, ঘর খালি। এদিক ওদিক তাকাতেই হঠাৎ নজর পড়ে দেওয়ালে টাঙ্গানো আতাটির ওপর। কৌতূহলে সেদিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তারপর ফলটা একটু নেড়েচেড়ে দেখার জন্যে ফলটায় হাত দিতেই ফাঁদে হাতটা আটকে গেল। অনেক চেষ্টা করেও হাতটি ফাঁদ থেকে ছাড়াতে পারলেন না তিনি।

ইতিমধ্যে বাদসা ঘরে প্রবেশ করলেন। বীরবলকে ঐ অবস্থায় দেখে হেসে বললেন, ছিঃ, বীরবল! তোমার মতো একজন লোক এমন চোর, আমি ভাবতেও পারি নি। সামান্য একটা আতা ফলের লোভও তুমি সামলাতে পারলে না? আমার অনুপস্থিতির সুযোগে ওটি চুরি করতে গিয়েছিলে?

বীরবল সবই বুঝলেন, কিন্তু বলার কিছু নেই তার। তাই চুপ করে রইলেন।

বাদসা ফাঁদ থেকে বীরবলের হাতটি ছাড়িয়ে দিলেন। মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বীরবল।

এরপর থেকে সুযোগ পেলেই বাদসা সেই আতা চুরির কথা

উল্লেখ করে বীরবলকে লজ্জা দিতেন।

বীরবল বুঝলেন, বাদসাকেও কোনো রকমে জব্দ করতে না পারলে এই ফাঁদের লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি নেই।

মনে মনে তাই একটি ফন্দি আটলেন।

বাদসার পায়খানার মেথরদের টাকা দিয়ে বশ করে, একদিন এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের ছদ্মবেশে পায়খানার কোণে লুকিয়ে রইলেন তিনি।

বাদসা পায়খানায় প্রবেশ করা মাত্র এক ভয়ঙ্কর দৈত্য হুঙ্কার দিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

বাদসা সকাতরে দৈত্যের কাছে জীবন ভিক্ষা চাইলে দৈত্য বলল, যদি আমার জুতা মাথায় নিয়ে আমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রমাণ করো, তবেই তোমাকে ছেড়ে চলে যাব আমি।

প্রাণভয়ে অগত্যা তাই প্রণাম করলেন বাদসা।

এরপর থেকে বাদসা বীরবলকে আতা চুরির কথা বললেই, বীরবল তাঁকে পায়খানার দৈত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

বাদসা বুঝলেন, সেই দৈত্য বীরবলই। তাই এরপর থেকে আর আতার কথা কখনও উল্লেখ করতেন না বাদসা।

জঞ্জাল

এক ভদ্রলোক নতুন একটি ভৃত্য নিয়োগ করেছেন।

প্রথম দিনই তিনি ভৃত্যকে বললেন, দোতলাটা ভীষণ নোংরা হয়ে আছে। ভালো করে ঝাঁট দিয়ে জঞ্জালগুলো রাস্তায় ফেলে দিও। কিন্তু দেখো, লোক ভালো লক্ষ্য করে জঞ্জাল ফেলো।

ভৃত্যটি ঘর ঝাঁট দিয়ে জঞ্জালগুলো এক জায়গায় জড়ো করল। তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই দেখতে পেল, রাস্তা দিয়ে গাড়ি চেপে এক সুবেশ ভদ্রলোক এদিকেই আসছেন।

গাড়িটি বাড়ির সামনে আসা মাত্র ভৃত্যটি দোতলা থেকে জঞ্জালগুলো ভদ্রলোকের ওপর ফেলল।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাতে বললেন। গাড়ি থেকে নেমে দোতলার দিকে তাকিয়ে গালাগাল করতে শুরু করলেন।

হৈ চৈ শুনে বাড়ির মালিক নিচে নেমে এলেন। সব শুনে ভৃত্যটিকে মারতে যেতেই ভৃত্যটি সবিনয়ে বলল, আপনিই তো আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন, হুজুর, ভালো লোক লক্ষ্য করে জঞ্জাল ফেলতে!

আয়না



গ্রামের একটি নির্বোধ লোক শহরে এসেছে।

পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটি আয়না কুড়িয়ে পেল সে। জীবনে কোনো দিন আয়না দেখে নি লোকটি। আয়নায় নিজের মুখও দেখে নি।

একটু অবাক হয়ে আয়নাটা তুলে নিয়ে সামনে ধরতেই, আয়নায় নিজের মুখ দেখে ভয়ে ফেলে দিল আয়নাটা।

ভীত স্বরে বলল, এ জিনিসটা আপনার, আমি জানতাম না। না জেনে তুলে নিয়েছিলাম। আমাকে মার্জনা করবেন।

আখরোটের বদলে পেঁয়াজ

এক পাহাড়ী রাজা নিজের কয়েকজন পাহাড়ী প্রজার মারফৎ কিছু আখরোট ফল আকবর বাদসাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন।

প্রজারা আসার পথে একটি সহরে পেঁয়াজ দেখে ভাবল, এ এক নতুন ধরনের ফল দেখছি! বাদসা পেলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।

একজন বাদে আর সব প্রজাই তাদের আখরোট বদলে ঝুড়ি ভর্তি পেঁয়াজ নিয়ে এসে বাদসাকে উপহার দিল।

পেঁয়াজ দেখে বাদসা ভীষণ চটে গেলেন। তাঁর আত্মসম্মানে লাগল। প্রহরীকে আদেশ দিলেন, এদের খালি মাথায় একটা করে পেঁয়াজ ভেঙ্গে দাও।

প্রহরী বাদসার হুকুম তামিল করতে শুরু করলে সেই প্রজাটি তার সঙ্গীকে বলল, আমার ভাগ্য ভালো, ভাই, যে আমি তোমাদের মতো আখরোটের বদলে পেঁয়াজ নিয়ে আসি নি। তাহলে আমার মাথাও বাঁচত না।

একথা শুনে বাদসা আসল ঘটনাটা বুঝতে পারলেন, এবং মূর্খ পাহাড়ীদের মাপ করলেন।

আহাম্মকের বুদ্ধি



একদিন একজন নাপিত, এক আহাম্মক এবং মুণ্ডিত মস্তক এক ফকির একত্রে পথ চলতে চলতে এক পান্থশালায় এসে রাতের আশ্রয় নিল।

চোরের ভয়ে রাত্রে তারা পাহারার ব্যবস্থা করল। ঠিক হল, প্রথম প্রহরে নাপিত, দ্বিতীয় প্রহরে আহাম্মক ও তৃতীয় প্রহরে ফকির জেগে পাহারা দেবে।

নাপিত প্রথম প্রহরে পাহারা দিতে শুরু করল। ফকির ও আহাম্মক ঘুমাল।

পাহারা দেবার সময়, সময় কাটছে না বলে, নাপিত নিদ্রিত আহাম্মকের মাথা কামিয়ে দিল। আহাম্মক কিছু জানতেও পারল না।

প্রথম প্রহর শেষ হলে নাপিত আহাম্মককে জাগিয়ে দিল।

পাহারা দিতে দিতে আহাম্মক একবার মাথা চুলকাতে গিয়ে দেখল, মাথায় চুল নেই। মুণ্ডিত মস্তক!

নিজেকে সেই ন্যাড়া ফকির ভেবে আহাম্মক নাপিতকে বলল, দ্বিতীয় প্রহরে তো আমার পাহারা দেবার কথা। তাহলে তুমি ফকিরকে জাগালে কেন?

এক কড়া কড়ি



একটি বালক একজন ভিখিরিকে এক কড়া ভিক্ষা দিল।

মাত্র এক কড়া দেখে ভিখিরি রেগে সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বালকটি তাকে ডেকে বলল, এক কড়াকে এমন তুচ্ছ করছ, ভাই ? বয়স্কদের মুখে শুনেছি, এ-অঞ্চলেরই একজন লোক মাত্র এক কড়া করে কড়ি ভিক্ষে করে এক লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করেছিল। যত ক্ষুদ্রই হোক, অর্থকে তুচ্ছ করতে নেই।

আতঙ্কের ফলে

গ্রামের একটি ছেলে আঙ্গুর ক্ষেতে ঢুকেছিল আঙ্গুর চুরি করার জন্যে।

ক্ষেতের মালিক দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাঁক দিলেন, এই, কে রে ? কী করছিস ওখানে।

ছেলেটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আজ্ঞে, ইয়ে, ভীষণ পায়খানা চেপেছিল, তাই পায়খানা করতে এসেছিলাম।

মালিক এগিয়ে এসে বললেন, কৈ, কোথায় পায়খানা করছিলি, দেখি ?

সামনের কিছু গোবর পড়েছিল। ছেলেটি সেই গোবর দেখিয়ে দিয়ে বলল, ঐ তো, ওখানে।

মালিক বললেন, ওগুলো মানে ? ও তো গরুর গোবর !

ছেলেটি কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, আমি পায়খানা করতে বসা মাত্র দূর থেকে আপনি হাঁক দিলেন। শুনে আতঙ্কে আমার পেটের প্লীহা চমকে ওঠাতেই বোধহয় বিষ্ঠা গোবরের মতো হয়ে গেছে।

লেপ



বাদসা একদিন আধ হাত পরিমাণ একটি লেপ এনে সভাসদদের বললেন, এই লেপটি দিয়ে আমাকে এমন ভাবে ঢেকে দাও, যাতে আমার শীত না করে।

সভাসদরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। এটুকু লেপে কি করে বাদসাকে আবৃত করা সম্ভব বুঝতে পারে না।

বীরবল এগিয়ে এসে লেপটি দিয়ে বাদসার পা দুটি ঢেকে দিলেন।

বীরবলের বুদ্ধি দেখে বাদসা খুশি হলেন।

পাদ-পূরণ

বাদসা আকবর ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণ করছিলেন।

পথে একটি সুন্দরী তরুণীকে একা দেখে ইশারায় কাছে ডাকলেন তাকে।

তরুণী বাদসার ইশারা উপেক্ষা করে, গম্ভীর মুখে অন্য দিকে চলে গেল।

বাদসা তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হাতকে ছুঁয়ে কোই বেরহু ন খায় গো!' অর্থাৎ, তোমার হাতের ছোঁয়া পর্যন্ত কেউ খাবে না।

দেশ ভ্রমণ সেরে প্রাসাদে ফিরে, একদিন সভায় বসে বাদসা বীরবলকে বললেন, বীরবল, তোমাকে একটি কবিতার পদ দিচ্ছি, পূরণ করো তো! 'হাতকে ছুঁয়ে কোই বেরহু ন খায় গো।'

সঙ্গে সঙ্গে বীরবল বললেন—

'মানুষ কো জনম পায়ো, সুন্দর রং-রূপ পায়ো,
করনে রস রঙ্গ যাসো জীউ হুলসায় গো।

জোয়ানীকে তরঙ্গ মে করৈ কেঁও ন উমঙ্গ আলী,
দিন চল যায় ঐছে যাহু চল যায় গো।
করৈ কেঁও গুমান্ ঐসা তেজ তরু নাই যে,
ফির ফির ললচায় চিত পাছে পছিতায় গো।
জীবনকে চার দিন বীত গেয়ে পিছে সখি,
হাতকে ছুঁয়ে কোই বেরহু ন খায় গো।'

অর্থাৎ—সখি! মনুষ্যজন্ম পেয়ে সুন্দর রূপরঙ্গ পেয়েছ, তাই যাতে আনন্দে প্রাণ মেতে ওঠে, এমন রসরঙ্গ করো। যৌবন-তরঙ্গে রসরঙ্গ যদি না করো, তাহলে যত দিন যাবে ততই আয়ু ফুরিয়ে যাবে। যৌবনের তেজে বৃথা অহঙ্কার কোরো না। তাই বলি, সখি, চলে যেও না, একবার ফিরে চাও। কাছে এসো, কেননা, আমার চিত্ত বড় লোভার্ত হয়েছে। আমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে চলে গেলে, পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। জীবনের চারদিন অতীত হলে, সখি, তোমার হাতের ছোঁয়া পর্যন্ত কেউ খাবে না।

শুনে বাদসা বললেন, বাহবা! বহুৎ আচ্ছা!



কর্মকারের বর্ম

বাদসা একদিন এক কর্মকারকে একটি বর্ম নির্মাণ করে আনার আদেশ দিলেন।

দিন কয়েক পর কর্মকার নতুন একটি লোহার বর্ম নিয়ে দরবারে এল।

বাদসা বর্মটি পরীক্ষা করে দেখার জন্যে, সেটি মাটিতে রেখে উপর্যুপরি খড়গাঘাত করতে শুরু করলেন। খড়গাঘাতে লোহার বর্মটি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে গেল।

বাদসা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে কর্মকারকে বললেন, আর কখনও যদি এমন ভঙ্গুর বর্ম তৈরি করে আন, তাহলে এই খড়্গ তোমার

শিরোচ্ছেদ করব।

কর্মকার বিরস বদনে বাড়ি ফিরে গেল।

কর্মকারের কন্যা তাকে বিষণ্ণ দেখে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে, বাবা? বাদসা কি তোমাকে কিছু বলেছেন, না সাংসারিক কোনো কারণে তোমাকে এমন চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে?

কর্মকার সম্পূর্ণ ঘটনাটি খুলে বলল মেয়েকে।

মেয়ে শুনে বলল, তুমি আর একটি বর্ম তৈরি করো, বাবা। এবার আমি নিজে নিয়ে যাব সেটি বাদসার কাছে।

একসপ্তাহের মধ্যে নতুন আর একটি বর্ম তৈরি করল কর্মকার।

মেয়েটি সেই বর্ম নিজের অঙ্গে পরিধান করে, হাতে একটি তরবারি নিয়ে দরবারে উপস্থিত হল। বাদসাকে সবিনয়ে প্রণাম করে বলল, হুজুর, বাবা এই নতুন বর্মটি তৈরি করেছেন। বাবা সামান্য অসুস্থ, তাই আমি আপনাকে এটি পৌঁছে দিতে এসেছি।

বাদসা বললেন, উত্তম! বর্মটি শরীর থেকে খুলে মাটিতে রাখো, আমি খড়গাঘাতে ওটি পরীক্ষা করে দেখব।

মেয়েটি হাত জোড় করে বলল, হুজুর, বর্ম যুদ্ধের সাজ। রণক্ষেত্রে এটি গাত্রে ধারণ করেই যুদ্ধ করতে হয়। তাই গাত্রে রেখেই বর্ম পরীক্ষা করা উচিত। সেজন্যেই আমি বর্মটি পরে যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত হয়ে এসেছি। যদি পরীক্ষাই করতে চান, আমার এই তরবারিটি গ্রহণ করুন। তরবারি দিয়ে এই বর্মে আঘাতের পর আঘাত করে দেখুন, বর্মটির প্রতিরোধ ক্ষমতা আশানুরূপ কিনা।

বাদসা কর্মকারের কন্যার সঙ্গত উত্তর শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। বর্মটি নিয়ে যথেষ্ট পারিতোষিক দিলেন তাকে।

মুরগীর ডিম

বাদসা একদিন বীরবলকে বললেন, বীরবল, অনেকদিন মোল্লা দোপীয়াজাকে নিয়ে মজা করি না। আজ ওঁকে কোনোভাবে জব্দ

করে লজ্জা দিতে হবে। কিভাবে ওঁকে লজ্জা দেওয়া যায় ভাবো তো।

বীরবল বললেন, আপনি নিজে কিছু ভেবেছেন, হুজুর?

বাদসা বললেন, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছিল।

—কী মতলব, হুজুর?

—আটজন পারিষদ নিয়ে আজ মোল্লার বাগানে বেড়াতে যাব। মোল্লার বাগানে একটি হৌজ আছে। তুমি আগে গিয়ে গোপনে সেই হৌজের জলে সাতটি ডিম ডুবিয়ে রেখে আসবে।

—তাতে কী ফয়দা হবে, হুজুর?

—হবে। আমি সাতজন পারিষদকে হৌজ থেকে ডিম উঠিয়ে আনতে হুকুম দিলে, তারা একে একে জল থেকে একটি করে ডিম উঠিয়ে আনবে। কিন্তু সব শেষে মোল্লাকে যখন ডিম আনতে বলব, মোল্লা ডিম আনতে না পেরে লজ্জিত হবে।

বীরবল একটু হেসে বললেন, এ মতলবটা মন্দ নয়। হুজুর।

বাদসার পরিকল্পনা মতো বীরবল তখনই বেরিয়ে গেলেন। তারপর সাতটি ডিম নিয়ে মোল্লা দোপীয়াজার বাড়ি গিয়ে, খুব গোপনে সেগুলি হৌজের জলে ডুবিয়ে রেখে এলেন।

বিকেলে বাদসা আটজন সভাসদকে সঙ্গে নিয়ে মোল্লার বাগানে বেড়াতে গেলেন। মোল্লা এতে কৃতার্থ বোধ করেন।

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে বাদসা হঠাৎ হৌজের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বীরবলকে বললেন, বীরবল, ঐ হৌজের জল থেকে একটা মুরগীর ডিম তুলে নিয়ে আসতে পারো?

বীরবল বললেন, এ আর এমন শক্ত কাজ কি, হুজুর? এক্ষুনি আনছি।

বীরবল হৌজের জল থেকে একটি ডিম তুলে আনলেন।

এরপর বাদসার হুকুমে অন্য ছয় জন সভাসদও হৌজ থেকে একটি করে ডিম তুলে আনেন।

সবশেষে বাদসা বললেন, মোল্লা হৌজটা যখন তোমারই,

তুমিও নিশ্চয়ই অনায়াসে ওখান থেকে আর একটি ডিম নিয়ে আসতে পারবে ? যাও, একটা ডিম তুলে নিয়ে এসো।

মোল্লা হৌজে গিয়ে ডিম না পেয়ে মোরগের মতো ডাকতে লাগলেন।

বাদসা একটু অবাক হয়ে বললেন, ও কী করছ, দোপীয়াজা ?

দোপীয়াজা বলল, খোদাবন্দ, যেখানে ডিম প্রসবকারিণী সাতটি মুরগী আছে, সেখানে একটা মোরগের দরকার। পুরুষ জাতীয় মোরগ কি কখনও ডিম দিতে পারে ?

মোল্লার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে খুশি হলেন বাদসা।

যথার্থ জননী



কোনো এক পান্থনিবাসে একই সঙ্গে দুই দল তীর্থপর্যটক আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের ভেতর দু'জন স্ত্রীলোক ছিল গর্ভবতী।

সেদিন রাত্রে কিছু আগেপিছে প্রসূতি দু'জন দুটি সন্তান প্রসব করে—একজন একটি পুত্র সন্তান, অন্যজন এক কন্যা।

কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হবার সামান্যক্ষণ পরই মারা যায়। কন্যাপ্রসবিনী মহিলা পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখে, পুত্র প্রসবিনী মহিলা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশে তার সদ্যজাত পুত্রটি।

সুযোগ বুঝে মৃত-কন্যার জননী সন্তর্পনে পুত্র সন্তানটিকে তুলে নিয়ে, নিজের বিছানায় এনে শুইয়ে দিল। আর নিজের মৃত কন্যাটিকে রেখে দিয়ে আসে অপর মহিলার পাশে।

কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় মহিলা ঘুম ভেঙ্গে দেখে, পুত্রের বদলে তার পাশে শুয়ে আছে সদ্যজাত মৃত একটি কন্যা সন্তান। আতঙ্কে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে সে।

কান্না শুনে পান্থশালার সবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সবাই ছুটে আসে তার কাছে। জানতে চায়, কী হয়েছে।

পুত্রপ্রসবিনী কাঁদতে কাঁদতেই বলে, আমি একটি পুত্র সন্তান

প্রসব করেছিলাম। পাশের ঘরের স্ত্রীলোকটি বোধহয় কন্যা প্রসব করেছিল। কপালদোষে আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি, আমার পাশে আমার পুত্রটি নেই, সে জায়গায় একটি মৃত কন্যা শুয়ে আছে। এ নিশ্চয়ই ঐ স্ত্রীলোকটির কাজ। ওর কন্যাটি মারা যাওয়ায় আমার পুত্রের সঙ্গে সেটিকে বদলে নিয়েছে।

পান্থশালার মালিক ও পর্যটকরা পাশের ঘরে এসে দেখে, সে ঘরে একজন স্ত্রীলোক একটি সদ্যজাত শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে বসে আছে।

সবার প্রশ্নের উত্তরে সেই স্ত্রীলোকটি বলল, আমি আদৌ কন্যা প্রসব করি নি। আমি এই পুত্র সন্তানটিই প্রসব করেছি। ঐ মহিলা মৃত কন্যা প্রসব করে এখন ধাপ্পা দিয়ে আমার পুত্রটিকে দখল করতে চায়।

পুত্র সন্তানটি নিয়ে দুই মহিলার ভেতর প্রচণ্ড কলহ শুরু হয়।

উপস্থিত পুরুষেরা বুঝতে পারে না, কার কথা ঠিক। তারা পরদিন সকালে স্ত্রীলোক দু'জনকে নিয়ে আকবর বাদসার দরবারে যায় নিরপেক্ষ বিচারের আশায়।

বাদসা সব শুনে পুত্র প্রসবিনীকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি যে পুত্র প্রসব করেছিলে, তার কোনো সাক্ষী আছে?

মহিলা বলে, না, খোদাবন্দ, আমার কোনো সাক্ষী নেই। আমার একমাত্র সাক্ষী ঈশ্বর।

বাদসা তখন কন্যা-প্রসবিনীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোনো সাক্ষী আছে?

স্ত্রী-লোকটি বলল, না, হুজুর। কিন্তু হলপ করে বলছি আমি, এই পুত্রটি আমার। ঐ মেয়েলোকটি মিথ্যে কথা বলছে।

বাদসা সামান্যক্ষণ ভাবলেন। তারপর পুত্র প্রসবিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ঐ মৃত কন্যাটিকে ফেলে দাও। আমি ঐ শিশু পুত্রটিকে চিরে সমান দুই খণ্ডে ভাগ করে, তোমাদের দুই

জনকে দুই খণ্ড দিচ্ছি। এ ছাড়া একই সঙ্গে তোমাদের দুজনের দাবী পূরণ করার কোনো উপায় নেই। আমার এই সিদ্ধান্তে তোমাদের কোনো আপত্তি আছে ?

মৃতকন্যা-প্রসবিনী বলল, আমার কোনো আপত্তি নেই, ধর্মবতার। আপনি অত্যন্ত সুবিচার করেছেন। এরই নাম সূক্ষ্ম বিচার। আপনি তাই করুন। তবু আমি জানব যে, ঐ কুচক্রী মহিলা পুত্রটিকে একা দখল করতে পারে নি।

কিন্তু পুত্রের যথার্থ জননী কেঁদে উঠে হাত জোড় করে বলল, দোহাই হুজুর, ছেলে কাটবেন না। আমি ছেলে চাই না। ও ছেলে ওকেই দিয়ে দিন আপনি। তবু আমি জানব, ছেলেকে আমি না পেলেও সে বেঁচে আছে। আমি মনকে প্রবোধ দেব যে ভগবান আমার গর্ভে ওকে সৃষ্টি করেও অন্যকে পালন করতে দিয়েছেন।

বাদসা এতক্ষণ নিঃশব্দে স্ত্রীলোকটির কথা শুনছিলেন। তার বক্তব্য শেষ হলে গম্ভীর স্বরে বললেন, এ পুত্র তোমার। এ বিষয়ে তুমি যে প্রমাণ উপস্থিত করলে, তার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না। তুমি তোমার ছেলে নিয়ে যাও।

সিংহাসন থেকে নেমে এসে বাদসা নিজে, আসামী স্ত্রীলোকটির কোল থেকে শিশু পুত্রটিকে কেড়ে নিয়ে, বাদিনীর হাতে তুলে দিলেন।

এবং আসামীর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিলেন।

নামার আগে

একদিন এক বৃদ্ধ পথিক পিপাসার্ত হয়ে নিচু একটি জলাশয়ে জল খেতে নেমেছিলেন। কিন্তু জল খাবার পর আর কিছুতেই উপরে উঠতে পারছিলেন না।

এ পথ দিয়ে সচরাচর লোকজন চলাফেরা করে না। বৃদ্ধ তাই

ভয় পেয়ে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন।

বীরবল তখন ঘোড়ায় চড়ে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কান্না শুনে জলাশয়ের কাছে এসে বৃদ্ধের অবস্থা দেখে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় নেই, আমি আপনাকে ধরে তুলে আনছি।

বীরবল ঘোড়া থেকে নেমে সাবধানে নিচে নামলেন। তারপর অনেক কষ্টে বৃদ্ধের হাত ধরে তাঁকে উপরে তুললেন। বৃদ্ধ তখনও হাঁপাচ্ছিলেন।

বীরবল ঘোড়ার পিঠে উঠে বৃদ্ধকে বললেন, বয়স তো কম হল না, কিন্তু বয়স অনুযায়ী বুদ্ধি তো হয় নি দেখছি। আগে ওঠার পথ ঠিক করে তারপর নিচে নামতে পারেন নি?

বৃদ্ধ বললেন, আপনার দৌলতে, দেরিতে হলেও, সে-শিক্ষাটুকু অর্জন করলাম আজ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তারপর দু'জন দু'জনের পথে এগিয়ে গেলেন।

বনস্পতির বীজ



আকবর বীরবলকে বেশি ভালবাসতেন বলে অন্যান্য অমাত্যরা বীরবলকে মনে মনে ঈর্ষা করতেন।

একদিন তাঁরা বাদসাকে বললেন, খোদাবন্দ, আমরা বীরবলের চেয়ে কোনো বিষয়ে হীন নই, কিন্তু আপনি সব কথা বীরবলকে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের কিছু বলেন না কেন?

আকবর বললেন, তাই নাকি, তোমরা বীরবলের সমান। এ তো অতি উত্তম কথা বেশ, আমি তোমাদের একটি কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি। তোমরা আমাকে এমন একটি বীজ এনে দাও, যাতে সমস্ত বনস্পতি অঙ্কুরিত হয়।

সবাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। আনা তো দূরের কথা, এমন বীজের কথা তাঁরা কেউ ভেবেও পাচ্ছিলেন না।

বাদসা তখন বীরবলকেও একই অনুরোধ জানালেন।

বীরবল একটি পাত্রে জল নিয়ে এসে বাদসাকে বললেন, এইই সমুদয় বনস্পতির বীজ।

বাদসা অমাত্যদের বললেন, এবার বুঝলে তো, তোমরা বীরবলের সমকক্ষ কি না।

খোদা-জাদা

মুসলমান একটি যুবকের পায়খানার বেগ আসায় দ্রুত পায়ে নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সে। কিন্তু বেগ সংবরণ করতে না পেরে, বীরবলের বাড়ির সামনে, পথেই পায়খানা করতে বসল।

বীরবল দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই, কে রে তুই ?

যুবক কাঁচু-মাচু মুখে বলল, খোদা-জাদা।

বীরবল নাম শুনে, যুবকটির ঘাড় ধরে, কাছাকাছি একটি মসজিদের সামনে এনে বললেন, খোদা-জাদাই যদি হোস, তাহলে যা, নিজের বাপের বাড়ির উঠোনে পায়খানা কর গিয়ে !

তিন ভেড়ুয়া



বাদসা একদিন বীরবলকে বললেন, উদ্যান থেকে সমস্ত পুরুষদের বের করে দাও। শুধু মাত্র স্ত্রীলোকরাই উদ্যানে থাকবে। তাদের জন্য তাঁবু ও চিকের ব্যবস্থা করো।

বীরবল বাদসার আজ্ঞামতো কাজ করে ফিরে এসে বললেন, উদ্যান থেকে সমস্ত পুরুষদের বের করে দিয়েছি, হুজুর। শুধু একটি মাত্র মানুষ কূপের ভেতর লুকিয়ে আছে, তাকে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না।

বাদসা চটে গিয়ে বললেন, কে সেই ভেড়ুয়া ? চলো তো, দেখি।

একজন অমাত্যকে নিয়ে বীরবলের সঙ্গে উদ্যানে এলেন বাদসা। কূপের কাছে এসে কূপে উঁকি দিয়ে বললেন, কোথায় ?

অমাত্য ও বীরবলও কূপের উপর ঝুঁকে পড়ায় জলে তিন জনের প্রতিবিম্ব দেখা গেল।

বীরবল জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আমি এক ভেড়ুয়াকে দেখে গিয়েছিলাম। অমাত্যকে নিয়ে আপনি আসায় এখন দেখছি তিন ভেড়ুয়াই কূপে লুকিয়ে আছে!

শুনে হেসে ফেললেন বাদসা।

◎



ঘট বুঝে সরা

এক আফিমখোর নতুন একটি ভৃত্য নিযুক্ত করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোনো নেশা-ভাঙ কর ?

ভৃত্য বলল, না, হুজুর! আমি কোনো নেশা করি না। শুধু একটু আফিম খাই।

মনিব বললেন, বেশ ভালো লোক মিলেছে। আমিও আফিম খাই।

মনের মতো লোক পাওয়ায় মনিব খুশি হয়ে পকেট থেকে একটি কৌটো বের করলেন। তা থেকে নিজে আফিম খেয়ে ভৃত্যকেও দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জনেরই বেশ নেশা জমে উঠল। মৌতাতে চোখ বুজে এল মনিবের। ঈষৎ জড়িত স্বরে ভৃত্যকে বললেন, বুঝলে হে, আজ একটু মিষ্টি অম্বল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। বানাতে পারবে ?

ভৃত্যও সামান্য জড়িত স্বরে বলল, এ আর এমন বেশি কথা কি, হুজুর ? আমি এক্ষুনি তৈরি করে আনছি।

ইতিমধ্যে দু'জনেরই নেশা চড়তে শুরু করেছে।

ভৃত্য সেই সকাল বেলায় রান্না ঘরে ঢুকেছিল অম্বল তৈরি করে

আনার জন্যে। কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর, গড়িয়ে সন্ধ্যা এল তবু তার অম্বল তৈরি হয় না।

সন্ধ্যার পর অম্বলের কথা মনে পড়ায় মনিব নিজের ঘর থেকে একবার হাঁক দিলেন, কৈ হে, অম্বল হল?

ভৃত্যেরও মনে পড়ল অম্বলের কথা। চেঁচিয়ে বলল, একটু বাকী আছে, হুজুর।

মনিব বললেন, ঠিক আছে, একটু পরেই এনো না হয়।

দু'জনেই আবার নেশায় বুঁদ হয়ে যান।

রাত প্রায় দুই প্রহরের সময় ভৃত্যের সামান্য হুঁশ ফেরায়, অম্বলের কথা মনে পড়ে। তাড়াতাড়ি অম্বলটা তৈরি করে মনিবের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, এই নিন, হুজুর, আপনার অম্বল।

নেশায় ঝোঁকে লোকের সময় জ্ঞান থাকে না। ভৃত্যের ডাকে অনেক কষ্টে চোখ মেলেন মনিব। সামনে অম্বল দেখে বললেন, এত তাড়াতাড়ি অম্বল তৈরি করে ফেললে? তুমি তো বেশ চালাক-চতুর দেখছি।

ভৃত্যও নেশার ঝোঁকে ভাবল, ব্যাপারটা বোধ হয় সত্যি। তাই বিরস বদনে বলল, কিন্তু আপনার এখানে আমার চাকরি পোষাবে না, হুজুর। রোজ এত তাড়াতাড়ি অম্বল রাঁধতে গেলে, কোনদিন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে!

এক অপরাধে ভিন্ন শাস্তি

একই অপরাধে তিনজন আসামীকে গ্রেপ্তার করে বাদসার সামনে নিয়ে আসা হল।

বাদসা আসামীদের কাজীর কাছে না পাঠিয়ে, বিচারের ভার বীরবলের ওপর দিলেন।

বীরবল সব শুনে আসামীদের মধ্যে একজনকে বললেন, আমার নিজেরই ভাবতে লজ্জা লাগছে, যে আপনি ভদ্রসন্তান হয়ে কী করে এমন জঘন্য একটি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেন! যাই হোক,

আমি আপনাকে খালাস দিলাম। আপনি যেতে পারেন।

দ্বিতীয় জনকেও তিনি কটু ভাষায় গালাগাল দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

তৃতীয় অপরাধী ছিল একজন নীচ জাতীর লোক। বীরবল তাকে গাধার পিঠে চাপিয়ে, তার অপরাধের কথা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করতে করতে, নগর প্রদক্ষিণ করানোর আদেশ দিলেন।

পরদিন বাদসা সংবাদ পেলেন, বীরবল একই অপরাধের জন্যে তিনজন আসামীকে তিন ধরনের শাস্তি দিয়েছেন এরূপ বিচার আইন বিরুদ্ধ এবং পক্ষপাত দুষ্ট।

বাদসা বীরবলের কৈফিয়ৎ তবল করলেন, কেন তিন জন আসামীকে তিন রকম শাস্তি দেওয়া হল?

বীরবল খুব সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, ঐরূপ বিচারের কী ফল হইয়াছে, হুজুর তাহা তদারক করিয়া দেখুন।

বাদসা সন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন, প্রথম অপরাধী আত্মহত্যা করেছে। দ্বিতীয় অপরাধী সেদিন থেকেই দেশত্যাগী হয়েছে। আর তৃতীয় অপরাধী জিজের সঙ্গীদের সামনেই অত্যাধিক মদ্যপানে প্রাণ ত্যাগ করেছে।

বাদসা বুঝলেন, শিক্ষা-রুচি ও সামাজিক মর্যাদাভেদে, শাস্তির পরিমাণ বা রূপ ভিন্ন হলেও, তার পরিণতি এক হতে পারে।

বীরবলের বিচার-পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করয়লন বাদসা।

অদ্বিতীয়

আকবর—বীরবল, তোমাকে পাওয়ার আগে ভেবেছিলেম, তোমার মতো দ্বিতীয় লোক আর দুনিয়ায় নেই।

বীরবল— এখন কী মনে করেন?

আকবর—তোমার মতো আর দুটি লোক নেই।

বীরবল—তাই ঠিক!